CONTENT

Wednesday, the 25th March, 1992.

Thursday, the 26th March, 1992.

PROCEEDINGSS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday the 25 th March, 1992 at 11. 00 A. M.

PRESENT

Sri Jyotirmoy Nath, Hon'ble Speakar in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speakar, eleven Ministers, and 44 members,

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশান নাম্বার—৭৪ ।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশান নাম্বার—৭৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে একটি বে-সরকারী সংস্থাকে রাজ্যে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্যে সরকার অনুমতি দিয়েছেন ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে সংস্থাটির নাম, ঠিকানা কি, তারা এ ছাড়া আর কোন মেডিকেল কলেজ পরিচালনা করেন কি;

৩। মেডিকেল কলেজ খোলার ব্যাপারে আই, এম, সি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অনুমতি পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, এই ব্যাপারে একটি চুক্তিপত্রে সই করা হয়েছে।

২। বাবা মুঙ্গিপা এডুকেশন ট্রাষ্ট, ভিওয়ানা, হরিয়ানা। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালধীন কোন মেডিকেল কলেজ নেই।

৩। অনুমোদন নেওয়ার দায়িত্ব মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা বলবেন কি ? এই যে এখানে বলেছেন চুক্তি হয়েছে বাবা মুঙ্গিপাট্রাষ্টের সঙ্গে, চুক্তি বয়ান কি কি এখানে প্রকাশ করা হবে কিনা,

হয় হচ্ছে এই ব্যাপারে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় তাব অনুমোদন পাওয়া গেছে কিনা, এবং মন্ত্রিসভার তার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, তারা অনুমোদনের জন্য প্রেয়ার করেছে এবং কাগজটা প্রসেসের পথে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি, চুক্তি কি এবং কি কি ভাবে চুক্তি করা হয়েছে ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, চুক্তির জিনিসটা হল, আমরা ২৫ একর পরিমাণ জমির লিষ্ট দিয়েছি এবং ইন্দিরা গান্দী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, জি, বি, হাসপাতাল, কেলার হাসপাতাল পাশের ডিস্ট্রিক হাসপাতালগুলি ব্যবহার করবে। এবং আমাদের হাসপাতালগুলিকে তারা আই, এম, এস ডিস্টানেট মেডিকেল কলেজ থাকার মত কোইপ করবে। এবং ধাপে ধাপে প্রতি বৎসর একশত জনের ট্রেং করবে। তার মধ্য উইথ-আউথ কেপটিভেশান আমাদের সরকারের তরফ থেকে ২৫ জন ছাত্র নেওয়া হবে কোন কেপটিভেশান কি ছাড়া।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কি না, এই যে বাবা মুঙ্গিয়া ট্রাষ্ট তার চেয়ারম্যানকে এবং এটা ঠিক কিনা এই রকম তারা কাশ্মীরে একটা মেডিকেল কলেজ পরিচালনা করেছিলেন, এই ধরণের তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল উখানে এবং টাকা নিয়ে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পর ঐ সমস্ত কলেজ বন্ধ করে দিয়েছেন। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে এখানে ২৫ একর জমি তার মানে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার কোটি কোটি টাকার সরকার দায়িত্ব নিলেন না। সরকার নিজে কোন দায়িত্ব নিলেন না, দায়িত্বটা দিলেন একটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে, অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজটা হবে বে-সরকারী উদ্যোগে এবং এই কলেজে যে ছাত্র পড়াশুনা করবে তার জন্য কোন ইউনিভার্সিটির এ্যাপিলিয়েশান থাকবে না, সে ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভবিষ্যতটা কি হবে? এই ট্রাষ্টির যিনি চেয়ারম্যান, তিনি হলেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের চীপ সেক্রেটারীর একজন নিকট আত্মীয়। তাই এই ট্রাষ্টির সঙ্গে বসে কোটি কোটি টাকার লেনদেন করে সরকার একটা চুক্তিপত্র করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই সরকার কেন ছিনিমিনি খেলছেন, জানাবেন কি?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ট্রাষ্টির যিনি চেয়ারম্যান তার নাম হচ্ছে ওঁম প্রকাশ শর্ম্মা, এই ট্রাষ্টির সারা ভারতে ১৬ টির মত প্রতিষ্ঠান আছে এবং মেডিকেল কলেজ করার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত রয়েছে, কাজেই মাননীয় সদস্য যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তার কোনটাই ঠিক নয়।

শ্রী বিমল সিনহা (কমলপুর) :— স্যার, এই ওঁম, প্রকাশের অনেকগুলি ব্যবসা আছে, যেমন, এই ত্রিপুরা রাজ্যেই তার বেশ কয়েকটা ইট ভাট্টা ছিল, উনি ইট ভাট্টা ছেড়ে দিয়ে যে শেষ ব্যবসা করেছেন, সেটা এই হারাধন সংঘের কাছেই একটা ক্যান্টারের ব্যবসা। হঠাৎ তিনি এই সব ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, মেডিক্যাল কলেজ করতে গেলেন কেন? তার পিছনের কারণ হল উনি আমাদের চীফ সেক্রেটারী এস, এস, শর্মার একজন নিকট আত্মীয় এবং বলবার আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই ওঁম প্রকাশের ট্রাষ্টির মাধ্যমে ত্রিপুরাতে এই মেডিক্যাল কলেজটা করতে যাচ্ছে। সে যা হউক, এই ট্রাষ্টির মধ্যে রাজ্য সরকারের শেয়ার কতখানি, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য দিয়েছেন, তার সবগুলি অসত্য।

শ্রী অনিল সরকার (প্রতাপগড়) :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই ওঁম প্রকাশের ১৬ টির মত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমি জানতে চাইছি যে তার এই প্রতিষ্ঠানগুলি কি সেবামূলক না ব্যবসায়ী মূলক ? নাকি ত্রিপুরাতে মেডিক্যাল সীট কেনা বেচার জন্যই এটা করা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই ব্যাপারে মতামত কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা সেবা মূলক ও হতে পারে, আবার ব্যবসা মূলক ও হতে পারে, অর্থাৎ দুটোই হতে পারে। এর প্রুতেনশিয়েলিটি অবশ্যই আছে— এক দিকে সেবামূলক অন্য দিকে ব্যবসা মূলক। আমাদের ১৮ জন ছাত্রকে বাইরের মেডিকেল কলেজে পাঠাতে বছরে প্রতি ছাত্র পিছু ৩১ হাজার টাকা করে সরকারকে খরচ করতে হয়, অথচ এখানে মেডিকেল কলেজ হলে, অন্তত কম করে ২৫ জনকে অনেক কম খরচে পড়াশুনা করার সুযোগ দিতে পারব।

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, আমি এবং সমীরবাবু দুই জনই কম্পার্টমেন্টে পাশ করেছি, আমাদের মত যে সব ছাত্র-ছাত্রী কম্পার্টমেন্টে পাশ করেছি, তাদের ডোনেশান দিয়ে এই মেডিকাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকবে তো, যাতে তারা ডাক্তার হতে পারে ?

(হাসির রোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা কি কোন প্রশ্ন হতে পারে ?

।বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা একটা ভয়াবহ কথা। এই রকম একটা ভুয়া সংস্থা এখানে কোটি টাকার কাজ কারবার করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে এই সমগ্র ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবেন ? কারণ এর সঙ্গে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যৎ জড়িত। কাজেই এটা তদন্ত করে এই হাউসে রিপোর্ট পেশ করবেন কি না ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভাবে অমূলক সন্দেহ করে লাভ নেই। ফলেন পরিচিয়তে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ১৫, হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্তমান আর্থিক বছরে সরকার কতটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করবেন এবং নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করিবেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)	১) বর্তমান আর্থিক বছরে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেই এবং নতুন কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হবে না।
২) কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালের ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের কাজ এই বৎসর করা হবে কি ?	২) হবে না।
৩) উক্ত হাসপাতালে এম্বোলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে কি ?	৩) হবে না।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এটা খুব উদ্বেগজনক অবস্থা। এই জুট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চারটা বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন। গত বাজেট সেশনেও মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে এই হাসপাতালে অ্যাম্বোলেন্সের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু এখন বলছেন যে হবে না। গত বাজেট সেশনে বলেছিলেন যে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার জন্য সেটা পি, ডব্লিও, ডি কে দেওয়া হয়েছে এবং কাজ আরম্ভ হবে। উনি এখন বলছেন যে না হবে না এটা কি আরেকটা ব্যবসা ? অর্থগুলি কোথায় গেল ? প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসলেই পারেন। সমাজসেবা মূলক এই কাজটা করবেন না ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার কোন নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার অনুমোদন দেন নি। সেই জন্য হবে না।

ককবরক

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী সাইমানাইদে যে; মুঙ্গিয়া বাড়ী এলাকাঅ ১০ শয্যা বিশিষ্ট যে, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলাইনানি কক্ মাননাইদে মানয়াদে এই বছরঅ। মন্ত্রী জবাব রীনাইদে ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, Central সরকার নতুন Patern P H C চাল কথা। আর কোন বেড কীরীই। অবজার বেশন বেড তংনাই ৪ টা। এবং এই নূতন System অনুযায়ী অ মুঙ্গিয়া বাড়ী খৌলগজাগখা।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— বুকুরু খুল গজাগখা। আং সাসে সাঅয় মানয়া বীলে মন্ত্রী? বফীরী খৌলগখা ব' তারিখ ?

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে মুঙ্গিয়া বাড়ীতে ১০ শয্যা বিশিষ্ট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এ বৎসর করা হবে কি ? মাননীয় মন্ত্রী জবাব দেবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, Central সরকার নূতন Patern এ PHC চালু করেছেন। এখানে কোন বেড নেই। অবজার বেশন বেড থাকবে ৪ টা। এই নূতন System এ মুঙ্গিয়া বাড়ী PHC উদ্বোধন করা হয়েছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— কবে নাগাদ উদ্বোধন করা হয়েছে এটা আমি জানতেই পারিনা।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— আর কোন বেড কীরীই। অবজার বেশন বেড তংনাই ৪ টা।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কি, আমাদের কল্যাণপুরে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— দেওয়া হবে বলা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মুঙ্গিয়াবাড়ীতে যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে এই এলাকাটা সম্পূর্ণ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে আন্ত্রিকে মারা যাচ্ছে, অনাহারে মারা যাচ্ছে। সেখানে থেকে তাদের তেলিয়ামুড়ায় এসে হাজির হতে হয় চিকিৎসার জন্য। অনেক দূর। আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ঐ মুঙ্গিয়াবাড়ীতে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে তাতে কি কি ব্যবস্থা আছে ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, নূতন প্যাটার্ণে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা মুঙ্গিয়াবাড়ী প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে তার সমস্ত ব্যবস্থাই দেওয়া হয়ে হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৫।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৫।

শ্রীরসিকলাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জেল্ দপ্তরে প্রচুর এস, টি, পোষ্ট ভ্যাকেন্ট আছে,

২। সত্য হলে কি কারণে ঐ সমস্ত পোষ্ট পূরণ করা হয় নি,

৩। রাজ্যের জেলগুলোতে কর্মচারী সংখ্যা কত ও তার মধ্যে এস, টি, এস, সি, জেনারেল কত ?

উত্তর

১। মোট ৩৭ টি পোষ্ট ভ্যাকেন্ট আছে। তার মধ্যে এস, টি, দের জন্য সংরক্ষিত আছে ১৮ টি।

২। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে ঐ পোষ্টগুলো পূরণ করা সম্ভব হয় নি।

৩। রাজ্যের জেলগুলোতে কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৩৬৬ জন। তার মধ্যে, এস, টি, — ৮২ এস, সি, — ৫৭ এবং জেনারেল — ২২৭ জন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, মোট ৩৭ টি ভেকেন্ট পোষ্টের মধ্যে এস, টি, দের জন্য ১৮ টি পোষ্ট ভেকেন্ট আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এও বলেছেন উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে ঐ পোষ্টগুলো পূরণ করা সম্ভব হয় নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই সমস্ত পোষ্ট পূরণ করতে কি কি যোগ্যতা লাগে ?

শ্রী রসিকলাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ৩৭টি পোষ্টের মধ্যে ১৮ টি এস, টি পোষ্ট ভেকেন্ট রয়েছে। এর মধ্যে চীফ ওয়েলফেয়ার অফিসার একজন প্রয়োজন আছে। এই পোষ্টটির জন্য এস, টি সুইটেবল ক্যাণ্ডিডেট পাওয়া যায় নি। আমরা এস, টি, ক্যাবিনেট সাব কমিটির কাছে লিখেছি। উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলেই আমরা নিয়োগ করব। তারপর জেলার পোষ্ট, একাউন্টস অফিসার, অফিস সুপারিণটেনডেন্ট, ইউ, ডি, সি, এল, ডি, সি, হেড ওয়ার্ডার, ফার্মাসিস্ট, জি, ডি, এফ, কম্পোজিটর, ম্যাশিনম্যান, বাইণ্ডার, খালাসী - এই সমস্ত পোষ্টগুলিতে নিয়োগ করার জন্য ক্যাবিনেট সাব কমিটির নিকট লিখেছি। উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলেই পদগুলি পূরণ করা হবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উপযুক্ত প্রার্থি কিভাবে নিরূপন করা হয়, কি ধরণের কোয়ালিফিকেশান থাকলে এই পোষ্টগুলিতে নিয়োগ করা হবে এটা সঠিক ভাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রসিকলাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রী দীপক কুমার নাগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৬ জন এস, টি ক্যাণ্ডিডেট জেল পুলিশ হিসাবে অফার পেয়েছিলেন, কিন্তু আজকে প্রায় এক বছর হয়ে গেল তারা এখনও পোষ্টিং পায় নি।

দ্বিতীয়তঃ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা জেল দপ্তরের বাজেট কত ?

শ্রী রসিকলাল রায় (মন্ত্রী) : – মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে ভ্যাকেন্ট পোষ্টগুলির কথা আমি এইখানে বলেছি, আমাদের সরকার এসে সেই সমস্ত পোষ্টে কিছু অফার দিয়েছিল। তার মধ্যে কিছু প্রার্থী জয়েন করেছে, আর বাকি অফার প্রাপ্তরা কেন জয়েন করলো না তার রিপোর্ট আমার কাছে সাবমিট করার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি। আর বাজেটের প্রশ্ন যেটা মাননীয় সদস্য এখানে উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে একটা সারকুলার দিয়েছিলেন যে ৩১ শে মার্চের মধ্যে এস, টি, এবং এস, সি, যত ভেকেন্ট আছে সেগুলি পূরণ করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ৩১ শে মার্চের মধ্যে উনার ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত ভেকেন্টগুলি সেগুলি পূরণ করা হবে কিনা ?

শ্রী রসিকলাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য গৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয় যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে আমি বলছি আমি এস, টি, সাব কমিটির কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছি অতি সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। আমি এখানে আরও জানাচ্ছি আমরা সরকার আসার পর ৩৩ টা পোষ্ট সৃষ্টি করেছি এবং পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলের পোষ্টগুলি মিলিয়ে ৫৯ টি পোষ্ট ছিল। আমরা ক্ষমতায় এসে সেই সংখ্যা কমিয়ে ৫২ টার মধ্যে এনেছি। আর বাকী পোষ্টগুলি পূরণ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচনদ্র রাংখল (কুলাই) : – এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩ স্যার।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটে কোয়াশ্চান নাম্বার ৩৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরায় প্যারা-মেডিক্যাল ওয়ারকার না থাকায় রাজ্যে বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রয়োজন অনুসারে জন সেবার কাজ করতে পারছে না,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহাহইলে উক্ত সমস্যা সমাধান কল্পে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। বর্ত্তমানে রাজ্যে ৭৩ জন প্যারা মেডিক্যাল ওয়ারকার (কুষ্ঠ রোগ কর্মী) কর্তব্যে নিয়োজিত আছেন এবং কুষ্ঠরোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার কাজ সন্তোষ জনক ভাবে চলছে।

২। প্রশ্ন আসে না;

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এটা সত্য নহে। যদি সত্য না হয়ে থাকে তাহলে গ্রামাঞ্চলে যারা প্যারা-মেডিকেল ওয়ারকার আছে তারা যাচ্ছে না কেন? দ্বিতীয়তঃ গ্রামে গ্রামে এখন বিভিন্ন অসুখ বাড়ছে যেমন ডাইরিয়া বাড়ছে, ম্যালেরিয়া বাড়ছে ইত্যাদি। জল তো দূষিত আছেই। উপরন্তু প্যারা-মেডিকেল ওয়ারকার সেখানে যাচ্ছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তথ্য আছে কিনা, যদি না থাকে তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আসলে হয়তো মাননীয় সদস্য ভুল করতে পারেন। প্যারা-মেডিকেল ওয়ারকার কুষ্ঠ রোগীর কাজের জন্য। আমরা যে টারগেট দিয়েছি সেই টারগেট অনুযায়ী তারা ১০৪ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পারসেন্ট ফুলফিল হয়েছে এবং সেটা আরও বাড়বে। আপনি এখানে মালটি পারপাস ওয়ারকারের কথা বলেছেন। আমাদের এখানে মালটি পারপাস ওয়ারকার সর্টেজ আছে। সমস্ত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমরা দিতে পারি নি। সে জন্য তিনটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০০ জন মহিলা এবং ৬০ পুরুষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে আগামী কয়েক বছর আরও ২ জন করে দেওয়া হবে।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কুষ্ঠ রোগীর জন্য হাসপাতাল স্থাপনের জন্য উত্তর ত্রিপুরার মনুঘাটে সরকারের জমি বরাদ্দ আছে এবং স্থান নির্বাচন থাকা সত্ত্বেও সেখানে এখনও কুষ্ঠ রোগ হাসপাতাল স্থাপন করা হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কিনা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় কুষ্ঠ রোগ হাসপাতাল কবে নাগাদ শেষ হবে এবং চালু করা হবে?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— ডেপুটি স্পীকার স্যার, উত্তর ত্রিপুরার মনুঘাটে কনষ্ট্র্যাকশ্যান প্রায় কমপ্লিট হয়েছে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় যেটা শান্তির বাজারে হওয়ার কথা সেটা আমরা পি, ডবলিউ, ডির কাছে হ্যাণ্ডওভার করেছি। তাঁরা কাজ আরম্ভ করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৫১।

শ্রী মতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৫১।

প্রশ্ন

১। এসেনশিয়েল কমোডিটিস অ্যাক্ট অ্যাণ্ড স্ট্রেটুটরী অর্ডারস্ ভঙ্গকরার অপরাধে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা এবং রাজ্যের সবকয়টি নোটিফায়েড অথরিটি এলাকায় কয়জন হোলসেল ট্রেডারস্কে কতসংখ্যক অপরাধের জন্য ১৯৮৮—১৯৯২ সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে,, এবং

২। এই সময়ে কতজন অপরাধীকে কি ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে?

উত্তর

১। ৫ জনকে মোট ৯ টি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়।

২। ৩জনের আর্থিক জরিমান হয়, ১জন নির্দোষ প্রমানে খালাস পায় এবং বাকীরা বিচারাধীন আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইযে ৫জনকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে বলা হয়েছে তারা কারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? ত্রিপুরায় অ্যাসেনশিয়েল কমোডিটিস সাপ্লাই, ডিস্‌টি্‌বিউশন অ্যাণ্ড প্রাইসেস্‌ কন্‌ট্রোল অর্ডার ১৯৭১ কার্যকরী নাই। সরকার এইটাকে তালা বন্ধ করে রেখেছে। সমস্ত লাইসেন্স এবং রিটেইলার যারা তাদের সম্পর্কে যেসমস্ত অ্যাসেনশিয়েল কমোডিটিস অ্যাক্‌টে যেসমস্ত ব্যবস্থাগুলি আছে সেগুলি তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং গভর্ণমেণ্ট সাপ্লাইকে সমস্ত মজুতদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগরতলা শহরে মহারাজগঞ্জ বাজারে যারা হোল সেইলার তাদের বিরাট বিরাট গো-ডাউনে সমস্ত মজুত আছে, কোন চেক-আপ নাই, কোন ইন্‌স্ট্রাক্‌শান নাই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই মজুত জিনিসগুলি দিয়ে যেমন তেমন খুশী দাম হাঁকিয়ে সমস্ত জনসাধারনের কাছ থেকে পকেট কেটে অতি মুনাফা অর্জন করেছে লুটপাট করছে। এইগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এইগুলি কি অস্বীকার করতে পারবেন মাননীয় মন্ত্রী ?

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কিছু, কিছু ঘটনা ঘটছে সেটা আমি অস্বীকার করছিনা। তবে গভর্ণমেণ্টর তরফ থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যখন কোন অভিযোগ আসে সাথে সাথে সরকার এইসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন অভিযোগ আসার পরে তদন্ত করছে। কিন্তু, এই বিষয়টার জন্য ভিজিলেন্স রাখার জন্য সরকারী কর্মকর্তারা রেয়ে গেছেন। ইন্‌স্ট্‌কৃটার আছেন, বিভিন্ন রেংকের অফিসাররা আছেন গত ২ বৎসরে এই বিশাল রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৫জনকে এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তাহলেই কি প্রমানিত হয় না যে আসলে সবটাই একটা কোলাবরেশানের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে এবং এইটা সম্পূর্ণ কোলাবরেশান করছে গভর্ণমেন্টের কোলাবরেশনে এই আইনটা একদম তালা বন্ধ করে রাখা। এইভাবে দুর্নীতি করে রাজ্যের চরম সর্বনাশ করেছে। এইজন এই মন্ত্রীসভা, এই সরকার এই ব্যবসায়ীদের সংগে য়োগসাজসে সমস্ত করেছেন এবং এই দুর্নীতি করেছেন।

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি কিছুক্ষন আগে ও বলেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটেছে না এইটা আমি অস্বীকার করছি না। তবে বিভিন্ন মহকুমার যারা এস, ডি, ও আছেন উনারা সেগুলি দেখেন এবং ডিস্‌টি্‌কট ম্যাজিস্ট্রেট আছেন উনারা ও দেখেন। অ্যাসেনশিয়েল কমোডিটিস অ্যাকট যদি আবেদন করে তার জন্য একজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে। তাদের কাছে যদি কেউ অ্যাসেনশিয়েল কমোডিটিস অ্যাক্‌টে

আবেদন করে নিশ্চয়ই সেটা সেই কমিটি ব্যবস্থা করে। আর ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশের এ্যানফোর্মেন্ট বিভাগের যেসমস্ত কর্মকর্তারা আছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। কিছু কিছু ইনফরমেশানের ভিত্তিতে ও রাজ্য সরকার সেইসমস্ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার একই ধরণের দুটো প্রশ্ন আছে, আমি একই সাথে দুটো সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই, স্যার, অ্যাসেনশিয়েল কমোডিটিস্ সাপ্লাই ডিস্ট্রিবিউশান অ্যাণ্ড প্রাইসেস অর্ডার ১৯৭২ ক্লজ-৩তে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে" নো পারসন সেল সেইল, হোলসেইল অর রিটেইল হায়ার দেন দি রেইট্স ফিক্সড বাই দি স্ট্রেইট গভর্ণমেন্ট ফ্রম টাইম টু টাইম উইথ দি কন্কারেন্স অফ গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া বাই নোটিফিকেশান ইন দি অফিশিয়েল গেজেট। গত চার বছরের মধ্যে অফিশিয়েল গেজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন জিনিষে নির্দ্দিষ্ট ভাবে হায়েষ্ট রেইট কত হবে সেই সম্পর্কে নোটিফিকেশান করা হয়েছে জিনিষের কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এবং সেই রেইট যেটা ঘোষণা করা হল যে তার চেয়ে বেশী দামে যদি কেউ বিক্রী করে তাহলে কাকে কাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কোথায় কোথায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে এই অপরাধের জন্য, আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কয়েক জনের নাম জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যারা আসল লোক তাদেরকে ধরা হচ্ছে না। চুনোপুঁঠি দুই এক জনকে ধরে এখানে শো করা হচ্ছে যে এইগুলি সব সত্য কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগেও বলেছি যারা নির্দ্দিষ্ট রেইটের বেশী দাম নেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং সরকার সেই ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। যদি কোন ব্যবসায়ী অতিরিক্ত দামে জিনিষ বিক্রী করার চেষ্টা করে তাহলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বদ্ধাপরিকর।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি জানতে চাই যে, এই নোটিফিকেশানটা কবে হয়েছিল, এই চার বছরের মধ্যে কোন একটা গেজেটে উঠেছে, বলুন যে অমুক তারিখের গেজেটে এই নোটিফিকেশানটা উঠেছিল এবং এইটার উপরে আর কেউ দাম নিতে পারবে না। বলুন একটা দোকানের কোথায়ও নোটিশ বোর্ড ঝুলানো আছে কোন জিনিষের কত দাম লিখে? এই আগরতলা শহরের মধ্যে সেক্রেটারীয়েটের পাশে বটতলা বাজারে গিয়ে দেখুনতো একটা দোকানের কোথায় ও আছে কিনা নোটিশ বোর্ড ঝুলানো। নাই, কারণ সরকার এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে বড় বড় মজুতদার বা মুনাফাবাদদের সঙ্গে আপোস করেছেন একটা ভদ্রলোকী চুক্তি করেছেন এবং যা খুশী তা লুটপাট করে দিচ্ছেন, আর তাদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে দল চালাচ্ছেন এইটা সত্য কিনা?

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) : - স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছে সেটা সত্য নয়, তবে যে কথাটা বলেছেন যে বিভিন্ন দোকানে বোর্ড-এর কথা যেটা বলেছেন সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব, যদি কোন দোকানে কোন ডিফিকালটি থাকে তাহলে সেটা যাতে শীঘ্রই দূর করা যায় সেই ব্যবস্থা সরকার থেকে করা যাবে ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহাশয় ।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯,

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মাহাদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বিলোনীয়া মহকুমার ডিমাতলী চা বাগানটি অর্থনৈতিক কারণে বন্ধ হয়ে আছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে চা বাগানটি অধিগ্রহণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। সত্য নহে । ২। প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে ডিমাতলী চা বাগানটা একটা কো-অপারিটিভের মাধ্যমে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের সহায়তায় প্রায় তিনশত একর জায়গা নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রথম দুই তিন বছর সেখানে কিছু কিছু বাগান করার পর সেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমানে বছর বছর টাকা না যাওয়ার কারণে সেখানে যে গরীব এলাকাটা, সেখানে সাঁওতালরা আছেন, সেখানে এই বাগানাটাকে দাঁড় করালে সেই এলাকার লোকদের উপকার হত কিন্তু সেই অর্থনৈতিক সেংশান না যাওয়ার জন্য বাগানটা করা যাচ্ছে না । এখন সেখানকার যে পাবলিক তারা যে চাপাতা উৎপাদন হচ্ছে তাকে হাত দিয়ে গুড়া করে বাজারে বাজারে বিক্রী করছে । এই এমন একটা চা বাগানটা যে এইটাব তদন্ত করে দেখে যদি এইটাকে পুনর্জীবিত করা যায় এবং ভালভাবে যদি চালু করা যায় তার জন্য উদ্যোগ নেবেন কি না জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মাহাদয়, সরকার এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, এই পর্যন্ত সরকার এই বাগানটার জন্য ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৯৬ টাকা দিয়েছেন

অনুদান হিসাবে এবং এই প্লেনটেশানটির সভ্য সংখ্যা হল ৭০ জন, এই পর্যন্ত এই টাকার বিনিময়ে পাতা পাওয়া গেছে ৪০ কেজি। তবে যদি কোথায় ও কোন বিশেষ ধরণের অসুবিধা থাকে মাননীয় সদস্য সেটাকে সরকারের নজরে আনলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে এবং এই কোপারেটিভ বাগানগুলির জন। আমরা বর্তমান ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেটে ও অর্থের অনুদাননের ব্যবস্থা রেখেছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ডিমাতলীতে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সাঁওতালদের পুনর্বাসনে দিয়েছিলেন তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকার। এবং সেখানে তাদের পুনর্বাসন এর জন্য চা বাগান করার জন্য ৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা দিয়েছেলেন। এবং এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে টাকা ঐ বাগানটিকে দেওয়া হয়েছে বলেছেন তার সবটাই বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কত টাকা এই চা বাগানকে সাহায্য করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। ১৯৮৮ সালে আমরা এই বাগানকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছি - ৯৫ হাজার টাকা, ১৯৮৯ সালে ৩৫ হাজার টাকা, ১৯৯০ সালে ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কাজেই এইটা ঠিক নয় যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন টাকা দেওয়া হয়নি। বরং আমরা আগে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত তার পরিমান থেকে অনেক বাড়িয়েছি। যেমন ১৯৮৩-৮৪ সালে দেওয়া হয়েছিল- ২৩ হাজার টাকা ৮৪-৮৫ সালে- ১৫ হাজার টাকা। কাজেই মাননীয় সদস্য এইখানে অর্থ লুটপাটের বিষয়ে ও কোন তথ্য দিলে আমরা নিশ্চয় তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে, ডিমাতলী চা বাগান কো-অপারেটিভের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এই চা বাগানের চা উৎপাদনের কত টারগেট বা লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং সে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে কি না, এখন পর্য্যন্ত কত উৎপাদন হয়েছে? এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমান টাকা না দেওয়া হয়ে থাকলে সেটা দেওয়া হবে কি না? কারণ আমরা জানি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাচ্ছে না তার কারণ সুষ্ঠুভাবে সরকার তাদের টাকা দিচ্ছেন না।

দ্বিতীয় হচ্ছে এই চা বাগান পরিচালনার জন্য একটা ইলেকটেড বোর্ড ছিল। কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেই বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে তাদের পছন্দমত লোক বসিয়েছেন যে এই সমস্ত সরকারী অনুদান বাবদ যত টাকা পাওয়া যায় সমস্ত লুটপাট করে নিচ্ছে। ফলে বর্তমানে এই চা বাগানে কোন কাজই হচ্ছে না। উপরন্তু বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত চা গাছ লাগানো

হয়েছিল সে সমস্তই আজকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই বাগানটিকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তার সবটাই অসত্য। এই বাগানটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না এই যে বিভিন্ন চা বাগানগুলি অধিগ্রহণ করে টি, টি, ডি, সি, (ত্রিপুরা টি ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন) এর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে সেখানে রাসেশ্বর নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে যিনি ত্রিপুরার চা উন্নয়নের জন্য যত টাকা করপোরেশনের হাতে তোলে দেওয়া হচ্ছে তার সব টাকাই তিনি লুঠপাট করে নিচ্ছেন। এবং এর সঙ্গে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি বর্তমানে রাজ্য সভায় নির্বাচিত হয়ে এখন দিল্লি যাচ্ছেন তিনিও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন। এই রকম কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে (যা ডিমাতলী চাগানেও করা হচ্ছে-) ত্রিপুরার চা শিল্পকে একেবারে সর্বনাশ করে দেওয়া হচ্ছে—চা শিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন : (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার এখানে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তার সবটাই অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীরতন লাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৈলাসহর মহকুমায় লেফ্‌টফ্রন্টের আমলে চা বাগান করা হয়েছিল। এবং যে জায়গায় এই চা বাগান করা হয়েছে তার সবটারই মালিক হচ্ছে গরীব উপজাতিরা। এই উপজাতিদের তখন বলা হয়েছিল যে এই চা বাগান করে তাদের সেই বাগানের মালিক করে দেওয়া হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল সেই চা বাগানের মালিক হওয়াতো দূরের কথা সেই বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করারও কোন সুযোগ তারা পায় না এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাইবেলদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এরা সারা রাজ্যের ট্রাইবেলদের সর্বনাশ করেছে—তারা ট্রাইবেলদের নেংটিটিও খোলে নিয়েছে। এইটা সারা রাজ্যের মানুষ জানেন। আমরা চেষ্টা করব এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাইবেলদের যাতে ক্ষতিপূরন দিতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

[illegible]রী :— এই রাশেশ্বর দত্ত, মাননীয় মন্ত্রী এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বসে পড়ুন। আপনাকে আমি এলাউ করছি না। অনেক সাপ্লিমেণ্টারী হয়ে গিয়েছে এই প্রশ্নের উপর। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে বলেছেন তদন্ত করবেন সেখানে আবার কিসের প্রশ্ন ? মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি আপনি বসে পড়ুন। মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাস। (গণ্ডগোল)

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১২৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য মশক নিবারনী কার্যক্রম যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়াতে রাজ্যে মশার উপদ্রবে জনসাধারন অতিষ্ঠ,

২। সত্য হলে মশার উপদ্রবের হাত থেকে জনগনকে রেহাই দেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। ম্যালেরিয়া নিবারণ ভারত সরকারের ম্যালেরিয়া বিভাগের নির্দেশিকা অনুসারে যথাযথভাবে ত্রিপুরায় প্রয়োগ করা হইতেছে।

২। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন সেটার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। কারণ প্রত্যহ আমাদের একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে, সন্ধ্যা বেলা থেকেই এই আগরতলা শহরেই মশার আক্রমন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা হোস্টেলে আছি, সেখানে মশার যন্ত্রনা। প্রত্যেকটি বাড়ী—ঘরে আজকে আক্রান্ত হচ্ছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। ড্রেনের সুব্যবস্থা তো নেই বললেই চলে। আবার যেটুকু আছে সেটাতেও ঔষধ দেওয়া হয়না। এটাই আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আপনারও নিশ্চয় আমাদের মতোই অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী এখানে এটা অস্বীকার করতে পারেননা। উনি সুনির্দিষ্ট কি কি ব্যবস্থা নেবেন এই অবস্থা নিবারণের জন্য, যাতে আগরতলার মানুষরা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আগরতলা পৌর এলাকায়

পৌরসভার সাথে যৌথভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর কাজ করে চলছে। জল যাতে জমে না থাকে সে জন্য নর্দমাগুলি পরিস্কার করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। পাশাপাশি মশার শূককীট নিধনকারী রাসায়নিক ঔষধ জমা জলের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শূককীট নিধনকারী রাসায়নিক স্প্রে--মেশিন ও এবার পৌরসভা থেকে কিনে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করে মশার জন্ম—নিরোধক কার্যক্রমকে আরো সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এছাড়া আগরতলা পৌর এলাকা ব্যতীত সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ম্যালেরিয়া দপ্তর কতৃক ম্যালেরিয়া রোগ—জীবানু বহনকারী এনোফিলিশ মশার বিরুদ্ধে গত ১৬ই মার্চ থেকে প্রথম পর্যায়ে ৭৫ দিনের জন্য ডি—ডি—টি ছড়ানো হচ্ছে। এব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ১৪৯ টি ডি-ডি-টি ছড়ানো দল কাজ করছে। প্রতি দলে একজন করে দলনেতা এবং ৫ জন করে শ্রমিক কাজ করছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বাংলাদেশ থেকে আসা শরনার্থী শিবির-গুলিতে ভালভাবে ডিডিটি ছড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ৪টি ডি ডি টি ছড়ানোর দলও কাজ করছে। তাদের পারিশ্রমিক ত্রান ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে দেওয়া হচ্ছে। তবে ডিডিটি স্প্রে মেশিন এবং আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যোগান দেওয়া হচ্ছে। এরাও ১৬ই মার্চ থেকে ৭৫ দিনের জন্য প্রথম পর্যায়ে কাজ করছে। ডিডিটি ছড়ানোর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আবার জুন—জুলাই থেকে ৭৫ দিনের জন্য শুরু হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে বিভিন্ন জায়গায় ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়েছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ডি, ডি, টি, সাধারনত স্প্রে করা হয় মশা মারার জন্য কিন্তু দেখা যায় পরের দিন মশা আরো ও বেড়ে যায়। এবং এই ঔষধটা মারাত্মক ধরনের ঔষধ। বাড়ীর জানালা দরজার কাঠ পর্যন্ত নষ্ট করে দেয় এই ঔষধটা। এই ঔষধটা কি, এই ঔষধটা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের মতামত কিন্তু বিজ্ঞানে বলেনি।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, পৌরসভা এবং হেলথ ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে মশা নিরোদের কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। যেভাবেই করুক ওনারা কিন্তু কমবিং অপারেশান করেচেন বিরাটভাবে নাম দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হল মন্ত্রীরা যেখানে থাকেন তারা পাশের ড্রেনটা পর্যন্ত পরিষ্কার করেন নি। তাহলে সরকার বা পৌরসভা কোথায় কাজটা

করেছে ? আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা কাহিল এই মশার জন্য। এই ম্যালেরিয়ায় বহু লোক পঙ্গু পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা সাংঘাতিক ধরনের ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগে নার্ভ, ভ্রেইন ছিড়ে যাচ্ছে। তাদের হাসপাতালে থাকতে হচ্ছে, পাগল হয়ে যায়। এই ধরনের মশার উপদ্রপ। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? এবং দ্বিতীয় হচ্ছে শহরের কোন জায়গার খালটা পরিষ্কার হচ্ছে এবং মন্ত্রীদের কোয়াটারের পাশের ড্রেনটি পরিষ্কার হয় কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে পৌরসভার তরফ থেকে করার ব্যাবস্থা করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— কোয়েশচান পিরিয়ড ইজ অভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—A. & B.)

REFERENCE PERIOD

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য-এর নিকট থেকে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশ পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টির উপর উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি, শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হল" গত ২২ই মার্চ ১৯৯২ ইং থেকে রাজ্যে সকল কৃষি ফার্ম শ্রমিকদের ৫ দফা দাবীতে আন্দোলন শুরু এবং ১৩ই এপ্রিল একদিনের প্রতীক ধর্মঘট ঘোষনা সম্পর্কে'।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান রাখছি। যদি এখন তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকে তবে সময় চাইতে পারেন। এবং আজ কখন অথবা কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ১ লা এপ্রিল এর জবাব দেব।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই হাউজে একটি ধন্যবাদ সূচক মোসান আনার জন্য আপনার অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আচ্ছা, মাননীয় মন্ত্রী সদস্য আমি আগে রেফারেন্স পিরিয়ডটা শেষ করে নেই।

আমি একটি নোটিশ আজ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং ঐ বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাহার নাম উল্লেখ করিতেছি, সদস্যর নাম হল শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, "১৫ শে ১৯৯২ ইং ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত উগ্রপন্থীদের গুলিতে সেনা জোয়ান নিহত শিরোনামায় সংবাদ সম্পর্কে" আমি আমার রেফারেন্স দিয়েছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ে উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষান তিনি বক্তব্য রাখতে রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [মুখ্যমন্ত্রী] : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৮, ৩, ৯২ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য কতৃক আনিত এই নোটিশটির উওর দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ২৮, ৩, আচ্ছা ঠিক আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী আপনার বক্তব্য কার্য্য বিবরনী থেকে বাদ যাবে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— (মন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মোশানটা হচ্ছে, এই সভা সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব করছে যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান "ভারতরত্ন" দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ত্রিপুরার সকল শ্রেণীর জনসাধারণ আনন্দিত, সত্যজিৎ রায় শুধুমাত্র বাংলা ও বাঙ্গালীর গর্ব নন। দেশের গর্ব মননশীল সৃষ্টি কর্মের অনবদ্য পথিকৃৎ। তার মত একজন মহানব্যক্তিকে "ভারতরত্ন" দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়, এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে, এই সভা শ্রীরায়ের দ্রুত আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে।

শ্রীগোপাল দাস :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার যে প্রস্তাবটি এসেছে সেটি অতন্ত সময়োউচিত এবং এটা সারা দেশের সঙ্গে আমরা ও গর্ব অনুভব করি এবং আমরা বিরোধী পক্ষের ব্যাঞ্চ থেকে ও এই রাজ্যের এই দেশের সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবকে সর্বান্ত ক্রমে সমর্থন করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব সবসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল। আজকের কার্য্যসূচিতে একটি রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। গত ২৩, ৩, ৯২ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস কতৃক উত্থাপিত নিম্ন উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি নিম্ন উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য, বিষয় বস্তুটি হল "গত ১৭ ই মার্চ, 'ত্রিপুরা দর্পণে' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নবজাতিক বদলের অবিশ্বাস্য ঘটনায় ভি, এম, তোলপার সত্য উদঘাতনে কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা' শীর্ষক সংবাদের সম্পর্কে"।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৭ ই মার্চ, 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত "নবজাতক বদলের অবিশ্বাস্য ঘটনায় ভি, এম, তোলপারঃ সত্য উদঘাটনে থানার সাহায্য-প্রার্থণা' শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— স্যার, বিগত ১৫ই মার্চ ১৯৯২ তারিখে বেলা ৩ ঘটিকার সময় জনৈকা শ্রীমতিউমা সরকার স্বামী শ্রীজহরলাল সরকার সাকিন রাজেশ্বরী পুরভর্বস্থায় এক্লামসিয়া জনিত ফিট লইয়া আই, জি, এম, হাসপাতালে ভর্তি হন। ভর্তির সময় রোগীনির অবস্থা অত্যন্ত সংকট জনক ছিল। ১৬ ই মার্চ ১৯৯২ সকাল ৮-৩০ মিনিটের সময় উক্ত রোগীনিকে ফরসেপস্ ডেলিভারির দ্বারা একটি মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করান হয়। এই প্রসব করান কর্ত্যব্যরত ডাক্তার শ্রীপরিতোষ দেব।

ঐ দিন বেলা ৯-৫ মিনিটে অন্য রোগীনি শ্রীমতি অনিতা দাস, স্বামী শ্রীনরেশ দাস সাকিন নলগড়িয়া, রাণীর বাজার একটি জীবিত পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ঐ প্রসব করান ডাঃ দেবজ্যোতি কর।

কিন্তু ঐ জীবিত সন্তানটিকে কর্ত্যব্যরত পার্ট-টাইম ওয়ারকার শ্রীমতিমীরা শীল কতৃ'ক শ্রীমতি উমা সরকারের শয্যায় রাখিয়া আসে। উল্লেখ্য যে ঐ সময় শ্রীমতি উমা সরকার সিডেটিভের গভীর প্রভাবে ছিলেন। ইহাতে শ্রীমতি উমা সরকার এর আত্মীয়রা আনন্দিত বোধ করেন এই ভাবিয়া যে রোগীনির জীবিত সন্তান জন্মিয়াছে।

বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় কর্ত্যব্যরত নার্স দ্বারা এই ভুল ধরা পড়ে এবং ঘটনা হাসপাতালের অধ্যক্ষের গোচরে আনেন।

বেলা ১২ টার সময় অধ্যক্ষ কতৃ'ক আর, এস, আর, পির নিকট সংবাদ পাইয়া দায়িত্ব প্রাপ্ত ডাঃ হিমাদ্রী চৌধুরীকে ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে বলেন এবং প্রকৃত দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্ধারণ করিতে বলেন।

ডাঃ হিমাদ্রী চৌধুরী রিপোর্ট অনুযায়ী ইহা সাব্যস্ত হয় যে, এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ি

পার্ট-টাইম ওয়ারকার্স শ্রীমতি মীরা শীল এবং শ্রীমতিমীরা শীলকে অধ্যক্ষ কর্তৃক তৎক্ষনাৎ সাসপেণ্ড করা হয়।

হাসপাতালে অধ্যক্ষের রিপোর্ট ইহা ও লক্ষ করা যায় যে ডাঃ পরিতোষ দেব যখন উক্ত রোগীনিকে ৮ টার সময় পরীক্ষা করেন তখন গর্ভস্থিত সন্তানের হৃদ স্পন্দন ছিল না। এবং তিনি ৮-৩০ মিনিটে ফরসেপস্ ডেলিভারীর মাধ্যমে মৃত কন্যা প্রসব করানের পর ও রোগীনির আত্মীয়দের গর্ভস্থিত মৃত সন্তান প্রসব করানোর ব্যাপারে অবগত করেন নি। যাহা তাহার করা উচিৎ ছিল। এবং ঐরূপ করিলে এই ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকত না। এ ব্যাপারে আরও অদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্লিয়ারীফিকেশন, স্যার।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিয়েছেন এটার থেকে এই সত্যই উদঘাটিত হয় যে, স্বাস্থ্য দপ্তরটা কত বড় অপদার্থ। কারণ, এই দপ্তরের দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারীরা একটা পরিবারের সংগে যে ধরনের একটা প্রহসন করলো, তা কোন সুস্থ্য মস্তিকের মানুষ ভাবতেও পারে না, শুধু তাই নয়, একটা পরিবারে যে ধরনের আক্রমণ নেমে এসেছে, তাতে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে মানুষকে ভাবতে হচ্ছে, আজকে মা ও শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়, তার সম্পর্কেও ভাবতে হচ্ছে। যেখানে ঘটনা ঘটলো সাড়ে আটায় সেখানে ১২ টার সময় ধরা পড়লো যে মৃত নয় জীবিত সন্তান প্রসব করেছে, অনিতা দাসের গর্ভে, অথচ সেই সন্তানকে আইডেন্টিফাই কার্ড লাগিয়ে উমা সরকারের বেডে রাখা হয়েছে, জীবিত সন্তান প্রসব করলো অনিতা দাস আর সেটাকে আডেন্টিফাই কার্ড লাগিয়ে করা হল উমা সরকারের সন্তান। এটা কি ভাবে হল? সেখানে তো সেই সময়ে দায়িত্বপূর্ণ ডাক্তার, নার্স সবাই রয়েছেন, তবু এই ধরনের ভুল কেন হল? আর, সেই ভুলের শাস্তি পেল একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, এটা কি আদো তার ডিউটি ছিল, তাদের মধ্যে কার কি ডিউটি ভাগ করা ছিল, তার কি কোন চার্ট ছিল, ওনার বিবৃতি থেকে এসব কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, ওনার বিবৃতিটা এত ক্লামজি যে কোন সঠিক তথ্যই তার থেকে জানা যাচ্ছে না, কাজেই, এই সমস্ত কিছু তদন্ত করে জানাবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলব যে আমার বিবৃতিতে কোন বিভ্রান্তি নাই। তাছাড়া, এটাও আমি পরিস্কার করে বলেছি যে ইভেষ্টিগেশান চলছে, সেই ইনভেষ্টিগেশানে কে দোষী সাবস্ত হয়, তা বিচার করে দোষীকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— স্যার, প্রকৃত দোষী কে, তা সাবাস্ত না করেই একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে ইতিমধ্যে সাস্পেণ্ড করা হয়েছে। কোন গর্ভবতীর সন্তান প্রসব করলেই কি একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বাঁধার দায়িত্ব দেওয়া হয়, এটা তো বড় অদ্ভুত কথা, তাকে

উপরে যারা দায়িত্বে রয়েছে, তাদের কি এর সম্পর্কে কোন দায়িত্বই নেই। প্রসূতি ওয়ার্ডে কার কি কাজ, সেটা তো নির্দিষ্ট ভাবে ভাগ করে দেওয়ার কথা কাজেই, এর সংগে জড়িত সমস্ত কিছু অনুসন্ধান করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :-- স্যার, আমি আগেই বলেছি যে অনুসন্ধানের কাজ এখনও চল্ছে, অনুসন্ধানের পর ডাক্তার, নার্স অথবা অন্য যে কেউ দোষী হউক না কেন, তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েনট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কি যে, এই হাসপাতালের প্রসূতি ভবন নিয়ে এর আগেও বহু অভিযোগ উঠেছে যে সন্তানের জন্ম হওয়ার পর দেখা যায়, নব জাতকের হাত পা কুকুরে খেয়ে ফেলেছে এবং ড্রেনের মধ্যে পাওয়া গেছে। সন্তান পরিবর্তনের বহু ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিয়েছেন এটা কারোর কাছে পরিষ্কার নয়। সেখানে কি কারও কোন দায়িত্ব নাই ? মাননীয় মন্ত্রী এটা সুষ্ঠভাবে তদন্ত করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ডিপার্ট-মেনটেলী ইনভেসটিগেশন করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এতে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস : — পয়েনট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে ক্লাস ফোরই দায়ী নয়। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন, মশারী এবং অন্যান্য জিনিস আনার জন্য বলেছেন, ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন। পুলিশে কেস হয়েছে। এরপরে কি মাননীয় মন্ত্রী বলতে চাইছেন যে, ক্লাস ফোরই দায়ী, অন্যান্যরা দায়ী নয় ? প্রকৃত যে অবস্থা সেটা সুষ্ঠ তদন্ত করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— আমি যে রিপোর্ট এখানে দিয়েছি সেটা যে, ফাইনেল আমি তা বলছি না। এটার তদন্ত চলছে। তদন্ত রিপোর্ট পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— পয়েনট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, একজন চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীকে সাস্পেনড করা হয়েছে। কিসের ভিত্তিতে তাকে সাস্পেনড করা হলো ? তার উপরে যারা আছেন তাদের কিছু হলো না সেটা গড়িয়ে এনে ক্লাশ ফোর এর একজন কর্মচারীকে দায়ী করা হলো। মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, তদন্ত করা হবে। যারা এই ঘটনার দায়ী তাদেরকে কিছু করা হল না, তারা বহাল তবিয়তে আছে। আমরা জানতে চাই তাদেরকে সরিয়ে এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করা করা হবে কি না ? নিরপেক্ষ তদন্ত যাতে তারা কোন প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। মাননীয় সদস্য যে বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা বলছেন সেটা করা হবে কি না ? এটা ধারাবাহিক ঘটনার ফল।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় সদস্য যা বলছেন, নিরপেক্ষ তদন্ত সেটা করা হবে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী অনুভব করেন কিনা, হাসপাতালে যারা আছেন তারা কোন্ স্তরে পৌঁছুলে পর এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা ধরাবাহিকতার ফল, এবং যদি এখনই এটা শক্ত হাতে ধরা না হয়, তাহলে সামনের দিনে আরো ভয়ানক পরিণতির জন্য তৈরী হউন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে জানাবেন কিনা, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিপার্টমেণ্টাল লেভেলে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য যা করার দরকার তা করা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিপার্টমেণ্টাল লেভেল তদন্ত করে নিরপেক্ষ হবে তা আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ, এই হাসপাতালের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এমন কি ডিপার্টমেণ্টাল সেক্রেটারীও চিকিৎসা কাজে জড়িত। তাহ'ল কি করে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যা বলেছেন, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে দেখা যায়, ছেলে সন্তান হয়েছে। ডাক্তার নিজে মশারী, ঔষধ আনার জন্য প্রেসক্রাইবড করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পর-বর্ত্তী সময়ে বলেছেন, এটা তার সন্তান না। কাজেই কি করে তাঁদের দ্বারা নিরপেক্ষ তদন্ত হবে ? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই, এতে, তো তাঁর কিংবা সরকারের কোন গাফিলতি প্রকাশ হচ্ছে না, কিংবা তাঁদের দোষেও এটা হয়নি। কাজেই, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে বাধা কোথায় ? সরকার যদি নিরপেক্ষ তদন্ত না করেন, তাহলেই হাসপাতালে গাফিলতি চলতে থাকবে। তাঁর দপ্তরের স্বার্থে, হাসপাতালের উন্নতির স্বার্থে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তদন্ত করা হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ভি, এম, হসপিটালের নাম পাল্টে ইন্দিরা গান্ধী রাখা হল। গুণগত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি বলেই প্রশ্ন করছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই হাসপাতালে কুকুর শিশুকে নিয়ে যায়। জ্যান্ত শিশুকে কুকুর নিয়ে যাচ্ছে ? এই হাসপাতাল সম্পর্কে বার বার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবে কি, কিছু দিনের মধ্যে পর পর যে সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে ডিপার্টমেণ্ট থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে হাসপাতাল রক্ষা করার জন্য ? মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিন, কোন্ ডাক্তার তখন দায়িত্বে ছিলেন ? কোন্ নার্স দায়িত্বে ছিলেন ? প্রাইমা ফেসিতে কি পাওয়া গেছে ? এখানে দেখা যাচ্ছে, একজন ক্লাস ফোরকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে

ঘটনার জন্য। কিন্তু অন্য যারা যুক্ত ছিল তাদের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে জানাবেন কি?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, তদন্ত করা হচ্ছে। কাজেই, কোন্ ডাক্তার, কোন্ নার্স দায়ী তা তদন্তের স্বার্থেই বলা যুক্তি সঙ্গত নয়। উনি যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন এই ধরণের বহু ঘটনা হাসপাতালে ঘটেছে। আজকে হাসপাতালের অধঃপতনের কারণ হয়, নিয়ম-নীতি না মেনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে কর্মচারী নিয়োগ করার ফল, ১০ বছরের অপকর্মের ফলে আজকে এটা ঘটছে। আমরা চেষ্টা করছি, সেগুলি কাটিয়ে উঠার। এটার জন্য প্রাথমিক পর্য্যায়ে কাজ হচ্ছে। এখানে ক্লাস ফোর কিংবা ক্লাস ওয়ানের প্রশ্ন নয়। সাসপেণ্ড করা হয়েছে। চুড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের চাপেও কে কে জড়িত তাদের নাম এখানে এই হাউসে বলা সমীচীন নয় তদন্তের স্বার্থে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েণ্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছিলেন যে ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী বাচ্চাটাকে এনে আরেক জায়গায় রেখে চলে গিয়েছিল। হাসপাতালের নিয়মে এটা হতে পারে না স্যার। হাসপাতালের নিয়ম হলো বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে কত নম্বর সীট তার আইডেনটিটি কার্ড বাচ্চার হাতে লাগানো থাকবে। যদি ১২ নম্বর সীট হয় তাহলে বাচ্চার হাতে ১২ নম্বর সীট লেখা থাকবে। এখানে আমার জানার বিষয় হলো ইনটেনশানালী বাচ্চার হাতে ১২ নম্বরের কার্ড খুলে অন্য কার্ড লাগিয়ে দিয়েছে কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি পরিস্কার ভাবেই বলেছি যে, কোন ইনটেনশান এখানে নেই। প্রাথমিক ভাবে তদন্ত করে যা পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজন তাই নেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো,

"ত্রিপুরা রাজ্যে ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে সরকারী ও, বি, সি, কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সুপারিশ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করে বাস্তবায়িত করার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায়

পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আগামী ১, ৪, ৯২ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো,

"বিগত ২৩শে মার্চ সদর মহকুমার অন্তর্গত সূর্যমনি নগরের বাবুল চৌমুহনীতে দিলিপ বাউল নামক একজন হোমগার্ড নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী ঃ— স্যার, আমি আগামী ১-৪-৯২ ইং তারিখে সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় যে, কলিং এটেশান নোটিশটি আজকে হাউসে এনেছেন সেটা অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ১-৪-৯২ ইং তারিখে উত্তর দেবেন বলেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যতগুলি কলিং এটেশান নোটিশ আসছে সবগুলিই তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ১-৪-৯২ ইং তারিখে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এদিন হচ্ছে এসেম্বলী সেশানের শেষদিন। ঐ দিন আবার ৪ টা বিল নিয়ে আলোচনা হবে। যদি একই দিনে ২৫। ৩০ টা কলিং এটেনশানের রিপ্লাই নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এগুলি সুষ্ঠ ভাবে আলোচনা হবে না, স্যার। সুতরাং ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এই কলিং এটেনশান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি অনুরোধ করছি আগামী ২৭ তারিখের মধ্যে যেন এই কলিং এটেনশানের উত্তর দেওয়া হয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন মুখ্যমন্ত্রী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যকে আমি এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি এটা ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের ব্যাপার এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ; সেজন্য অত্যন্তঃ গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনা করে তার উত্তর দিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা যাতে সন্তোষ্ট হোন এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যাতে সন্তোষ্ট হোন সে জন্য আমি সময় নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহার নিকট থেকে

পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে হাউসে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ২১শে মার্চ সন্ধ্যায় অমরপুরের বীরগঞ্জ গাঁও সভায় অক্ষয় কলোনিতে সি. পি. আই (এম) দলের মদতপুষ্ট এ. টি. টি. এফ-দুর্বৃত্তদের দ্বারা (১) শ্রীঅমূল্য দে (২) শ্রীকৃষ্ণকুমার দাস এবং (৩) শ্রীচিন্তাহরণ দাসের বাড়ীগুলিতে লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা। উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পূর্বে সকল বাড়ীতে ডাকাতি সংগঠিত করে মহিলা ও শিশুদেব মারধর করাব ঘটনা সম্পর্কে আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপব উনার বক্তব্য রাখার অনুরোধ করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপ্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ মুখ্যমন্ত্রী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য জহর সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির জবাব আমি ১, ৪, ৯২ ইং তারিখ দেব।

প্রয়াত প্রাক্তন লোকসভার সদস্য এবং কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জি, এস, ধীলনের স্মৃতি তর্পন

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং মন্ত্রী জি. এস, ধীলন গত ২৩শে মার্চ, ১৯৯২ ইং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে বিকাল ৩ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর।

তিনি ১৯১৫ সালের ৬ই আগষ্ট পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত পাঞ্জোয়ার গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম ছিল হরদিৎ সিং। তিনি খালসা কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করার পর লাহোর কলেজ থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক হন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং কিষান আন্দোলনে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি দুবার কারা বরণ করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার পরে তিনি সাংবাদিকতার কাজে যোগ দেন। তিনি উর্দু পত্রিকা "শেরী ভারত" এবং পাঞ্জাবী পত্রিকা "বর্তমান" এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি অমৃতসর জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। পরে তিনি এ. আই. সি. সি. এবং পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শিরোমনি গুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতির সভ্য ছিলেন। তার পরে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২পর্যন্ত পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ পর্য্যন্ত তিনি বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক এবং মুখ্য সচেতক ছিলেন। ১৯৫২ থেকে ৫৪ পয্যন্ত তিনি পাঞ্জাব বিধান সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ পর্য্যন্ত তিনি পাঞ্জাবের নির্ব্বাচন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৭ সালে চতুর্থ লোকসভার

সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি লোকসভার অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। ১৯৭১-৭৩ পর্যান্ত তিনি কমনওয়েলথ-এ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশনের কার্যাকরী সদস্য ছিলেন। কিছু দিন তিনি কানাডায় ভারতের হাই কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী একজন নিরলস কর্মী এবং জ্ঞান বৃদ্ধ দেশ সেবককে হারাল।

তাঁর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি, দুই (২) মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য।

(মাননীয় সদস্যগণ দুই (২) মিনিট দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।)

(২ মিনিট নীরবতা পালনের পর)

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আর একটা কলিং অ্যাটেনশান কয়েকজন সদস্য মিলে একসঙ্গে দিয়েছিলাম। অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতি পঞ্চায়েত ইলেকশান এর জন্য ভোটার লিস্ট আরম্ভ হয়েছে, সেই ভোটার লিস্টে প্রচণ্ড কারচুপি চলছে। বাংলাদেশী সমস্ত বিদেশী নাগরিক দের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ★ ★ ★ ★

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সেটাত রিজেক্ট হয়ে গেছে। রিজেকশানের পর আর এইখানে কোন উল্লেখ থাকে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— তাহলে পরে বলুন আবার দেওয়ার জন্য স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েতের ইলেকশান যেভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ঘোষণাটা যেভাবে করা হয়েছে, তাতেই প্রচণ্ড কারচুপি হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, ১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের সদস্যরা এইটা চাননা পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক। এরজন্য এরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ, পঞ্চায়েতরাজ অ্যাক্টে নাম তোলার ব্যাপারে কোন কারচুপি হয়ে থাকে তাহলে তার বিধান কিভাবে করতে হয় সেখানে লেখা আছে। এখানে কলিং এটেনশান এনে হৈচৈ করে লাভ নেই। আপনারা পঞ্চায়েতরাজ অ্যাক্টে যে বিধান আছে সেই বিধান অনুযায়ী আপত্তি দিন, তখন যদি কিছু না হয়

তখন আপনারা বলবেন। ওরা জানে পঞ্চায়েত ইলেক্‌শানে ওদের ভরাডুবি হবে তারজন্য এখানে এক আষাঢ়ে গল্প টেনে হৈচৈ করছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার:— আমার কর্মসূচীর বাইরে আমি কিন্তু অ্যালাউ করব না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আসাম আগরতলা রোডে আগামী ৯ই এপ্রিল থেকে টি, এন, ভি, থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ওখানে অবরোধ আন্দোলন চলবে॥ সারা রাজ্যের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর। দেয়ার ইজ এ এসটাব্লিশমেন্ট, গভর্ণমেন্ট একটা দায়িত্বশীল সরকার আছে এইখানে, সেই সরকার সব দেখবে। ওদের চীৎকার করার কোন প্রশ্ন নেই। কখন কি হবে না [illegible] চীৎকার শুরু করেছে। এইটা অত্যন্ত অন্যায় সরকারের এত এত টাকার বাজেট প্রতি ঘন্টায় হাজার হাজার টাকা চলে যাচ্ছে যেখানে সেখানে এইনিয়ে সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নাই।

মিঃ স্পীকার :— আমার কার্যসূচীর বাইরে আমি কিন্তু প্রেসিডিংসে নেবনা।

মিঃ স্পীকার :— উই দাউট মাই পারমিশান, আপনাদের কোন কিছু বক্তব্য রাখতে হলে আমার পারমিশান নিতে হবে। আমি যদি পারমিট করি তাহলেই আপনারা বলতে পারবেন, না হলে এইটা প্রসিডিংসে আসবে না

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্যে আতংক সৃষ্টি করার জন্য তারা এই গুলি করছে, তাদের পত্রিকায় কত গুলি বানানো সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে হাউসের সময় এইখানে নষ্ট করা যায় না, এইটা অত্যান্ত আপত্তিকর। এইখানে আতংক সৃষ্টি করার অধিকার তাদের নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর জন্য তারা এইগুলি করছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি হাউসকে আশ্বাস দিচ্ছি কোন প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব রাজ্যে হবে না।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলছি শুধু আসাম আগরতলা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি রাস্তায় [illegible] ব্যবস্থা রাখা সেটা সরকারের দায়িত্ব, আগাম আশংখা প্রকাশ করাটা ঠিক নয়।

(গণ্ডগোল)

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1991—92

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— ১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত

ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ'। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ৩২ টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে অতিরিক্ত বায় বরাদ্দের দাবী সমূহ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্তি বায় বরাদ্দের মজুরী প্রস্তাবসমূহ সভার কার্য্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উংথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যর বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোট দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য। এখন বক্তব্য রাখবেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— নিশ্চয়ই বক্তব্য রাখব, আগে আপনাকে অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রশাসনিক নির্দেশ যেন এই বিধানসভার উপর হস্তক্ষেপ না করেন।

মিঃ স্পীকার :— নিশ্চয়ই না, আমি দেখব কেউ এখানে প্রভাব বিস্তার করবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জানেন যে, এইটা আলোচনা হোক স্যার, আপনি এই সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আমাদের বিধানসভায় যে অধিকার রয়েছে সে অধিকারকে রক্ষা করুন।

এখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশান বসছে সে সমস্ত কাট মোশানের স্বপক্ষে আলোচনা করার জন্য আমি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে চার জনের নাম দিচ্ছি তারা হলেন শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, শ্রী ব্রজ মোহন জমাতিয়া, শ্রীমানিক সরকার এবং শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার। আপনি এখন তাদের সময় ঠিক করে দিন।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে ১৯৯১-৯২ ইং সনের জন্য যে, সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস্ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উপস্থাপন করেছেন তার বিরোধীতা করে এবং এই ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সে সমস্ত কাট মোশানের স্বপক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা লক্ষ্য করেছি, যে এই যে দ্বিতীয় জোট সরকার এই জোট সরকার আসার পর এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্রাণ্টস্ এনেছেন সেটা প্রকৃতপক্ষে পূর্বতন জোট সরকারের আমলে খরচ করা হয়েছে তাদের অনুচরদের জন্য এবং বর্তমান জোট সকোর তাদের অনুগতদের পাইয়ে দেবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের সেসব মাফিয়াবাহিনীকে সেই জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস এনেছেন। কারণ তারা ক্ষমতায় আসার পরে যখন তাদের সেই অনুগত মাফিয়া বাহিনী তাদের চেপে ধরলো যে তোমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে এইবার আমাদের পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা কর তখন সেই অনুগতদের পাইয়ে দেবার জন্যই এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে। তাই আমরা এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই ডিমাণ্ডে যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা রাজ্যের স্বার্থে চাওয়া হয়নি, রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থে চাওয়া হয়নি, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য চাওয়া হযনি, রাজ্যের গ্রামাঞ্চল এবং পাহাড় অঞ্চলের জন্য চাওয়া হয়নি, রাজ্যের শহরগুলির উন্নয়নের জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস আনা হয়নি। এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের পাইয়ে দেবার জন্য। এইজন্য আমরা একমত হতে না পেরে এই ডিমাণ্ড-গুলির উপরে কাট মোশান এনেছি এবং তাতে সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছি যে এইভাবে এই কাজগুলি করা দরকার।

স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে তারমধ্যে আজকে আলোচনায় স্বাস্থ্য দপ্তর রয়েছে। এই স্বাস্থ্য দপ্তরের কি হাল সে সম্পর্কে আমি বলছি। একটা গ্রামীন হাসপাতাল সেটা উদয়পুরের মহারাণী প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার সেখানে গত তিন বছরে একটা অ্যাম্বুলেন্স কেনা হয়েছিল এই সেণ্টারের জন্য যাতে করে সেখানকার গরীব জাতি-উপজাতি রোগীদের নিয়ে যাদের রেফার করা হয় তাদের নিয়ে উদয়পুরে অথবা আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু সেই অ্যাম্বুলেন্সটি মাননীয় মন্ত্রী তার নিজের কাজে ব্যবহার করছেন, সেটাকে সেখানে পাঠানো হয়নি। ফলে সেখানকার গরীব রোগীরা যাদের রেফার করা হয়েছে তারা উদয়পুরে অথবা আগরতলায় ভাল চিকিৎসার জন্য আসতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই দুঃস্থ রোগীরা যদি উদয়পুরে বা আগরতলায় আসতে চান তাহলে অনেক টাকা দিয়ে গাড়ী রিজার্ভ করে আসতে হয়। কিন্তু এখানকার এই দুর্বল অংশের মানুষের পক্ষে এত টাকা সংগ্রহ করে আসা সম্ভব হচ্ছে না। এরফলে দেখা যায় এখানে আম্পিকে পাঁচ ছয় জন রোগী যাদের উদয়পুরে রেফার করা হয়েছিল তারা আসতে পারেননি টাকার জন্য এবং ফলে তারা সেই আম্পিকে মারা যায়। কাজেই, এই হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের অবস্থা।

স্যার, আমি উদয়পুর হাসপাতালের ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বেশ কিছুদিন আগে একটি চিঠি দিয়েছিলান। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে উনি সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে কোন চিঠি আমাকে দেন নাই এখনও ? দরজা-জানালা সব ভাঙ্গা। অপারেশনের জন্য ট্রলি পায় না রোগীরা। কারণ ট্রলি সেখানে নেই বললেই চলে। আর কি বলব স্যার ?

স্যার, কৃষি দপ্তরের কিছু কথা বলছি। ইচি পোকার আক্রমনে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বি, এল, ডব্লিউ, অফিসে গেলে সেখানে সার পাওয়া যায় না। ঔষধ পাওয়া যায় না। আমি নিজে বাগমায় গিয়ে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছি। অথচ সরকারটা এই ব্যাপারে নিরব দর্শক মাত্র। কোন ভূমিকা তাদের নেই। এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

স্যার, হাসপাতালের ভিতরের কি অবস্থা চলছে ? সেখানে আমাদের মাঝে মধ্যে যেতে হয়। জনগণের খুজ খবর আমাদের রাখতে হয় বলেই সর্বত্র আমাদের যেতে হয়। অসুস্থ হ'য় গেলে রোগীকেও আমাদের নিয়ে যেতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী হাসপাতালে গিয়েছেন কিনা জানিনা। না গেলে উনাকে অনুরোধ করব [হাসপাতালটি একবার ঘুরে দেখে আসুন। হাসপাতালের ফ্লোরের অবস্থার কথাই শুধু উল্লেখ করছি, জঘন্ন অবস্থা হয়ে আছে সেখানে। রোগী তো আরোও অসুস্থ হবে। তেমনি অসুস্থ রোগীকে দেখতে সুস্থ মানুষও রোগী হ'য় যাবে। কাঁশ কঁফ ফেলে ফ্লোরের যে একটা অবস্থা করে রেখেছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী না দেখলে বুঝা যাবে না। কোথায় কাঁশ—কফ ফেলবে ? পাত্র নেই। এই হচ্ছে হেলথ্ ডিপার্টমেন্টের অবস্থা।

উদয়পুর হাসপাতালের কথা বলছি এবার। সেখানে বেডের সংখ্যা এত কম যে এক সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে ৭-৮ করে রোগীকে থাকতে হচ্ছে। আর কোথাও এরকম নজীর আছে ভারতবর্ষে ? মাননীয় মন্ত্রী এখানে কথায় কথায় বলছেন যে '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'। স্যার, হাসপাতালে সেলাইন বা জীবনদায়ী ঔষধ যেখানে পাওয়া যায় না বা সরবরাহ করা হয় না সেখানে সকলের জন্য স্বাস্থ্য এটা কি করে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ? মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তে যেখানে যেখানে রোগীকে কোন ঔষধ দেওয়া যায় না আমাদের রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে। জানি না মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে কোন খবর রাখেন কিনা। শুধু তাই নয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রতিটি হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যে ধরনের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল সেটাকেও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এই চারটি বছরে। এই সমস্ত কারনেই এটাকে সমর্থন করা যায় না।

উদয়পুর হাসপাতালের অবস্থাটা কি ? সেখানে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে একবার গিয়ে খোঁজ নিতে অনুরোধ করছি। অপারেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পাঁজা-কোলে করে। মুমূর্ষু রোগীকে

পর্যন্ত ট্রলার বহীন অবস্থায় চলতে হচ্ছে। হয় মাননীয় মন্ত্রী জানার ইচ্ছা নেই বা জানেন না। অন্যথায় জেনেও ঘুমে রয়েছেন তিনি। না হলে তিনি কেন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না উনি কি প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

স্যার, আমি উদয়পুর হাসপাতালের ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে বেশ কিছু দিন আগে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উনি সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে কোন চিঠি আমাকে দেন নাই এখনও। দরজা-জানালা সব ভাঙ্গা। অপারেশনের জন্য ট্রলি পায়না রোগীরা। কারণ ট্রলি সেখানে নাই বললেই চলে। আর কি বলব স্যার?

স্যার, কৃষি দপ্তরের কিছু কথা বলছি। ইচি পোকার আক্রমনে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বি, এল, ডব্লিউ, অফিসে গেলে সেখানে সার পাওয়া যায়না। ঔষধ পাওয়া যায়না। আমি নিজে বাগমায় গিয়ে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছি। অথচ সরকারটা এই ব্যাপারে নিরব দর্শক মাত্র। কোন ভূমিকা তাদের নেই। এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা। সেখানে ব্যাপক বব্যাস্থা নেওয়া দরকার। সেই ই, সি, সি পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য, কৃষকদের রক্ষা করার জন্য সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। স্যার গতকালকে এই বিধানসভায় ওনারা বলেছেন যে, বি, এল, ডাব্লিউ, অফিস থেকে সার আনার জন্য, অষুধ আনার জন্য কোন স্লিপ লাগে না। গতকালকে বাগমার কৃষকরা আমার কাছে এসে অভিযোগ করেছেন যে উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের স্লিপ না আনলে পরে সেখানে সার অষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে তাদের এই সার ও অষুধের জন্য সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা আজকে ফসল রক্ষা করতে পারছে না। আজকে কৃষি দপ্তর কোন জায়গায় আছে? আজকে কোন অধিকাবে আপনারা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাইছেন, কিসের জন্য? ঐ তাদের যে, চেলা চামুণ্ড আছে তাদের যাতে কিছু স্বর্থ পাইয়ে দেওয়া যায়, তাদের যাতে পেট বড় করা যায় সেই জন্য এই সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সেইজন্য আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে, এইভাবে চলতে পারে না। কৃষির অর্থনীতিক ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কৃষক সমাজকে ধংস করে দেওয়ার জন্য যেভাবে নীতি পরিচালনা করছে তাতে কৃষি ব্যবস্থাকে ধংস করা হচ্ছে। স্যার, এটা চলতে পারে না, চলতে দেওয়া যায় না। এরজন্য আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

স্যার, তারপরে পঞ্চায়েত, কত দুর্নীতি, কত রকমের দুর্নীতি। শুধু কি টাকা পয়সা, শুধু কি এস তার, পি, এন, আর, পি, সমস্ত পঞ্চায়েতকে তারা আজকে ধংসের জায়গায় নিয়ে গেছে।

এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত ভাঙ্গা হল, আজকে চার বছর হল। আজকে ওনারা বড় বড় কথা বলছেন যে, আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন চাই। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে,

পঞ্চায়েতটা কে ভেঙ্গেছে ? মেয়াদ থাকা সত্বেও আপনারা সেই নির্বাচিত পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়েছেন। আজকে চার বছর পরে বলছেন যে আমরা নির্বাচন করব। কিসের নির্বাচন, কিভাবে নির্বাচন ? নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য, ভোটার তালিকা প্রণয়ণ থেকে শুরু করে সব কিছুতে একটা গোপনীয়তা। কিসের গোপনীয়তা ? মানুষ জানেনা কবে থেকে নমিনেশনের কাজ শুরু হবে, কোন নোটিফিকেশান নেই। আজকে তাঁরা মর্জি মাফিক কাজ করছেন। মর্জি মাফিক তাঁরা এই সমস্ত কাজ করছেন। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা কি করছেন ? তাদের নির্বাচিত উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের বাড়ীতে বসে অথবা কংগ্রেস সদস্যদের বাড়ীতে বসে তাদের মর্জি মাফিক ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন, নাম বাদ দিচ্ছেন। স্যার, আমরা দেখছি আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ভোটার লিষ্ট যদি প্রেনয়ণ করতে হয় সেখানে পঞ্চায়েত নিয়ম যে ১৮ বৎসর পর্যন্ত ভোট দানের অধিকার আছে। কিন্তু সে বেসিসে করা হচ্ছে না। বিধানসভার ভোটার তালিকাও সে বেসিসে করা হচ্ছে না। আগে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল, সে বেসিসেও করা হয়নি। স্যার, আমি পঞ্চায়েত ডিরেক্টরকে ফোন করেছিলাম। তাদের অফিস থেকে জানানো হল যে, এই সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে পারবে না। কারণ, এর চেয়ে বেশী বলার অধিকার তাদের নেই তাদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছে। তারা সত্য কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। আজকে পঞ্চায়েত ভোটার লিষ্টে তাদের মর্জি মাফিক নাম অন্তর্ভুক্ত করছে বাদ দিচ্ছে এবং হাজার হাজার লাখ লাখ যেসমস্ত অনুপ্রবেশকারী (বাংলাদেশের) তাদেরকে সেখানে অন্তর্ভুক্তি করা হচ্ছে।

যারা প্রকৃত ভোটার, যারা ভারতবর্ষের নগরিক, যাদের নাগরিক অধিকার আছে, ১৮ বছর পর্যন্ত যাদের ভোটের অধিকার আছে তাদেরকে প্রথমেই স্ক্রিনিং করে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিতে না পারে। এবং হাজার হাজার লক্ষ্য লক্ষ্য বাংলাদেশীকে ভোটার লিষ্টে নামের অন্তরভুক্ত করা হচ্ছে। এবং প্রথমেই যারা প্রকৃত ভোটার, যারা ভারতের নাগরিক, যাদের নাগরিক অধিকার আছে, ১৮ বৎসর পর্যন্ত যাদের ভোটাধিকার তাদেরকে প্রথমেই স্কীনিং করে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন যদি হয়। একটা প্রবাদ আছে, আচাইলে পরে বিশ্বাস। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে কিনা সেটাও নিশ্চিত নয়। যদি হয় সেটা আগে থেকেই প্রহসন করা হয়েছে, যাতে ৬০ পারসেন্ট ভোটার তাদের ভোটার লিষ্টে নাম না উঠে সেই ভাবে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগে থেকেই রিগিং, ভোটার লিষ্টে রিগিং করে ওরা রিগিং এর কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। কাজেই, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আশা করব আমরা যে কাট মোসান এনেছি তাকে সমর্থন করে এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা এর যুক্তিকতা উপলব্দি

করে তারা আমাদের কাট মোসান গুলি কে সমর্থন করবেন, এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া (জোলাইবাড়ী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সমর চৌধুরী যে কাট মোশান দিয়েছেন আমি তার সমর্থন করি। যে মুখ্যমন্ত্রী ব্যয় বরাদ্দ করলেন, আমি সেটা পুরা সমর্থন করতে পারেনি। কারণ, আমাদের ত্রিপুরার ৭ লক্ষ মানুষ এখনো ঘরে অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যু চলিতেছে। সবচেয়ে আমাদের উপজাতি বঞ্চিত এই জোট সরকার আসার পরে। যদি সমর্থন করি তাহলে ত্রিপুরারার ৭ লক্ষ মানুষের অভিশাপ লাগবে। শুধু তাই না ত্রিপুরার ২৭-২৮ লক্ষ মানুষের অভিশাপ লাগবে। কারণ, ৯০ ভাগ গরীব আমাদের ত্রিপুরায়। এই পরিকল্পনা শুরু তাদের জন্য, জনসাধারণের জন্য কিছুই করবে না, এই চারটি বৎসর তারা কোন জনকল্যাণ পরিকল্পনা করেন নাই, শুধু তাদের কল্যাণের পরিকল্পনা করেছেন। তাদের ঘর বাড়ী, গাড়ী সবই করেছেন। বাকফ্রন্ট আমলে যা জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছিলেন সেটা এই চারটি বৎসরে তারা ধ্বংস করেছেন। স্কুলের ছানি নেই টিন খুলে সব পরে গেছে ঠিক করে নাই, চাদা তুলে ঘর তুলে মাটিতে বসাইয়া পরীক্ষা লওয়া হইতেছে আমার বাড়ীর সামনে স্কুলে। উপজাতি কল্যাণ খাতের টাকাটা মন্ত্রীরা খাইয়া শেষ করেছে, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সেটি কি করে হয়। এখানে তাদের একবারের টিফিন খরচ হয় তিন হাজার টাকা। কাজেই, এই অতিরিক্ত বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না। আপনাদের ঘর বাড়ী গাড়ী ক্রয়ের জন্য, আপনাদের আত্মীয়দের চাকরী দেওয়ার জন্য এই বাজেট করা হয়েছে। কাজেই, আপনারা সরকার এই জিনিষ উপলব্দি করা দরকার। সারা ত্রিপুরা ঘোরে বুঝা দরকার যে মানুষ যে অনাহারে আছে যুব সমিতি আবার হলো তারা নাকি উপজাতি দরদী। এখন এখানে নাই কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া আমার নাতিন। এখানে দেখছি না, তার ভাই পর্য্যন্ত চাকুরী পায় না, উপজাতি কল্যাণ করবে কি করে, হদ্রাতে একজন তো এম. এ, পাশ করে বসে আছে ২ বছর হল, কৈ তার তো চাকুরী হয় না। শুধু কি তাই, আমার বাড়ীর মধ্যে নগেন্দ্রের নিজের কাকাতো ভাই আছে, সে তো ৪ বছর ধরে মাধ্যমিক পাশ করে বসে আছে, কৈ তার তো চাকুরী হয় না। তার আর এক আত্মীয় লেখাপড়া করবে বলে আগরতলায় এসেছে, কিন্তু কোথাও থাকার জায়গা পায়না, শেষ পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের কাছে গিয়ে বললো আমাকে একটু জায়গা দাও, যাতে আমি এখানে থেকে পড়াশুনা করতে পারি, কিন্তু কি হল, তাকে বলে দেওয়া হলঃ এখানে থাকার মতো কোন জায়গা নাই। তখন যে বাধ্য হয়ে বললো, জায়গা না দিতে

পারলে চাকুরী দাও, কিন্তু তাকেও চাকুরী দেওয়া হল না। আত্মীয়দের সঙ্গে এই অবস্থা, অন্য উপজাতিরা তো তার কাছে যেতেই পারবে না। দ্রাউ বাবু তো উপজাতি মন্ত্রী, উপজাতিদের কল্যাণ করাই তার দায়িত্ব, কিন্তু সে তো এখন তার লক্ষীচড়ায় যেতে পারে না, সেখানে যেতে কে বাধা দেয়? আসলে কেউ বাধা দেয় না, উপজাতিরা এখন আর তাকেও বিশ্বাস করে না, কারণ উপজাতিদের জন্য মন্ত্রী হয়ে, সে যে উপজাতিদের জন্য কোন কিছুই করছে না। কাজেই, জিনিষটা বুঝতে হবে, সেখানে গেলে যে সাধারণ উপজাতিরা তার কাছে গেস্তে পারে না, যারা গ্যাসে তারা তো মস্তান আর টাউট। আজকে উপজাতিদের মধ্যে যারা দিন জুর, তাদের অবস্থাটা কি? তারা আজ সব থেকে বঞ্চিত। মন্ত্রী হলে কি হবে, আসলে তারা যে সবাই চোর, লুঠে লুঠে খাওয়ার দিকে তাদের মন, সাধারণ লোকদের জন্য তাদের কিছু করার নাই। এই রবীন্দ্র, মাকে নিয়ে গাড়ী করে যাচ্ছে। (রবীন্দ্র দেববর্মা -কেন আপনার বাড়ীতে কি কারেন্ট যায়নি—গেছে তো)। এসব বড় কথা বললে কি হবে, আসলে কি কোন কাজ করছে, উপজাতিদের কল্যাণের জন্য যে সব টাকা পয়সা আছে, তা তারা সবাই মিলে ভাগ করে নিচ্ছে, এর ফলেই তো সুধীরবাবু চলে গেলেন, এখন অবশ্য একজন নূতন মন্ত্রী এসেছেন, আশাকরব নূতন মন্ত্রী যেন সেই নূতন বোতলে পুরাতন মদ না ঢালেন, উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান, মেম্বার যারা এত দিন ধরে লুঠ পাট করেছে, তাদের শাসন করে রাখেন। এই নতুন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পাইছি। আশা করি শাসন করতে পারবে। যদি না করতে পারে, খোটা যদি নড়ে যায় তাহলে শেষ হবে। ঠিকভাবে শক্ত করে আইন শৃঙ্খলা ধরে রাখতে হবে। যে কোন পার্টির হউক সমাজ বিরোধীদেরকে শাসন করুন। কাউকে রেহাই দেবেন না। ত্রিপুরাতে রেল লাইন ঐ গোবিন্দ্র পন্থের আমলে বা তার পরে ধর্মনগর পর্য্যন্ত এসেছিল। তারপরে মুরারজী দেশাই এর আমলে কুমারঘাট পর্য্যন্ত এসেছে। এরপরে আর হয় না। কোন কংগ্রেস কল্যাণ চায় না। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে ওরা কিছু করতে পারে না। কংগ্রেসের কথার কোন দাম নাই। এখানে শিক্ষামন্ত্রী আগে বলেছিলেন যে আমরা ক্ষমতায় এলে অনেক কিছু করব। মন মোহন সিং ক্ষমতায় এসে জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে. নির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রেল লাইন সম্প্রসারণ করবে। শুধু ভোট পাওয়ার জন্য। রবীন্দ্রবাবু, দ্রাউবাবুরা, ট্রাইবেলদেরকে বলছে দিব দিব। রবীন্দ্রবাবুকে ট্রাইবেলরা বলে রিনাই মন্ত্রী। ওরা কিছু করবে না। আমাদের উপজাতিদেরকে চিন্তা করতে হবে। আমার শিলাহড়িতে একটা ছেলে ধনঞ্জয় রিয়াং সে ইঞ্জীনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অরুণ করের কাছে গিয়েছিল। ট্রাইবেল কোটাতে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু পায় না। পরে নিজের টাকা দিয়ে শিলং এ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ভর্তি হয়েছে। কোন সাহার্য্য এই সরকারের কাছ থেকে পায় না উপতিজাদের জন্য কিছু করে না। উপজাতিদের ক্ষুধা পূরণ করতে হবে। আজকে হাজার হাজার উপজাতি

বেকার। আপনারা কি করছেন ? নগেন্দ্রবাবু কি করছে ? স্কুল তৈরী না করে প্রতি পাড়ায় পাড়ায় ১০ হাজার টাকা দিয়ে একটি করে রঙ্গীন টি, ভি, বসানো হচ্ছে। উপজাতিদের উন্নতি না করে আজকে টি, ভি, দিয়ে নষ্ট করা হচ্ছে। অগ্রগতি করতে হলে লেখা পড়ার দরকার। এই জিনিস কেন দিল ? ষ্টাইপেণ্ড, বুক গ্র্যান্ট দিয়ে উন্নতি করা যেত। এসব করার কোন মানসিকতাই এই সরকারের নেই। আগে ত্রিপুরার মহারাজারা ধর্ম এনে লেখা পড়া না শিখিয়ে উপজাতিদের পিছিয়ে রেখেছিলেন। বর্তমানেও তাই করা হচ্ছে, টি, ভি, দিয়ে। কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই কারণে এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে তা আমি সমর্থন করতে পারছি না এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে দাবী পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করছি, এবং আমাদের বিরোধী দলের সদস্যদের কাছ থেকে যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তা সমর্থন করি। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর বিরোধীতা করছি এই কারণে যে, আমরা জানি, এর মধ্যে একটা ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারের মধ্যে হয়েছে। আমরা দেখি, ডিমাণ্ড নাম্বার ৯ এ এখানে অফিস খরচ ১ লক্ষ টাকা, গাড়ী খরচ ৯৫ হাজার টাকা, ত্রিপুরা ভবনগুলি (ক্যালকাটা দিল্লী) র খরচ ৪০ হাজার টাকা। এতগুলি টাকা খরচ করতে হয়েছে একজন মানুষকে পরিবর্তন করে আর একজনকে বসানোর জন্য। খানা-পিনা, দৌড়-ঝাপ এবং সমস্ত শাসক দলের এম, এল, এ, নিয়ে যাওয়া, এমন কি উপজাতি যুব সমিতির অংশও বাদ যায়নি এ থেকে॥ এই খরচ অপচয় এবং জনস্বার্থ বিরোধী॥ জনস্বার্থ বিরোধী এই কারণে, এটা শুধু আমার বক্তব্যই নয়, উপজাতি যুব সমিতি সেদিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ তাঁরা যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন তাঁরা মনে করেছিলেন ত্রিপুরার মানুষ ভুলে যাবে এর মধ্যে। কি বলেছিলেন ? "আমরা এই পরিবর্তনের সূত্রপাত করছি। রাজ্য সরকার বলতে কিছু ছিল না। জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা দুমড়ে মুছড়ে গেছে। আইন-শৃঙ্খলা নেই। অস্ত্রিক এবং অনাহারে ৫ শতাধিকের মৃত্যু হয়েছে। গুণগত পরিবর্তন চাই"। নতুন মনে হয় শুনতে ? 'কাজ এবং খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা গেছে। একমাত্র ছামনুতেই ২০০ মারা গেছে, উগ্রপন্থীদের হাতে মারা যাচ্ছে। কোন নিরাপত্তা নেই। সরকারের পরিবর্তন চাই'। আজকে এখানে যে মন্ত্রী রবীন্দ্র বাবু সেদিন সাংবাদিকদের কাছে কি বলেছিলেন ? শ্যামহরির খুন থেকে কি কম ভীবৎ ছামনুর ঘটনা' ? এই সব ঘটনা কি করে ভুলে গিয়ে আবার সে তালগোল, গোজামিল দিয়ে সরকার বসালেন ?

কাজের খেসারত যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেন তার জন্য এখানে অর্থ মুঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। কাজেই, এটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। স্যার, সি, এম, সেক্রেটারিয়েট আমরা দেখেছি এক একজন মন্ত্রীর পেছনে ৮/১০ টা করে গাড়ী চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পেছনে ১৭ থেকে ২০ টা গাড়ী সঙ্গে থাকে বেসরকারী বাহিনী। এই সমস্ত অতিথিদের রাহা খরচ, খানাপিনা সমস্ত খরচ সরকারী তহবিল থেকে মেটানো হচ্ছে। কারণ, তাদেরকে দলে রাখতে হবে। তার জন্য কি আমরা অর্থ মুঞ্জুরী দেব ? সেটা হতে পারে না। তাঁদের দলবাজী করার জন্য, পেটুয়া লোকদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এই ভাবে অর্থ মুঞ্জুরী আমরা দিতে পারি না। স্যার, এই জোট সরকার আরেকটা খরচার কথা এখানে ঘোষণা করেছেন। সেটা হলো পঞ্চায়েত নির্বাচন। আমরা এ সম্পর্কে আলোচন চেয়েছিলাম কিন্তু উনি দিলেন না। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে এবং তার জন্য নাকি প্রস্তুতি চলছে। আমরা কি প্রস্তুতি দেখেছি ? আরেকটা কারচুপি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সামনে আসছে। আমরা দেখেছি লোকসভার নির্বাচন' দেখেছি বিধানসভার নির্বাচন, দেখেছি এ, ডি সির নির্বাচন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করেছিলো তারা। সেই ভয়ঙ্কর আরেকটা সর্বনাশ করতে চলেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। তার কিছু কিছু প্রমান আমরা পাচ্ছি এবং কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরছি। বিশালগড় ব্লকে যোগেন্দ্রনগার এলাকা আদর্শ কলোনী, কাটাশোলা, বনকুমারী এই সমস্ত পঞ্চায়েতে যারা প্রকৃত ভোটার তাদের বাড়ীতে যাওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে যারা বামফ্রণ্টের সমর্থক তাদের বাড়ীতেই যাওয়া হচ্ছে না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের নাম তারা নথিভূক্ত করছে। কারন তারা শাসক দলের লোক। জিরানীয়া ব্লকে-বৃদ্ধি নগর এবং খয়েরপুরে বাংলাদেশীদের নাম লিষ্টে তোলা হচ্ছে। জিরানীয়া ব্লকে পুরাতন আগরতলা, মেঘলী বন পঞ্চায়েত এলাকায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নাম ভোটার লিষ্টে তোলা হচ্ছে। মন্দাই এলাকায় বাড়ী বাড়ী এনুমারেটররা যাচ্ছে না। সেখানে গত ২০ মার্চ তারিখে বি, ডি, ওর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। মোহনপুর ব্লকে নন্দন নগর পঞ্চায়েতে রুদ্রপাল পাড়াতে সেখানে বাংলাদেশীদের নাম ভোটার লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করেও এ কাজ রুখা যাচ্ছেনা। বিশালগড় ব্লকে-গোলাঘাটি, গোপীনগর এলাকায় এনুমারেটররা বাড়ী বাড়ী যায় নি। এ, ডি, এলাকায় রাজলক্ষ্মী এলাকায় সিদ্ধি আশ্রম এলাকায় বাংলাদেশীদের নাম তোলা হচ্ছে। মোহনপুর ব্লকের সিমনা, মেখলীবন, ঈশানপুর এই সমস্ত পঞ্চায়েতে এনুমেরেটররা বাড়ী বাড়ী যায়নি। অভিযোগ এসেছে, তারপরও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন অভিযোগ করুন। অভিযোগ করার মত সাহস ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আছে? আমি এখানে খুব সামান্যই তথ্য দিলাম। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত এলাকায় যদি খোঁজ নেওয়া হয় তাহলে দেখবেন এই জোট সরকার কারচুপি মহাযজ্ঞ করার জন্য তৈরী হচ্ছে। এর জন্যই কি আমরা অর্থ মুঞ্জুরী দেব ? আমরা

এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে পারি না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এরপরে যাচ্ছি ডিমাণ্ড নং ২৬-এ।

এখন আমি বলছি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ সম্পর্কে। এস, টি, এস, সি, ও, বি, সি, কেন আমরা কি টাকা দেয়নি যখন এখানে বাজেট পাশ করা হয়? তখন তো আমরা অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম। ৯০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল এবং গত বিধান সভায়ও বলেছি এই মার্চ মাসের মধ্যে এই টাকা খরচ করতে হবে। যদিও আমরা দাবী করেছিলাম। এবং এই মার্চ্চ মাসের মধ্যে খরচ করতে হবে কিন্তু আজকে মার্চ্চ মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে কয় টাকা খরচ হয়েছে? এক টাকা খরচ হয় নি কিন্তু এখন বলছেন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের কথা। এই ভাবে অর্থ মঞ্জুরী নিয়ে এবং যাদের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে তাদের জন্য খরচ না করে অন্য ভাবে খরচ করা হচ্ছে। কাজেই এই রকম যুক্তিহীন সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না স্যার' তারপর যাচ্ছি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৮। স্যার, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর নামে বলতে গেলে প্রথমে আমার নিজেরই কিছু সংকোচ হয় কারণ, তাঁর সঙ্গে আমার ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক আছে। এই খাদ্য দপ্তরের অবস্থা কি? রেশনের চাউল সেই রেশনেয় দোকান পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। রেশন কার্ডগুলি ডিলারদের কাছে থাকবে কিন্তু ডিলারদের কাছে গিয়ে সেই রেশন কার্ডগুলি চাইতে পারবে না। তারপর এফ, সি, আইয়ের গো-ডাউন থেকে চাউল কোথায় যায়? আজকের ত্রিপুরা রাজ্যের খবর আমি নাম ধাম দিয়ে বলছি — ধর্মনগরের এফ, সি, আই, গো-ডাউন থেকে চাউল আগরতলায় আসার কথা। কিন্তু ধর্মনগরের গো-ডাউনের ঠিকদার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী তাদের বন্ধু সুশীল দেবের ছেলে সুভাষ দেব ১৩৭ মেট্রিক টন চাউল গায়েব করেন। সেই চাউল ধর্মনগরের এস, পি, আটক করলেন। এটা এখন কিভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় তা নিয়ে এখন চিন্তা-ভাবনা চলছে এবং শেষ পর্য্যন্ত যিনি ধরেছেন তার অবস্থা কি হবে? এই হচ্ছে খাদ্য দপ্তরের অবস্থা। স্যার, শিক্ষা দপ্তর এ মিড-ডে মিলের জন্য তিন কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলুন কয় পয়সা খরচ হয়েছে এবং কোথায় কোথায় হয়েছে? সেই অর্থ? মাননীয় নুতন শিক্ষা মন্ত্রী বলবেন আমি তো নুতন এসেছি, কি করে জানব। জোট সরকার এই সব বলে পার পেতে পারবেন না। কাজেই, ৭/৮ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বরাদ্দকৃত মিড-ডে-মিল তুলে দেওয়া তা নিয়ে এইভাবে তালবাহানা করা ঠিক নয়। এক কোটি টাকাও খরচ হয় নি।

এখন বেসরকারী বিদ্যালয়ে কথা কিছু বলি। কারণ, আমি নিজেও বেসরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বৎসরের পর বৎসর কোন নিয়োগ করা যাবেনা। ভেকেণ্ট পোষ্টে যদি আমরা ইণ্টার ভিউ নেই, ইণ্টারভিউ নেওয়ার পরে কাগজপত্র অফিসে পাঠানো হয়, তারপর অফিসে গিয়ে

যোগাযোগ করা হয় কি হল. তারা পরীক্ষা করে দেখে কে কত তাদের প্রতি অনুরাগী। তাদের সরকার এর প্রতি অনুগত। এইভাবে মাসের পর মাস ঝুলিয়ে রাখা হয়, ঝুলিয়ে রাখার পর যদি তাদের ইচ্ছা হয় হয়ত ১টা ২টা কেইস দেবে আর না হয় বলে দেবে এইটা ওও কেইস, সুতরাং এইটা বাতিল। আমি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজ ক ৮-৯ মাস হয়ে গেল ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভেল পাওয়া যায়নি। আজকে এল,টি, সির জন্য টাকা ২-৩ বৎসর হল ১ পয়সা ও এল, টি, সির জনা দেওয়া হয়না বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে। আজকে অ্যাড়ুকেশান পলিসির কথা যদি বলি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নতুন, কাজেই উনাকে বলব শিক্ষা ক্ষত্রের সমস্যার গভীরতাকে অনুভব করার জন্য। এন. সি. আর, টি. চালু করা হয়েছে, এ নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ত্রিপুরার স্থান কাল পাত্র, ত্রিপুরার মানুষের যে বাস্তব অবস্থা, ছাত্র-ছাত্রীদের যে বাস্তব অবস্থা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন এবং এই জিনিসটাকে চাপিয়ে দিয়ে এই জেনারেশনটাকে পঙ্গু করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং অংকের ক্ষেত্রে যেসব জিনিস ঢুকানো হয়েছে এবং তার জন্য যে ধরণের মাষ্টার প্রয়োজন যে ধরণের ক্লাস নেরয়া প্রয়োজন, যে ধরণের সময় দেওয়া দরকার এইসব কিছু নাই। শুধু একটা এন, সি, আর, টি. নাম করে চালিয়ে দিলেই তো হয়না। এখন যারা ক্লাস সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত পড়ে সেইসব ছাত্রছাত্রীদের দেখলে আমার কষ্ট হয়, তারা যখন এইসব জিনিস কিছুই বুঝতে পারে না, অনুধারন করতে পারে না। আজকে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমি বলব মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী উনি ছিলেন হাফ মন্ত্রী এখন হয়েছেন পূর্ণ মন্ত্রী। তাতে আমার আনন্দিত। পূর্ণ মন্ত্রী হওয়ার পর পূর্ণ লোডশেডিং। শুধু ভি, আই, পি. রোডের কথা বললে তো চলবে না. আগরতলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা গিয়ে দেখুন রাত্রি ১০ টার আগে কেউ বিদ্যুৎতিক বাতি পায় না। তারজন্য আবার ২ কোটি চাওয়া হয়েছে কেন চাওয়া হয়েছে? এইভাবে প্রকৃতপক্ষে সেখানে জনসাধারণের অভাব, যেখানে সমস্যা, সেখানে না তাকিয়ে শুধু আর্থিক বরাদ্দ চাওয়া হবে আর সেই বরাদ্দ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আইনের মারপ্যাচ দেখিয়ে দলীয় লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এই রকমভাবে জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করার জনা আমরা এই ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করতে পারিনা এবং ট্রেজারী বেন্‌চের যারা বিবেকবান আছেন তারা ও এইটাকে মানতে পারবেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীমতিলাল সরকার :— স্যার, আমি কন্ট্রোল করছি। স্যার, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তিনি পুলিশ দপ্তরের ও মন্ত্রী। আমরা দেখি এখন যে হামলা হয় সেটা সাধারণ হামলা নয়, সেই হামলা হচ্ছে

রাইফেল চুরি, সেই হামলা হচ্ছে পুলিশ ফাড়িতে। এখন হামলার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন ছোটখাট তুচ্ছ ধরণের হামলা হচ্ছে না, বিরাট হামলা হচ্ছে। সেদিন আগরতলার বাবুল চৌমুহনীতে কি ঘটনা ঘটেছে ? সেখানে দেখা যায় যারা কাজ করল তারা প্রকাশ্য. দিবালোকে কর্পূরের মত হাওয়া হয়ে গেল, পুলিশ তাদের খুজে পায়নি। কাজেই, এই যে জনস্বার্থে বিরোধী বাজেট এবং মানুষের জীবন সংকটাপন্ন করার জন্য যে বাজেট আমরা সেটাকে মান ত পরিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত বিধানসভায় যে, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ন সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগন যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি কিছু আলোচনা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী যারা থাকেন তারা বিরোধীতা করার জন্যই তার জন্যই কাটমোশনে এনেছেন। দলের যারা বিরোধী আসনে আছেন তাদের বিরোধীতা করতে হবে বলেই আজকে এই কাটমোশানগুলি সদস্য এনেছেন কারণ, পয়সার যে প্রয়োজন আছে সেটা আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে বলতেই চাই যে, পয়সার প্রয়োজন তা দরও আছে। আজকে বিভিন্ন দপ্তরের উপর ওনারা কাট মোশান এনেছেন, তা আজকে যে ওনারা এই বিধানসভায় এসেছেন তার আরক্ষা তাদেরকে ডি, এ, দিতে হবে, তাহলে এতেওতো পয়সার আছে। কাজেই, প্রত্যেকটি দপ্তরের উপর আমি দেখছি ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট, এইটার কেন তারা বিরোধিতা করছেন আমি জানি না তারা কি চান না এই রাজ্যের জনগনের যে আশা আকাঙ্খা, তাদের যে অসমাপ্ত কাজগুলি যেগুলিকে সমাপ্ত করার জন্য এই সরকার এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন। স্যার, আমি বলব অনেক মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে, এইটা নিয়ে কিছুক্ষন আগেও এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে, আমি জানি না পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে তা নিয়ে ওনারা এত হইচই করছেন কেন ? বলছেন বাংলা দেশের লোককে সেখানে নথিভুক্ত করা হচ্ছে এবং ভোটের তালিকা ভুক্ত করা হচ্ছে, আর স্থানীয় বাসিন্দাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বলে। আমি জানি কংগ্রেস কোন দিন এইটা করতে পারেনা। একটা দল যে ভারতবর্ষে বহু দিন যাবৎ শাসন করেছেন কংগ্রেস, সে, কখনও মিথ্যা কথা বলে না, কংগ্রেস যা বলে তাই করে। কারণ, আমরা দেখেছি স্যার, আজকে আমাদের পঞ্চায়েত নির্বাচন যেটা হবে, আজকে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে যাদের নামতালিকাভুক্ত করা হবে, আমরা দেখেছি বিগত দিনে বাংলাদেশ থেকে লোক এনে সেখানে ভোটের লিষ্টে নাম ঢুকিয়ে ছিল এবং নির্বাচন হওয়ার পর আবারতাদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমরা কিন্তু তা করি না স্যার, বাংলাদেশ থেকে যারা আগত হয়েছেন আমার মনে হয় তাদের বুঝা উচিৎ আজকে যে পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আগামী দিনে যারা

স্বরনার্থী আসবে বা ত্রিপুরায় আসবে তাদের নাম আর অন্তভূক্ত করা হবে না। আমাদের সরকার সিধান্ত নিয়েছেন। বিগত দশ বছর ধরে বামফ্রন্টের যে সরকার ছিল তারা এই রাজ্যে কতটুকু করেছে, এই রাজ্যে আপনারা উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের সরকার ছিল দুইটা, একটা বামফ্রন্ট সরকার, আর একটা উগ্রপন্থীর সরকার। কেন্দ্রে আমাদের কংগ্রেস সরকার ছিল তাকে সেখান থেকে ঢেকে এনে আপনারা উগ্রপন্থী সাজিয়ে নিরীহ সাধারন মানুষকে খুন করার জন্য, আজকে তারা ভুল বুঝতে পেরে তারা কি করেছে, আমাদের সঙ্গে আত্ম সমর্পন করেছেন। আজকে আবার নুতন করে আপনারা চান সৃষ্টি করতে, আপনারা সৃষ্টি করেছেন, এই সরকার আসার পর আপনারা যান আমার মোহনপুরে সেখানে গিয়ে দেখে আসুন এই সরকারের আসার পর কতটুকু কাজ হয়েছে, এই সরকার কতটুকু কাজ করেছেন। আপনারা কি করছেন বিগত দিনগুলিতে, যারা খুনকরবে তারা পাবে ২০ হাজার টাকা, আর যারা খুন হবে তারা পাবে ৫ হাজার টাকা। আর আজকে কি হচ্ছে এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরন সৃষ্টি হচ্ছে। আজকে এই রাজ্য প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর সেই কাজে বাধা দিচ্ছেন, বাধা সৃষ্টি করছে ঐ সি, পি, এম, দল। আবার ওনারা এ, টি, টি, এফ, সৃষ্টি করেছেন। যারা বিরোধী ব্যঞ্চে আছেন তারা এইটার সঙ্গে জড়িত আছেন এইটা অস্বীকার করার কিছু নাই। আবার এদিকে চিৎকার করছেন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে, বলছেন পঞ্চায়েতে দুর্নীতি ঢুকেছে, সেখানে দুর্নীতি হচ্ছে।

কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে উনারা বলছেন পঞ্চায়েতে দুর্নীতি হচ্ছে। কিন্তু আমি উনাদের বলব যে, আপনারা যান-গিয়ে দেখুন এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা কি এসেট্‌স্‌ তৈরী করেছি-গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেটা। আর আপনারা কি করেছিলেন? প্রতিটি পঞ্চায়েতে কাজ না করে কোপন বিক্রি করেছিলেন যে তোমরা এই কোপন নাও কিন্তু আজকে মিছিল আছে সেখানে যেতে হবে, কাজ করার প্রয়োজন নেই। এইভাবে আপনাদের সময়ে কাজ না করে কোপন বিক্রি করে মিছিল মিটিং করেছিলেন। আপনাদের সময়ে কোন পঞ্চায়েত ঘরও ছিল না আর আজকে গিয়ে দেখুন আমরা প্রতিটি পঞ্চায়েতে স্থায়ী পঞ্চায়েত অফিস ঘর করেছি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি উনারা আবার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের উপর কাট মোশান এনেছেন। স্যার, আজকে ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে আগে যেখানে কৃষি হতোনা সেখানেও আজকে কৃষি হচ্ছে। আপনারা মধু চৌধুরী পাড়া বড়কাঠাল সেখানে যান গিয়ে দেখুন কিভাবে সেখানে কৃষি হচ্ছে। আর আপনাদের সেখানে কিছুই হতনা। আপনাদের সময়ে গ্রাম পাহাড়ে কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে সেটা দেখেননি, আপনারা তখন দেখেছি ঔষধ (কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়) বাংলাদেশ পাচার করছেন। আমি নিজে সেটা ধরেছি এবং প্রমান করেদিয়েছি। তখন বাদলবাবু ছিলেন কৃষিমন্ত্রী আর আমি তখন ঐ বিরোধী আসনে ছিলাম। তখন আমি এই ঔষধ

পাচারের ঘটনা ধরে প্রমান করে দিয়েছি তখন তিনি আমাকে ধমকে দিয়েছিলেন। স্যার, আজকে গ্রাম পাহাড়ে কৃষির উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা দিয়েছেন আমাদের জোট সরকার। আজকে গ্রাম পাহাড়ে উপজাতিরাও উৎসাহে এগিয়ে এসেছেন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্যে। আজকে যেখানে আমরা গ্রাম পাহাড়কে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাইছি তখন আপনারা আমাদের সেই কাজে বাঁধা দিচ্ছেন। আসলে আপনারা চাননা যে গ্রাম পাহাড়ের উন্নতি হোক্। কারন, এতে আপনাদের রাজনীতি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আপনারা এখন বাঁধার সৃষ্টি করছেন এবং আপনাদের সময়ে গ্রাম পাহাড়ের কোন উন্নয়নমুলক কাজ করেননি। কাজেই, আজকে আপনারা ভুলে যান সেদিন এর কথা। আজকে এই সরকার আসার পরে গ্রামে পাহাড়ে কি উন্নয়মুলক কাজ হয়েছে সেটা দেখার জন্য আপনারা চলুন আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব কতটুকু কাজ হয়েছে। কাজেই আপনারা মিথ্যা কথা বলেন আপনাদের মত আমরা মিথ্যা কথা বলিনি। কাজেই, আজকে মানুষ বুঝতে পেরেছেন বাদলবাবুর চরিত্র। আর আমাদের মাননীয় সমরবাবু তো স্যার, আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। এখন অবশ্য সমরবাবু ঠিকমত ঔষধপত্র না পাওয়াতে তাঁর স্বাস্থ্য অনেক কমে গেছে। তবে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখেন, কারন, তিনি বিরোধী দলের চিফ্—হুয়িপ। এখন উনি মশার কামড়ে থাকতে পারেন না? ভাল খাবার খেতে পারেন না, ঔষধ পত্র পান না, এই সমস্ত উনার করে দেবার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি।

আজকে উনারা বলছেন যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন উন্নতি হয়নি, গ্রামে গঞ্জে কোন হেলথ সেণ্টার স্থাপিত হয়নি। কিন্তু স্যার, আমি তার প্রমান দিচ্ছি যে কতটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ত্রিপুরায়। আমার এক মোহনপুর ব্লকেই ১০টি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত করা হয়েছে এই জোট সরকারের আমলে একটি ব্লকেই যদি ১০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে থাকে তাহলে সারা ত্রিপুরায় কতটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সেটা আপনারা হিসাব করে দেখুন। আজকে আমাদের সরকার আসার পরে দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এই উদ্দেশ্য পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলছেন। আর সেখানে উনারা বলছেন যে, উনারা ঔষধ পান না, মশার কামড়ে থাকতে পারেন না, এইটা বলছেন। কিন্তু জনগণকে মশা কামড় দিচ্ছে না দিচ্ছেন আপনারা। আপনারাও মশার কামড় দিচ্ছে জনগণকে আপনাদের সৃষ্টি এ, টি, টি, এফ, এর মাধ্যমে। আপনারা আজকে এই এ, টি, টি, এফ, সৃষ্টি করে এই সরকারের সমস্ত উন্নয়নমুলক কাজকর্মকে বাঁধা দিচ্ছেন। কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এনেছেন তবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং এর উপর বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষন মালাকার

শ্রীবিধুভূষন মালাকার (পাবিয়াছড়া) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ যে সমস্ত কাট-মোশান এখানে এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪-পি, ডবলিউ, ডি, আমার মনে হয় বাজেটের অর্ধেক টাকাই তার কাছে থাকে। কিন্তু এ সত্বেও রাজ্যে নুতন কোন কাজ হচ্ছে বলে আমরা দেখতে পেলাম না। আর যে সামান্য কাজ হচ্ছে সেটাতো ১০ ব্যাগ সিমেণ্টের জায়গায় ১ ব্যাগ সিমেণ্ট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। কারণ, কাজটা যে আবার করতে হবে। পয়সার ব্যাপার রয়েছে। প্রত্যেকটি কাজ স্লীপে করা হচ্ছে অথচ এটাই নাকি আবার ইমারজেন্সি ওয়ার্ক। প্রত্যেক স্লীপে ৫ হাজার টাকা করে কাজ হচ্ছে। আবার সেই স্লীপ আসতে হবে শাসক দলের এম, এল, এদের কাছ থেকে। অন্য এম, এল, এরা এটার অধিকারী নয়। কিন্তু হলে কি হবে, এই স্লীপ নিয়ে সমস্যা বা আভ্যন্তরীন ঝামেলা চলছে সর্বত্র। এই নিয়ে মনোমালিন্য চরমে উঠেছে। সবাই জানেন স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭। এর মধ্যে কোন হিসাব পেলাম না যে এস, সি, এস, টির জন্য কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এস, সি, দের জন্য কোন বোর্ডিং হাউস নেই। যেগুলি ছিল সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নতুন করে করা হচ্ছে না। আজকে উনারা কি জবাব দিবেন ? কি জবাব আছে উনাদের কাছে ? আজকে তো প্রশ্নোত্তর পূর্বে মাননীয় মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এস, সি, এবং এস, টিদের চাকুরীর ক্ষেত্রে কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে, ভেকেণ্ট পোষ্টগুলি পূরণ করার জন্য ? উত্তর নেই। কোন জবাবই ওদের কাছে থাকবে না।

কাজেই, এটা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে টাকাটা রেখে দেওয়া হয়। প্রয়োজনে লাগাবে। কিন্তু তাদের সেই উদ্দেশ্যে আবার গোপন।

স্যার, উনারা ক্ষমতায় এসে মানুষের মধ্যে মোহ দেখানোর চেষ্টা করেছিল। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ঘরে ঘরে চাকুরী দেব, বস্তা বস্তা টাকা দেব, কত কি। কিছু হয় নাই বিগত ৪টি বছরে মানুষ হতাশ। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত রক্ষা করা হয় না। স্যার, আইন শৃঙ্খলার কথা কিছু বলব ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালত পর্য্যন্ত সরকারটাকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। তিরস্কার করা হচ্ছে। এসব হয়েছে নারী ধর্ষন, খুন, জয়েণ্ট এণ্টান্স ইত্যাদি কারনে। কিন্তু উনারা খুন হলেই বলেন এ, টি, টি, এফ করেছে। ডাকাতি হলেই বলেন এ, টি, টি, এফ, করেছে। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার অবস্থা।

এই একটা পদ্ধতি নিতে নিতে শেষ পর্য্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে একদিন বললেন যে, উনাকে নাকি এ, টি, টি, এফ, মেরেছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে স্ট্রাইক ডাকা হল। তারপরে এমন

স্ট্রাইক হল, সেই স্ট্রাইকের চোটে শেষ পর্যন্ত দিল্লী যেতে হল। এই যে একটা অবস্থা চলছে, তাহলে এই মন্ত্রীরা এবং এম, এল, এরা কি সেই সময় ছিলেন না? আজকে যারা দাবী করছেন যে আমরা খুব ভালো কাজ করব। দলটার মধ্যে এত অবিশ্বাস, এত অবিশ্বাসের দানা বেঁধেছে যে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভালো কথা আপনারা জিতেছেন। ৫৯ জন এম এল, এ, ভোট দিয়েছেন। আপনারা ৩২ জন এম, এল, এ. কে বিশ্বাস করতে না পোর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এমন দক্ষতা দেখালেন যে, শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা নিয়োগ করতে হল। ওনার পক্ষের এম. এল, এদের পাহাড়া দেওয়ার জন্য। এর চেয়ে বড় কৃতিত্ব কংগ্রেস ভারতবর্ষের আর কোন খানে আছে কিনা জানিনা। এরপরে হয়ত আরো খুশী হবেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী সাপ্লিমেন্টারী করে ওনার কৌশল ও অপকৌশলকে সমভাবে পরিচালনা করার জন্য ওনার অর্থের প্রয়োজন। যেহেতু সরকারের প্রতি মানুষের মোহ ভঙ্গ হয়ে সরকারের প্রতি জেহাদ ঘোষনা করছে, সেই মুহূর্তে মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে আঘাত দেওয়ার জন্য মানুষকে থমকে দাঁড়ানোর জন্য একটা কৌশল বার করলেন দিল্লী থেকে রাজ্য স্তরে। এরমধ্যে ঘটনা হল কি? উপ-নির্বাচনে বি, জে, পি, প্রার্থী শ্যামহরি হত্যা? সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ব্যবস্থা করলেন সি, বি, আই, তদন্ত।

সি, বি, আই, তদন্ত যখন পেলেন তখন হঠাৎ করে ঘোষনা করলেন যে, উপজাতি যুব সমিতি তাঁর সঙ্গে থাকবে না। আমরা সরকারের কাজকর্ম পছন্দ করি না। বিরাট সমস্যা। এই সমস্যার হাত থেকে কি করে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে. এস. জোট সরকারকে রক্ষা করা যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার পক্ষে মেম্বারদের আনার জন্য সি, আই, ডি, তদন্তের এক একটা নকল কাগজ এক একটা ধারা এক একজন এম, এল, একে দেখিয়েছেন। যে দেখ আমার সঙ্গে না থাকলে উপায় নেই ধরা পরবে। এই সমস্ত কৌশল করে ওনার পক্ষে জড় করে আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাহলে সবটা টাকা দিয়ে সামাল দিতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ঘুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে তাপে তাপে বিনা কারণে টাকা চাওয়া হয়েছে। এরজন্য আমরা মানতে পারছি না। তাছাড়া এখানে নাগরিকদের অধিকার তো দূরের কথা ব্যক্তিগত অধিকারটা আজকে বিলীন হয়ে গেছে। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ক্ষেত্র হিসাবে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে না। চমৎকার। কোন মন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত পর্যন্ত করা যায় না। কোন দরখাস্ত যদি যায় তাহলে বলে যে, এটা টেবিলে ফেলে দাও; এটা রেখ না। কুমারঘাটের মধ্যে অনেকবার বলেছি আজকেও বলছি যে, একটা এগ্রিকালচার রেগুলেটেড মার্কেট হওয়ার কথা ছিল। কিছু টাকা ভারত সরকার এবং কিছু টাকা রাজ্য সরকার থেকে দেবে কিন্তু চার বছর হয়ে গেল। কোথায় কাজ, কোথায় টাকা, তাহলে এর জবাব কি চাওয়া যাবে?

কৃষকদের প্রচুর কল্যান হচ্ছে লম্বা লম্বা চড়া কথা একটা ঘটনাই তার প্রমান। নাগিছড়ায় আলুর বীজের একটা হিসাব দিন ?

পাবিয়াছড়া বাজারটা আজকে ধংসের পথে। দেও নদীর ভাঙ্গনে পাবিয়াছড়া বাজারটা চলে যাচ্ছে। কত দরখাস্ত, কত আবেদন নিবেদন। এমনকি ফটিকছড়ার এম, এল, এ, যিনি আছেন ওনার সঙ্গে পরিচয় আছে, আমি জিজ্ঞাস করেছিলোম কিছু দিন আগে তিনি বললেন যে, টাকা নেই। তাহলে ফ্লাড কণ্ট্রোল এম, আই, এফ, সির এই কোটি কোটি টাকাগুলি কোথায় গেল ? এত জনবসতি এই অঞ্চলটাকে রক্ষা করার জন্য যদি টাকা না থাকে তাহলে টাকাটা কার জন্য ?

ওরা কোন কাজ করবে না ওদের কোন কথা কাজে লাগবে না। তাহলে এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে যেগুলি আছে, সেগুলি আমরা নীতিগতভাবে দেখেছি, বলতে হয় এইগুলি গায়ের জোরেই। এখানে যে কথাটা আমরা বলছি এর হিসাব নিকাস বা উত্তর পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত জবাব আসে যে এটা তো সি, পি, এম, এর, এটা তো বিরোধীদের, সুতরাং তাদের কোন কথা শুনা যাবে না। আর তারা শুধু বলেন যে, বামফ্রন্ট আমলে দেখেছি, বামফ্রন্ট আমলে দেখেছি, এই বামফ্রন্ট আমল, বামফ্রন্ট আমল বলে আর কত দিন চালাবেন। এটা ধুয়ে আর কত খাবেন। এখন একটা নূতন চালাকি সৃষ্টি করছে, মিথ্যা অপবাদকে চাপা দেওয়াব জন্য সেটা হল টি, এন, ভি, রাস্তা অবরোধ করছে। না আলোচনা করতে পারবেন না এই সমস্যাটা নিয়ে, তাহলে এই সমস্যাটা নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা করে যদি মিমাংসার পথে না যাওয়া হয় তা হলে তার অর্থটা কি রাস্তা বন্ধ হবে, তারফলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা হবে, আর সি, পি, এম, সমর্থক অথবা বামফ্রন্ট সমর্থিত ট্রাইবেলদের বসতি হোক আর বাঙ্গালী বসতি হোক উচ্ছেদ কর এক ধারছে। এক ধারছে দেশের আইন শৃঙ্খলার নামে, এ, টি, টি, এফ, নামে নির্দোষ মানুষগুলিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য ছাড়া করে দাও। আর আমরা তার সব কিছু লুটে পুটে খাব। মৎস জীবিদের কল্যানে তো প্রচুর কল্যান হয়েছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সরকার এর টাকা যাবে, টাকা খরচ হবে। আমি আশাকরি এর হিসাব আপনারা দেবেন যে, এই চার বৎসরে কয়টা সমিতিকে কত টাকা দিয়েছেন ? এই সমবায় সমিতিগুলির যে জলাশয় ছিল তাও তো আপনারা কেড়ে নিয়েছেন জোর করে। লিজ দেওয়া সমবায় সমিতিগুলির মাছ লুটেপুটে খাওয়া হল। বিচার পাওয়ার কোন অবস্থা সেখানে নেই। এই সব অবস্থা, এই সব অবস্থার মধ্যে এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের মধ্যে এতটা টাকা, না আমরা সমর্থন করতে পারি না। সমর্থন করতে পারি না। সমর্থন করতে পারিনা এই কারণে যে, এটা ধনতন্ত্রের পাহাড়াদার, গুষ্টিতন্ত্রের পাহাড়াদার, ব্যক্তি স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য, ২০ জন মানুষ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ সম্পদ

ভোগ করবে, সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করবে এটা হতে পারে না। অতএব এটার আমরা বিরোধিতা করি। জনগনের কাছেও এর স্বাক্ষী প্রমাণ দিয়ে এর বিরোধিতা করব। এই সরকার নিজ স্বার্থের জন্য করে, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য করে, জনগনের জন্য নয়, এই কারনে, আমরা সাপ্লিমেন্টরী বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২০ তারিখ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী রাজ্যের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে প্রস্তাব এই হাউজে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং তার উপর বিরোধীদের আনা ৩৬ টি কাট মোশান এর বিরোধীতা করে এবং মুল ডিমাণ্ডে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে মোট ৩৬ টি ডিমাণ্ডের উপরে উনারা কাট মোশান এনেছেন। এই দীর্ঘ সময় বিরোধীদের বক্তব্য শুনার পর আমি বুঝলাম যে গঠন মূলক কোন সাজেশান উদের কাছে নেই। শুধু আছে সমলোচনা। আমরা গতানুগতিক যা দেখি আজ ও তাই দেখলাম। স্যার, কাজ করতে গেলে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। বিরোধীদের কাজ হচ্ছে সেই ভুল ত্রুটিগুলি হাউজে পেশ করা এবং গঠনমূলক প্রস্তাব তোলে ধরা। এবং সরকার পক্ষে এটাকে সংশোধন করা। এই হচ্ছে গনতান্ত্রিক রায় এবং নিতীতে দায় বদ্ধ এখানে আমরা ওদের কাছ থেকে শুনে ফেলছে, ছোড়ে ফেলেছে, শেষ করে ফেলেছে এটা ছাড়া আর কিছু শুনলাম না। এখানে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার নেই, উনি ডিমাণ্ড নম্বর ৫০ হেড নম্বর ২২০২, এটার উপরে একটা কাট মোশান এনেছেন। আমি জানি উনি একজন বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক, তারজন্য এই কাট মোশানটা উনি এনেছেন। যে বে-সরকারী স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ সৃষ্টি করতে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্যার, সরকার কোন দিন নিয়োগ সৃষ্টি করে না। বিশেষ করে বে-সরকার স্কুলগুলিতে সিডোয়েলকাষ্ট এবং সিডোয়েল ট্রাইব এর কেণ্ডিডেট পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে তারা অনেক ভাল ভাল সরকারী চাকরী পেয়ে যাচ্ছে। তাই তারা বে-সরকারী স্কুলে যেতে চাইছেনা। আর সেই কারণেই পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক বে-সরকারী স্কুলগুলি থেকে প্রস্তাব আসছে যে, এই এস, টি, এস, সি, পোষ্টগুলিকে জেনারেল করার জন্য। স্যার, এটার সঙ্গে আমরা একমত আমরা হতে পারব না, কারণ, এস, সি, এবং এস, টি, পোষ্টগুলিকে ডি-রিজাভ করার আমরা পক্ষ্যপাতি নই। এবং বিরোধিতা আমরা করি। আপনারা যদি সঠিক কেণ্ডিডেট দিতে পারেন তা হলে আমরা দিয়ে দেব। তবে এস, সি, এবং এস, টি, হতে হবে। আপনারা বলেছেন এখানে এই টাকা কেন স্যার আমি দেখেছি যে এই বিধানসভায় একটা প্রশ্ন এসেছিল মহার্ঘ ভাতা নিয়ে। উনারা বলেছেন, মহার্ঘ ভাতা কেন দেওয়া হবেনা ইত্যাদি। আমরা দেখেছি মহার্ঘ ভাতা দিতে গেলে আমাদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়।

এরপর এখানে আর একটা প্রশ্ন উঠেছে আমরা কেন মহর্ঘভাতা দেয় না. আমরা দেখিছি মহার্ঘভাতা দিতে গেলে টাকার প্রয়োজন সেই কারণে আমরা এখানে সাপ্লিমেন্টারী এনেছি। তার বিরোধীতা করার কোন প্রশ্ন উঠে না। আর একটা এখানে মতিলালবাবুর ডিমাণ্ড নাম্বার-৫০, এটাতে আবার উনি বলেছেন যে বিদ্যুতের উপর স্যার, বিদ্যুৎ এমন একটা জিনিস যাহা বাজার থেকে ক্রয় করে এনে সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ করা যায় না, এটা স্টোরেজ ও করা যায় না। একটা বিরাট গুডাউন করে রাখলাম, রাত্রেবেলা সারলাম এটা হয় না। সেই কারণে বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকে। যথা সময়ে যদি ত্রুটি ধরা না যায় যদি সরবরাহ করা না যায় তাহলে এই সব দেখা দেয়। বিদ্যুতের আর একটি লং টারগেট করছে। আমাদের সরকারের মিয়াদ পাঁচ বৎসর, কিন্তু ঐ পরিকল্পনা তার চায়তেও বেশী সময় লাগে। একটি সরকার না হয় শুরু করে যায় ঠিক সেই রকম আপনি যদি একটি হাইডলাইক প্রজেকটা নেন, তাহলে আপনার কম পক্ষে সাত বৎসর লাগবে। আর একটি প্রজেক্ট গ্যাসব্যাসসেটি কম করে তিন থেকে পাঁচ বৎসর লাগে। আমরা এই সরকারে আসার পর ৩টা গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়েছি। আপনারা ১৯৭৮ সালে কংগ্রেসকে পরাস্ত করে যখন সরকার এলেন তখন থেকে ১৯৮৮ সাল পর্য্যন্ত আপনারা ১০ বছরে মোট ১, ৬০০টি গ্রামে বিদ্যুত পৌছে দিয়েছেন, আর ফেব্রুয়ারী ৮৮ থেকে ফেব্রুয়ারী ৯২ পর্য্যন্ত ৪ বছরে আমরা ৮৬২টি গ্রামে বিদ্যুত পৌছে দিয়েছি কাজেই, আপনাদের ১০ বছরের এভেরেজইবেসিও হচ্ছে ১, ৬০ আর আমাদের ৪ বছরের বেশি ও হচ্ছে ২১, ০৫। এ্যাকটেসন শাল লাইন আপনাদের আমলে করেছেন ১০ বছরে আর, আমরা ৪ বছরে করেছি আপনাদের এ্যাকসটেনাশান এভারেজ হচ্ছে ৩৮, ৬৫ আর, আমাদের হচ্ছে ৫, ২১। এখন, আপনাদের ১০ বছরে কনজিউমার্স এবং সংখ্যার এভারেজ হচ্ছে ৫৭, ১২ আর আমাদের হচ্ছে ৭৩, ৫০, আপনাদের সময়ে ছিল ২৯, ৭৯৮ আর আমাদের আমলে হয়েছে ১, ০৪ ৩৫৩। আপনাদের আমলে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল সর্বোচ্চ ৩০. ৪৫ মেগাওয়াট, আর আমলে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ মেগাওয়াট। আবার আপনাদের আমলে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২২ ৫ মেগাওয়াট আর আমাদের আমলে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২, ৪ মেগাওয়াট। ডম্বুর প্রজেক্ট তো কংগ্রেসের আমলেই হয়েছিল, তাছাড়া আপনারা এসে ১০ বছরে দুটো ইউনিট বসিয়েছেন বড়মুড়া আর রুক্ষিয়াতে (৫ × ২ - ১০), তইন মোট ১০ মেগাওয়াট ১ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটার সহ। তারপর, আমরা রক্ষিয়াতে ৮ × ২ = ১৬ এবং বড়মুড়াতে নতুন বসিয়েছি সাড়ে ৬ মেগাওয়াটের। অর্থাৎ আপনারা ১০ বছরে করেছেন ১০ মেগাওয়াট, আর, আমরা করেছি ৪ বছরে ১৮ মেগাওয়াট।

মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার এখানে বলেছেন যে, দুই কোটি টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে। আমাদের সেভিংস করতে হবে? এখানে গড়ে ১২ থেকে ১৩ মেগাওয়াট সেভিংস করতে হবে।

আমাদের পরিকল্পনা আছে রুখিয়াতে ৩২ মেগাওয়াট আরও বেশী উৎপাদন করতে হবে। সেখানে মাটি কাটার কাজ শুরু হয়েছে, সমস্ত ক্লিয়ারেন্স আমরা পেয়ে গেছি। টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেই,জন্য আমরা দুই কোটি টাকা অতিরিক্ত চেয়েছি। কারন, মেশিনের অর্ডার দিতে হবে। গোমতীতে আমরা আরও তিন মেগাওয়াট উৎপাদন বাড়াবো। মহারাণীতে দুই মেগাওয়াটের জায়গায় এক কিলোওয়াট হয়। রামভদ্রতে আপনারা একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। যেটা নাকি শরীরের চেয়ে মাথাটা বড়। যে গাই দুধ দেয় না তাকে পোষা যায় না। টাকা স্যাংশন হয়েছিল। সেখানে এক মেগাওযাটেব জন্য ১৫ কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। একটা মেশিনের জন্য এক কোটি টাকা ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। আমরা এটা কলেজ করে দিয়েছি। এরপরে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সকুল ঘরের চাল নেই, বেড নেই সেটা আমরা দেখব। কিন্তু আপনারা দুই চারটা ভোট পেয়ে তো এখানে এসেছেন। একদিনও আপনারা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেননি যে এই কণ্ডিশন আছে। মতিলালবাবু পঞ্চায়েত ইলেকশন সম্পর্কে বলেছেন। আপনাদের জল দেখলেই জলাতঙ্ক হয় কেন? এর আগে রাজ্যসভার ইলেকশন নিয়েও অনেক কথা বলেছেন। এইভাবে বৈতরণী পার হওয়া যায় না। মাননীয় সদস্য সমরবাবুর হঠাৎ দেখলাম টি, এন, ভি নিয়ে মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে। আপনারা টি, এন, ভি, সৃষ্টি করেছিলেন আপনাদের আমলে। আর তাদেরকে উস্কানী দেবেন না। আমাদের লেজ ধরার চেষ্টা করেছেন। সেটাও ব্যর্থ হয়েছেন। এখন টি, এন, ভির লেজ ছাড়ুন। টি, এন, ভিতে যারা ছিল তারা এখন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তারা গণতন্ত্রের পথে ফিরে এসেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, হনুমানের লেজ ধরাধরি নয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৯ শতাংশ উপজাতির স্বার্থে টি, এন, ভি, এর সঙ্গে কেন্দ্রের সেই একর্ড কতটুকু কার্য্যকরী হয়েছে?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, লেজ ধরা ধরি নয়। কারণ, সি, পি, আই, (এম) ধর্ম বিশ্বাস করে না। কাজেই, লেজ ধরার চেষ্টা করবেন না। কারণ, ধর্ম কিছু করলে কাজও কিছু হয়। অসত্যের উপর ভিত্তি করে কিছু বললে পারও পাবেন না। কাজেই, আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না। বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে তা তুলে নেবার আবেদন রেখে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী এখানে রাখা হয়েছে তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয়।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কাট মোশানের ব্যাপারে

কোন বক্তৃতা করতে চাই না। যেহেতু স্পেসিফিক দপ্তরের উপর এখানে কাট মোশান আনা হয়েছে কাজেই, আমাদেরও সুযোগ রয়েছে এই বিধান সভায় দপ্তরগুলি কি ভাবে কাজ করছে তা জানানোর। কারণ, আমার দপ্তর ইনফরমেশান অ্যাণ্ড পাবলিসিটি খাতে অতিরিক্ত ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা কেন চেয়েছেন ? কি কি কাজ করছে ? নিউজ ব্যুরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এখানে ৩টি শিফট কাজ হয়। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮ট পর্যন্ত। এটা বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর কাজের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য এটার গুরুত্ব আছে। আমাদের ২য় মিডিয়া হচ্ছে, লোক রঞ্জন শাখা। আগে বিভিন্ন লোক রঞ্জন শাখায় যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা আগরতলায় এসে বিল সাবমিট করে টাকা নিয়ে যেতেন। আমরা সরকারে এসে অফিসার এবং কর্মীদের নিয়ে মিটিং করে দেখলাম, ১০০ টাকা দিয়ে কোন কর্মসূচীই করা সম্ভব নয়। যদি ৩ | ৪টি লোক রঞ্জন শাখাকে একত্র করে, ৪ | ৫টি গ্রামকে একত্রে এনে কাজ করা হয়, তাহলে কাজ হবে, কাজের পরিধি বাড়বে। আমরা গ্রামের সাংস্কৃতির সংস্থানের বিকাশের জন্য পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছি। কেন না, এখান থেকে কোন সাবজেক্ট ঠিক করে দেওয়া হয় না যে, এইটা গাইতে হবে, এইটা নাচতে হবে, এই ধরণের স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে হবে। গুণী শিল্পীকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। টাকা পয়সা কিছু কিছু বাড়ান হয়েছে। সেখানে কিছুটা ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে। লোক রঞ্জন শাখাকে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র কিনে দেওয়া হয়েছে। আগের বাদ্যযন্ত্রগুলি পুরান ছিল। এজন্য খরচ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন না, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বিনিময় অনেক বেড়ে গেছে। বেশ কয়েকটি ভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক দল ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরে গেছে। এক পক্ষ কালের ব্যবধানে ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও বাইরে যাচ্ছে। এটা অনেকে জানেন না। কাজেই, এই সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের দেশের সংহতি আরও বেশী সুদৃঢ় হচ্ছে। তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ দরকার। চতুর্থতঃ আমাদের দেশের উপতথ্য কেন্দ্র গুলিকে আরও বেশী করে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা হবে। আগে এগুলি নামেমাত্র ছিল বা অস্তিত্বই ছিল না। আমরা চেষ্টা করছি এই সব তথ্য কেন্দ্রগুলি থেকে গ্রামের মানুষের কাছে যাতে খবর পৌঁছে দেয়া যায়। তার জন্য আমরা সরাসরি পত্রিকা পাঠাচ্ছি। আমি আগেও এই এসেমব্লীতে বলেছিলাম যে, আগরতলা থেকে এই সব উপ তথ্য কেন্দ্র গুলিতে পত্রিকা পৌঁছে ৮ | ১০ দিন পরে। তার ফলে এই সমস্ত বাশী খবরের কোন যৌক্তিকতাই তখন থাকে না। সেই খবর যাতে সঠিক ভাবে পৌঁছাতে পারে তার জন্য আমরা বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের নিয়ে সভা করেছি। আমরা ওদের আবেদন করেছিলাম এবং ওরাও চেষ্টা করেছেন। বেশ কিছু কেন্দ্র যখন আমরা সরাসরি পত্রিকা পাঠাচ্চি এবং পত্রিকার সংখ্যা ও বাড়ানো হচ্ছে। এখন ৮টি করে পত্রিকা প্রতিটি উপতথ্য কেন্দ্রে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার এই প্রথম কলকাতা বইমেলাতে অংশ গ্রহণ করেছেন। আমাদের মণ্ডপ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

দু দুইবার গিয়েছেন এবং তাঁর ভুয়সী প্রসংশাও ত্রিপুরার প্যাণ্ডেল পেয়েছে। এছাড়া এই বার এখানে বই মেলার জন্য আমাদের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দও দরকার। এতদিন পর্য্যন্ত অনেকেই জানতেন না যে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নিজস্ব কোন ভবন ত্রিপুরার কোন ব্লক এরিয়াতেই ছিল না। এবারই প্রথম বিশালগড় ব্লকে দপ্তরের নতুন বাড়ী ও ভবন করেছি এবং গণ্ডছড়া, ধর্মনগর, কাঞ্চনপুরে নতুন অফিস ভবন নির্মানের কাজ চলছে। এই সমস্ত কারনে আমরা এখানে অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দ চেয়েছি। পর্যটনেও উনারা কাটমোশান এনেছেন। এখানে ৫ লক্ষ টাকা আমরা ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি। পর্যটনকে রাজ্য সরকার একটা শিল্প বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি এটা ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষেরই জানা। পর্যটন অত্যন্ত দ্রুত বিকশিত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে এবং আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলে ভারতবর্ষের ট্যুরিজম ম্যাপে ত্রিপুরাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা দলমত নির্বিশেষে সবারই আনন্দের কথা। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের সাথেও আমাদের একটা প্যাকেজ ট্যুরের চুক্তি হয়েছে। সেই প্যাকেজ ট্যুরে খুবই উৎসাহ জনকভাবে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে মানুষ এখানে আসছেন। প্রাইভেট ট্রেভেল এজেন্টরাও বেশ এগিয়ে আসছেন। এটা অতীতে কখনও ছিল না। এ ছাড়া যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলি আমরা করেছি বা কাজ চলছে, যেমন ফুলডাংশাই, ভাংমুন, পানিসাগর, পাবিয়াছড়া, কুমারঘাট, আমবাসা, লেম্বুছড়া, যতনবাড়ী, মন্দিরঘাট মাতারবাড়ী এবং বাগমাতে নুতন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠছে আগরতলা এবং মেলাঘরের টুরিষ্ট লজ তৈরী হয়ে গিয়েছে। যতনবাড়ী এবং মেলাঘর টুরিষ্ট লজ, পাবিয়াছড়া এবং মাতারবাড়ী পান্থনিবাস তৈরী হয়ে গিয়েছে এবং এগুলির উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। আগরতলা যাত্রী নিবাস, আমবাসা এবং পানিসাগর পান্থনিবাস নির্মিত হওয়ার পর এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। আমাদের প্যাকেজ ট্যুরগুলি জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, বার আমরা মাত্র দুইটা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তার ফলশ্রুতিতে আগরতলা শহরের হোটেলগুলিতে কোন জায়গা ছিল না এবং আমাদের দপ্তরেও মানুষকে থাকতে দিতে হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরা সম্পর্কে মানুষের মনে ধারনা তৈরী হচ্ছে। এটা ত্রিপুরা বাসীর অত্যন্ত আনন্দের কথা। এছাড়া আমরা কিছু কিছু নিচ্ছি। রুদ্রসাগর এবং ডম্বুর জলাশয়ে ওয়াটার স্পোর্টস-এর ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং এগুলিকে আরও আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য আমরা আই, টি, ডি, সি, এ্যাকসপার্টকে তৈরী করেছিলাম। তারা এসে দেখে গেছেন এবং তাদের মতামতও আমাদের দপ্তরে দিয়ে গেছেন সেইভাবে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের দপ্তরের অফিসার এবং কর্মচারীরা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী একটা কাটমোশান এনেছেন সেটার মূল কথা হচ্ছে ডেইলী দেশের কথা এবং বিজ্ঞাপন নীতি সম্পর্কে। আমরা জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে সরকারী অর্থ যেটা রাজ্যবাসীর অর্থ কোন অবস্থাতেই যেন কোন রাজনৈতিক দলের তহবিল স্ফীত না।

করে। যে কারনে আমরা ১৯৮৮ ইং সালে সরকারী বিজ্ঞাপন নীতির সামান্য পরিবর্ত্তন করেছিলাম এবং সামান্য পরিবর্ত্তনের মুখে একটা কথাই বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে, নীতি হিসাবে নেওয়া হয়েছে। কোন রাজনৈতিক দলের মুখ পাত্রকে আমরা বিজ্ঞাপন দেব না অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি এবং উনারা স্বীকার করেছেন যে ডেইলী দেশের মুখপাত্র। যে হেতু লক্ষ লক্ষ টাকা ৩ | ৪ লক্ষ টাকা একটা দলীয় মুখপাত্রকে একটা বিশেষ মত একটা বিশেষ আদর্শ নিয়ে যারা কাজ করছেন সেটা সাধারণ মানুষের অর্থ দিয়ে কোন দলকেই সে দল কংগ্রেসেরই হোক মাকস'বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি'ই হোক, উপজাতি যুব সমিতিই হোক আর বি, জে, পিই, হোক সেটা নীতি হিসাবে নিয়েছি যে আমরা কোন রাজনৈতিক দলের তহবিল যাতে না বাড়ান হয় সেটা আমরা করব। এছাড়া ডেইলী দেশের কথা বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয়টি এখানে ডিটেলস্ আলোচনা করা সম্ভব হবে না কারণ, এটা মাননীয় উচ্চ আদালতে বিচারাধীন আছে। কারণ, ঐ মুখপাত্রের সম্পাদক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মাননীয় উচ্চ আদালতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিট কেইস দায়ের করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে মাননীয় গৌহাটি উচ্চ আদালতে উক্ত কেইস দায়ের করেন। যে হেতু বিষয়টি বিচারাধীন, তবুও যে হেতু উক্ত দলের মাননীয় বিধায়ক মহাশয় উংথাপন করেছেন সেই হেতু ডেইলী দেশের কথা সম্বন্ধে আমি এই কথাগুলি বললাম।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, সেটা মাননীয় মন্ত্রী একস্প্লেইন করে বলুন মাকস'বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি দল কি সংশোধনী দল, এই দলের কোন অধিকার আছে কি কনষ্টিটিউশ্যানে এই দলের তার সমস্ত রকম পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া-বন্ধ করে দেওয়া হবে, সমস্ত অধিকার বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং কনষ্টিটিউশ্যানে প্রভিশ্যান আছে কিনা কনষ্টিটিশ্যাল রাইটকে খর্ব করার ?

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন পত্রিকায় যে কোন লাইন বের করা হয় তার অধিকার খর্ব করার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু কোন সরকার একটা নীতি নিয়ে চলছে সেখানে গণতন্ত্র ব্যাহত হয় বলে আমি মনে করি না। কারণ, একটা পত্রিকা শুধুমাত্র সরকারী বিজ্ঞাপনের অর্থ পাওয়াই গণতন্ত্রের শেষ কথা নয়। যে হেতু বিষয়টি বিচারাধীন। যে হেতু আমরা আমাদের নীতি প্রনয়ন করেছি, মাননীয় উচ্চ আদালত এই সম্পর্কে যা রায় দেবার দেবেন কাজেই, আমি এর বেশী ডিটেল যেতে পারছি না। তবে আমরা নীতি প্রনয়ন করেছি যে, কোন রাজনৈতিক মুখপাত্রকে আমরা বিজ্ঞাপন দেব না আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল এপ্লাই করেছে কিন্তু আমরা দেইনি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই ভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে ?

শ্রীরতনলাল চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— নিষিদ্ধ করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি বলব, এই ডেইলী দেশের কথা পত্রিকা কোন সরকারী অফিসে এই পত্রিকা কেনা হয় না, কোন সরকারী অফিসে এই পত্রিকা দেওয়া হয় না।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— যে হেতু আমরা কোন দলীয় মুখপাত্র সরকারী পয়সায়

কিনছি না সে হেতু এখানে কোন প্রশ্নই উঠে না। এখন মাননীয় উচ্চ আদালত যদি কোন রায় দেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেটা মেনে নেব। আর ও দুই একটা কাট মোশান এর মধ্যে এসেছে মাননীয় বিধায়ক নকুল দাস মহাশয় এনেছেন যে, রাজ্যের ক্যাপিটেল স্পোর্টস কমপ্ল্যাকস্ পুনরায় উদ্বোধনের প্রতিবাদে ১০০ টাকার ছাটাই প্রস্তাব। আসলে এই ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলা দরকার কারণ, এই ব্যাপারটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হচ্ছে।

এই যে স্টেইট ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সের পুনরায় উদ্বোধনের কোন প্রশ্ন নাই, কারণ, শিলান্যাস আর উদ্বোধন দুটো বাংলা শব্দ সম্পূর্ণ আলাদা। যিনি করেছেন তিনি ও জানেন না বা খেয়াল করেননি, নতুন করে উদ্বোধন হয়নি, শিলান্যাস হয়েছে। আগে যেটা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ করেছিলেন বেশ কয়েক বৎসর আগে যেটা হয়েছিল সেটা এখন আর নাই, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি উদ্বোধনের দিন সেটা দেখতে পাইনি, সেটা ছিল স্টেডিয়ামের জন্য। আমরা এখন যেটা করেছি স্টেইট ক্যাপিটেল স্পোর্টস কমপ্লেক্স। এইটা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আগে বামফ্রন্ট আমলে এই স্টেডিয়ামের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেইটার জন্য তারা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে পেয়েছিলেন ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। তারা কলকাতার ঘোষ এণ্ড বোস ফার্মাকে দিয়ে কোটি কোটি টাকার পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। হাতে ছিল ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, আর ঘোষ এণ্ড বোসকে আমাকে দিতে হয়েছে ১৪ লক্ষ টাকা। কেন আমি জানিনা, কোন কর্মসুচী আমি দেখিনি হয়তো ইচ্ছা ছিল, সামর্থ্য কোথা থেকে হবে সেটার কথা উনারা ভাবেননি। আমরা এসে দেখলাম কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ার মত হায়েষ্ট প্রভিশান হচ্ছে ২ কোটি টাকার মত। সেই ভাবে আমরা রাজ্যসরকার থেকে প্রপোজাল পাঠিয়েছিলাম। তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ একটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল আর ও রিসোর্স মবিলাইজ করা যায় কিনা, ত্রিপুরার মানুষের দীর্ঘদিনের আশা আকাংখা এইখানে একটা ভাল স্টেডিয়াম, ভাল একটা সুইমিং পুলগড়ে উঠুক। কারণ, অতীতে ত্রিপুরার সাতারুরা, অ্যাথলেটসরা অনেক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এখন কমপিটিশান আর ও বেড়ে গেছে। আমরা স্বপ্নে ও ভাবিনি বিশ্ব পর্যায় যে জায়গায় চলে গেছে সেই মান, সেই জায়গায় আমরা যদি তাদের আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিতে না পারি স্বভাবতই তাদের কাছে চীৎকার করে ফলাফল আদায়ের কথা বললেই হবেনা। সেজন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলোম। লাষ্ট মন্ত্রীদের যে, মিটিং হয়েছিল দিল্লীতে সেখানে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী মমতা বানার্জী ও ছিলেন, সেখানে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল যেসমস্ত স্টেইট ক্যাপিটেলে স্পোর্টস কমপ্লেক্স নাই, বিশেষ করে আমাদের মত ছোট একটি রাজ্যে এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী মনে হয়েছিল। আমি ব্যাক্তিগতভাবে ও শ্রীমতী ব্যানার্জীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের রিসোর্স অত্যন্ত অল্প ত্রিপুরার মানুষের একটা দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্খা হবে হবে করে হচ্ছে না। কারণ, এত অর্থ আমরা কোথা থেকে পাব? আমাদের এত সম্পদ নাই। তখন সেই প্রস্তাবটা পাশ হল, সেখানে পশ্চিমবাংলার

মাননীয় মন্ত্রী সুভাষবাবুও ছিলেন। নীতিগতভাবে সবাই একমত হয়েছিলেন, যে, হ্যাঁ এইটা করা দরকার। এই সুযোগটা নেবার জন্য আমরা এইখানে এসে আমাদের তরফ থেকে সমস্ত উদ্যোগ নেই, এবং আমাদের হাতে টাকার অভাব যেখানে আছে সেখানে কেন্দ্রীয় পি, ডব্লিউ, ডিকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই। সেন্ট্রাল পি, ডব্লিউ ডিকে আমন্ত্রণ জানানোর পর তাদের সঙ্গে মিটিং হয়, তারা আমাদেরকে বিনা পয়সায় এসটিমেট, প্ল্যান, ইত্যাদি করে দিতে সম্মত হয়েছিল। এবং সেই অনুযায়ী ৪ সপ্তাহের ভিতর দেবার কথা ছিল, যদিও এইটা টেকনিক্যাল ব্যাপার সেটা আরও ২/৪ সপ্তাহ দেরী হতে পারে। এরই মধ্যে আমরা রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করে, যদিও আমরা ২ কোটি টাকার পরে ৪ কোটি টাকার প্রপোজালটা পাঠাতে পারিনি যেহেতু আমাদের ডিজাইন, প্ল্যান. অ্যাসটিমেট ইত্যাদি আসেনি। এই সাপেক্ষে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে এনে এই প্রপোজাল পাঠানোর সাপেক্ষে শিলান্যাস করেছি। উদ্দেশ্য একটাই, ২ দিন আগে হোক পরে হোক কাগজপত্র সব যাবে, কিন্তু স্বার্থটা রাজ্যবাসীর সবাইর বলে শ্রীমতি ব্যানার্জীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হয়। অলরেডী আমরা ২ কোটি টাকা চেয়ে রেখেছি যে জিনিসটা এখানে একটা জিনিস বুঝতে আপনি (সমর চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে) ভুল করছেন নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, সর্ব্বভারতীয় মন্ত্রীর মিটিং-এ এইটা রিজলিউশান হয়েছে মাইনিউট্‌সে আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা রাজ্য সরকার প্রপোজালটা অ্যাক্‌সেপ্ট করেছি। টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কাগজটা পাঠানো দরকার সেটার জন্য কি আমাদের বসে থাকতে হবে ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। টেকনিকেলি বা ফিনানশিয়েলি কোন প্রভিশান ছাড়া কোনদিন কোন কাজ হয় না।

শ্রী রতন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ—যেহেতু চাওয়ার জিনিস চাইবেন এবং অলরেডী ২ কোটি টাকা চেয়ে আমরা ১ বৎসর আগেই ওদের কাছে কাগজ পাঠিয়ে রেখেছি। এখন যেটা হবে অতীতের ফলো-আপে ষ্টেইট ক্যাপিটেল স্পোর্টস কমপ্লেক্স যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার, নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছেন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, সেইহেতু রাজ্য সেই সুযোগ নিতে এগিয়ে আসবে।

আমরাও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এইটা করার জন্য বাস্তব ও নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে আমার একটাই আবেদন থাকবে আপনারা বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী কাট-মোশান আনবেন, আলাপ আলোচনা হবে, কিন্তু যেটা সার্বিকভাবে রাজ্যবাসীর স্বার্থে পরিচালিত করার জন্য চেষ্টা ও চিন্তা হচ্ছে সেখানে শুধু মাত্র কাগজে বাহানা তুলে রাজ্যের স্বার্থ যাতে কোথায়ও খর্ব না হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং এই বাস্তবতার কথা চিন্তা করে আপনাদের কাট মোশানগুলিকে প্রত্যাহার করবেন এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—(মন্ত্রী) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ডস যেটা এই বিধানসভায় পাশ করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের যে সমস্ত কাট মোশন এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং বিরোধী সদস্যদের আমি অনুরোধ করব এই কাট মোশানগুলি যাতে ওনারা তুলে নেন তার জন্য। এখানে সমরবাবু একটা কাট মোশান এনেছেন টি এন ভি সম্পর্কে ব্যর্থতার কথা তুলে। তিনি এই মেমোরেনডাম ফর সেটেলমেন্ট উইথ টি এন ভি এইটা তিনি পড়েছেন কি না জানি না। টি এন ভির সঙ্গে ত্রিপুরার সরকার এবং ভারত সরকারের একটা চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তিতে উপস্থিত ছিলেন বিজয়কুমার রাংখল, অনন্ত দেববর্মা কার্তিক কলই, হরিপদ রাংখল, বীরেন্দ্র রিয়াং, বিনয় দেববর্মা। আর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ছিলেন ত্রিবেদী শ্রীবাস্তব, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে ছিলেন আই পি গুপ্তা এবং সুধীর রঞ্জন মজুমদার (একস চীফ মিনিষ্টার)। সেটেলমেন্ট হয়েছে, প্রশ্ন ছিল-টি এন ভি ওভার গ্রাউণ্ডে চলে আসবেন এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করবেন এবং শান্তিতে ফিরে আসবেন। তার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার তাদের জন্য কি কি করবেন, তারা কি কি চেয়েছে, প্রথমে হচ্ছে ঃ-**Rehabilitation of undergrounds,** Suitable steps will be taken for the resettlement and rehabilitation of TNV undergrounds coming over ground in the light of the schemes drawn up for the purpose.

অর্থাৎ ৪৩৭ জন আত্ম সমর্পন করেছেন, তাদেরকে সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছে, কি কি সেটেলমেন্ট দেওয়া হবে, কাউকে গাড়ী কিনে দেওয়া হয়েছে, কাউকে লোন, কাউকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে আর একটা ছিল ঃ-Stringent measures will be taken to prevent infiltration from across the border by strengthoning arrangements on the border and construction of roads along vulnerable sections of the Indo-Bangladesh border in Tripura sector for better patrolling and vigil. Vigorous action such infiltrators would also be taken under the law.

আরেকটা ছিল। Reservation of seats in the Tripura Legislative Assembly for Tribals.

এইটা এই সেসনেই লোকসভায় পেশ হবে এবং আগামী বিধানসভার ইলেকসনে এইটা বাড়ানো হবে।

"Restoration of alienated lands to tribals."

3.6 It was agreed that following measures will be taken :—

(i) Review of rejected applications for restoration of tribal land under the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

(ii) Effective implementation of the law for restoration ;

(iii) Stringent measures to prevent fresh alienation ;

(iv) Provision of soil conservation measures and irrigation facilities in tribal areas and

(v) Strengthening of the Agricultural Credit System so as to provide for an appropriate agency with adequate tribal representation to ensure easy facilities for both consumption and operational credit to tribals.

এস, টি করপোরেশন থেকে ৭৫ পারসেন্ট লোন এ গাড়ী কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, নৌকা কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Redrawing of the Boundaries of Autonomous District Council Areas :

Reply—One man Commission has been constituted to re-organise the boundary of the A. D. C. Areas.

Measures for long term economic Development of Tripura :

লং টার্মস্ বলতে কারিগরী শিক্ষা যাতে ট্রাইবেলরা পেতে পারে-যেমন-টিভি মেরামতি, সাইকেল মেরামতি করা, মোটর গাড়ী মেরামতি করা এইগুলির জন্য কারিগরী বিদ্যালয় আমতলীতে করা হয়েছে সেখানে ট্রাইবেল ছেলেরা এইগুলি শিক্ষা পাচ্ছে। আপনারা সেখানে এইটা দেখে আসতে পারেন।

আমতলীতে রামকৃষ্ণ মিশনে এই কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় করা হয়েছে।

Special intensive recruitment drives will be organised for police and para-military forces in Tripura with a view to enlisting as many tribal youths as possible,

এইটা তো হচ্ছে বি, এস, এফ এবং সি, আর, পি, এফ এর যদি রিক্রুটমেন্ট হয় তাহলে পরে এইটা আমরা দেখব।

All India Radio will increase the duration and content of their programmes in tribal languages or dialects of Tripura, Additional

transmitting stations will be provided for coverage even of the remoter areas of the State.

আপনারা জানেন যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাসহরে একটি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং কক্‌বরক্ ভাষায় প্রচার ডিউরেশনও বাড়ানো হয়েছে, এইটা আপনারা রেডিও ধরলেই বুঝতে পারবেন।

The demands relating to self employment or tribals, issue of permits for vehicles to tribals for commercial purposes, visits of tribal men and women to such places in the country as may be of value from the view point of inspiration, training and exerience in relevant fields will be considered sympathetically by the Government.

বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরী শিক্ষার জন্য ট্রাইবেল ছেলেদের কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। এবং সারা ভারত ভ্রমণের জন্য এখন পর্য্যন্ত ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ১০০০ জন ট্রাইবেলস্ সারা ভারতবর্ষ ঘোরে ভারতবর্ষকে জানার সুযোগ পেয়েছেন।

Atleast 2,500 Jumia families will be rehabilitated in five centres or more in accordance with modal Schemes based on agriculture, horticulture including vegitable growing, animal husbandry, fisheries and plantation with a view to weaning themaway from Jum cultivation. The Scheme would also provide for housing assistances.

আপনারা দেখেছেন শিফটিং কাল্টিভেশন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে হচ্ছে এবং ভেজিটেবলস্ হচ্ছে ফ্লো-ইরিগেশ হচ্ছে এইটা আপনারা দেখতে পারেন।

In the Autonomous District Council Areas of Tripura, rice, salt and kerose oil will be given at subsidised rates.

এইটা আপনারা যারা ট্রাইবেল এম, এল, এ আছেন তাঁরা দেখবেন যে সাবসিডিতে রেশন দেওয়া হচ্ছে-। এই হচ্ছে মোটামোটি মেমোরেণ্ডাম।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে লিষ্টটি পড়েছেন সেটিকে হাউসে লে করে দেওয়া হোক।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—(মন্ত্রী) লে করার দরকার নাই, আপনারা যদি শুনেন তাহলেই যথেষ্ট।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য সমরবাবুকে আবার অনুরোধ করছি মন্ত্রীর ভাষণে বাধা দেবেন না। আপনি বসে পড়ুন।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী ২৬ নং ডিমাণ্ডের ২২২৫ মেজর হেড অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের খরচ হইতে সংকোচনের জন্য বলিয়াছেন যে, এই স্থানে টি. এন. ভির. সংগে সম্পাদিত চুক্তি যথাযথ রূপায়ণ না হওয়া সম্পর্কে। আপনারা হয়ত দেখেছেন যে আমরা অক্ষরে অক্ষরে বা অক্ষর থেকে একটু বেশীই রূপায়ন করার চেষ্টা করেছি। টি. এন. ভির সংগে সরকারী চুক্তি অনুসারে আমরা ৪৩৭ জন টি. এন. ভি উগ্রপন্থীকে স্বাভাবিক জীবনে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ত্রিপুরা বিধানসভার তিনটি সিট উপজাতিদের জন্য রাখতে বলা হচ্ছে। সরকার বিদেশী অনুপ্রবেশকারী ২৫, ৮৫৯ জনকে চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যকে আবারও অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রীর ভাষণে বাধা দেবেন না। আপনাকে কিন্তু বার বার অনুরোধ করতে হচ্ছে একই ব্যাপারে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—বসুন, বসুন, বলতেও দেবে না, শুনতেও দেবে না, এটা কোন ধরণের কথা।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—ধমকাচ্ছেন কেন ? ধমকাচ্ছেন কেন ?

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী,) ঃ—স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আড়াই হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমার দাদু ব্রজমোহন বাবু বলেছেন যে, এই জোট সরকারের আমলে ট্রাইবেলরা সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত। তাহলে বামফ্রন্ট আমলে আপনারা নিশ্চই স্বর্গে ছিলেন। বামফ্রন্ট আমলে স্বর্গে ছিলেন আর আমাদের আমলে ট্রাইবেলরা নরকে আছেন। তাহলে এখানে আমি হিসাব দিচ্ছি। তাহলেই পরিস্কার হয়ে যাবে যে কোন আমলে কে স্বর্গে আর নরকে ছিল।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যকে বার বার অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে দিন। বাধা দেবেন না।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী)ঃ—স্যার, ২৫, হাজার টাকা স্কীমে আমরা পাঁচ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দিতে পেরেছি। টি. এন. ভি. পি. জি. পি ইত্যাদিতে আমরা পাঁচ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দিতে পেরেছি। ২৫ হাজার করে দেওয়া হচ্ছে। যেটা বামফ্রন্ট আমলে দেওয়া হত ৮ হাজার টাকা করে। ভারত দর্শনের মাধ্যমে আগে কোন ট্রাইবেল মহিলা দিল্লী দর্শনের সুযোগ

পেতেন না। আমরা জোট সরকারে এসে ১ হাজারের মত মহিলাকে পাঠিয়েছি। এই ৩০ তারিখে আরও ৪১ জন যাচ্ছে। আবার ওরা বলছেন যে ওরা নাকি ট্রাইবেল দরদি।

ট্রাইবেলের জন্য খুব করেছেন। আপনারা দশ বছরে কি করেছেন? তারপরে আপনাদের সময় ইন্স্যুরেন্স স্কিম ছিল কিনা? আমরা ১৬ হাজার পাহাড়ী পরিবারকে ইন্স্যুরেন্স স্কিমের আওতায় এনেছি। ইন্স্যুরেন্স স্কিমটা কি? ইন্স্যুরেন্স স্কিমটা হচ্ছে যেমন বাড়ী ঘর পুড়লে পরে যাতে টাকা পেতে পারে, হাত কাটা গেলে যাতে টাকা পেতে পারে, এবং যক্ষা হলে পরে যাতে টাকা পেতে পারে এর জন্য আমরা করেছি। তার জন্য কোন প্রিমিয়াম দিতে হবে না। ১৬ হাজার পরিবারকে আমরা এই সুযোগ দিয়েছি। আপনারা কয় হাজার পরিবারকে দিয়েছেন? আপনাদের আমলে কি দিয়েছেন? ঐ টুকড়ী, কোঁদাল দিতে পেরেছেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—না, পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিচ্ছে সেখানে এইভাবে ইনটারফেয়ার করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—সি, পি, কালট্রিভিশন আপনাদের আমলে ছিল কিনা? তারপর ভেজিটেবল পকেট। আপনারা ভেজিটেবল সবজীর কথা শুনতে পারেন নি। শুধু শুধু ট্রাইবেল দরদী ট্রাইবেল দরদী করছেন। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের কোন সুযোগ সুবিধা করতে পারেন নি। আমরা জোট সরকার এসে কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা ভেজিটেবিল পকেট সৃষ্টি করেছি।

ভেজিটেবলের সুযোগ সুবিধা কি? স্যার দেওয়া হবে বিনা পয়সায়, আলু দেওয়া হবে বিনা পয়সায় তারপর উৎপাদন করবে, উৎপাদন করে তারা সেগুলি বাজারে বিক্রি করবে। এর জন্য সরকারকে কিছু দিতে হবে না। আপনারা কি করেছেন? এখানে শুধু শুধু পাহাড়ী পাহাড়ী করে চিৎকার করছেন। কি দিয়েছেন? হত্যা করিয়েছেন, টুকরী দিয়েছেন, কোঁদাল দিয়েছেন আর ইনক্লাব করিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী……

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীকে আমার সময় থেকে, সময় দিন উনি ভালো বলেছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—তাদের আমলে পাহাড়ী এলাকার ইরিগেশনের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। আমরা এই ইরিগেশনের মাধ্যমে বিশেষ ভাবে (নন-ট্রাইবেলও আছে) ট্রাইবেল এলাকার বেশী করে আমরা এই স্লো ইরিগেশন করতে পেরেছি। তাতে ট্রাইবেলরা উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু সময় চৌধুরীর উপকার হয় নি, সি, পি, এমের উপকার হয় নি। তার-পরে স্টাইপেণ্ডের জন্য কত বাড়িয়েছেন ? ৫ টাকা রেখে গেছেন। আমরা ১০ টাকা বাড়িয়েছি। এতে ট্রাইবেলরা উপকৃত হবে।

তার পরে ঋণ মেলা, ডাবল রেশন ও ফিডিং সেণ্টার ইত্যাদি আমরা করেছি। আর একটা সব চেয়ে বড় করেছি প্রি প্রাইমারী ছাত্রদের জন্য। স্টাইপেণ্ড কারা পাবেন ? প্রাইভেট স্কুলে যারা বোর্ডিংয়ে থাকেন (প্রি. প্রাইমারী) তারা পাবেন। আপনারা করেছেন কিনা ? না, করেন নাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মানীয় সদস্য চুপ করুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—এর পর আমরা আগামী বৎসর ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত প্রাইভেট স্কুলে, রিকগনাইজড যারা ছাত্রছাত্রী বোডিংয়ে থাকবে তাদের জন্য আমরা স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করতে চলছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—জোট সরকার ট্রাইবেল দরদী না ওরা বেশী ট্রাইবেল দরদী। আপনারা খাতা পত্র নিয়ে বসুন। আপনাদের আমলে আপনারা ট্রাইবেলদের জন্য কি করেছেন আর আমরা আমাদের আমলে ট্রাইবেলদের জন্য কি করেছি হিসাব করে দেখুন। আমি এখানে বলতে চাইছি যে-এই জোট সরকারের আমলে বাজেটের টাকা পয়সা সুযোগ এই ট্রাইবেলরাই বেশী পেয়েছে। জোট সরকার সে সুযোগ দিয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমার উপজাতি ভাই-বোনদের জানাতে চাই যে আমরা এই উপজাতি সমাজের আর্থিক উন্নয়নের জন্য তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য আমরা যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি। নূতন নূতন স্কীম দিয়েছি। নূতন নূতন পরিকল্পনা রচনা করেছি। ভবিষ্যতেও বিরাট পরিকল্পনা দেওয়ার চিন্তা চলছে। কাজেই ওনারা ফরেষ্টের উপর কাট-মোশান এনেছেন। ওনারা বলছেন সোসিয়েল ফরেস্ট্রি করেনা। আগে হত এখন জওহর রোজগারের মাধ্যমে করা হয়। ডি. এম-এর তাতে সেণ্ট্রাল থেকে টাকা আসে সেই টাকা তিনি ব্লকের মাধ্যমে সোসিয়েল ফরেস্ট্রি করান। বনকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা নিয়েছি। বনকে রক্ষা করার জন্য আমরা বিভিন্ন স্কীম হাতে নিয়েছি। বিভিন্ন আইন প্রনয়ন করেছি। কাজেই এর বিরুদ্ধে কাটমোশান আনা বোধহয় ঠিক হয়নি। আমি ওনাদেরকে অনুরোধ করছি উনারা যেন কাটমোশান তুলে নেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে আর সময় দেওয়া যাবেনা । যেহেতু আরো চার জন মন্ত্রী আছেন, ভোটা ভুটি ও আছে তার জন্য আপনারা বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— ওনারা যেন কাটমোশান তুলে নিয়ে ট্রাইবেলদের জন্য, বিশেষ করে ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য আমাদের কে সহযোগিতা করে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি : ডেপুটী স্পীকার স্যার :—মাননীয় মন্ত্রী কাশিরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, গত ২০ তারিখ এ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে সাবলিমেণ্ট্রারী বাজেট এটাকে আমি পূর্ন সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাটমুসানগুলিকে বিরোধীতা করে আমি এখানে কয়েকটা কথা বলব। মাননীয় মন্ত্রী রবীন্দ্র বাবু ঠিকই বলেছেন যে আমরাবিরোধীদলের কাছ থেকে কোন কনস্ট্রাকসান সাজেসান আমরা পাইনি। বিরোধী তার জন্য বিরোধীতা করে ধান বানতে শিবের গীত গাওয়া। এবং এস টি, এস সি এর জন্য মাথা কান্না করেছেন। স্যার আমি আগেও বলেছি যে, ওদের পার্টির কাজ হল কোন উন্নয়ন মূলক কাজ নয়, শুধু ক্ষমতাকে আটকে রাখা। আমি বেশী দূর যাব না, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের যে কনট্রাকট্রিব কাজের মধ্য দিয়ে উপজাতি সমাজ যে ভাবে স্কুল কলেজএ পড়শুনার জন্য এগিয়ে এসেছিল, ওনারা ক্ষমতায় আসার পর দেখলেন যে, যদি উপ-জাতিরা শিক্ষায় দীক্ষায় এগিয়ে আসে তা হলে আমাদের সংগঠন ছাড় খাড় হয়ে যাবে। পাহাড়ে গ্রামে যদি শিক্ষার হার বাড়ে তা হলে উপজাতিদের চক্ষু খুলে যাবে এবং আমাদের সংগটন ধ্বংস হয়ে যাবে। এই যে আন্দোলন এই আন্দোলনকে এই যে জোয়ার এই জোয়ার কে স্তব্দ করার জন্য ১৯৯০ সালে দাঙ্গাকে উনারা ইনভাইট করলেন, যাতে করে উপজাতি যুবক স্কুল কলেজে আসতে না পারে। শিক্ষার আলো যাতে ওদের কাছে পৌছতে না পারে তার জন্য উনারা দাঙ্গা করিয়েছেন। স্যার আপনি তো ভালভাবেই জানেন যে, পোভারটি এণ্ড দ্যা ইনলিটারেসি ইজ দ্যা সয়েল ফর দ্যা কমিউনিষ্ট অর্গেনাইজেশন। এবং ঐটাকে ধরে নিয়ে উপজাতিদের সমাজ যাতে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত না হয়, আথিক দিক দিয়ে যাতে উন্নত না হয় তারা যাতে স্কুল কলেজে পড়াশুনা করতে না পারে বিশেষ করে ডিস্টিক টাউনে এসে পড়াশুনা করতে না পারে তার জন্য তারা জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করিয়েছিলেন। এবং আজ তারা এ টি টি এফ সৃষ্টি করেছেন। দ্রাউবাবু উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী উনি তাদের চরিত্র ভালভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই আজকে ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য না রেখে তারা ধান বানতে শিবের গীত গাইবেন সেটাই তে স্বাভাবিক। কারণ উনাদের বক্তব্য ডিমাণ্ডের উপর নয়। আরেকটা কথা স্যার, উনারা উন্নতির জন্যও বলবেন আবার টাকা বরাদ্দেরও বিরোধিতা করবেন, দুইটাতো একই সাথে হয় না স্যার।

যেমন আজকে কাট মোশানে গোপালবাবু বলেছেন মহারানী ব্রিজের কথা উদয়পুরের অবস্থার কথা, উনি ব্যাখ্যা করেছেন, এর পরে উনি জানেন না এবং উদয়পুর হাসপাতালে উনি ও টি এসিস্টেনের কথা বলেছেন। ৮টি এস টি ও টি এসিস্টেনের পোষ্ট তারা ফিলাপ করে নাই। কোনখানে তারা ডিস্ট্রিক হাসপাতালে অপারেশানের ব্যবস্থা করেননি। আমরা ৮টি এস টি ও টি এসিস্টেনের পদকে পূরণ করে ডিস্ট্রিক হাসপাতালে অপারেশানের কাজ শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু আজকে তারা যে এটার বিরোধীতা করছে সেটি কোন যুক্তি সংগত না। যেমন আমাদের মতিবাবু ডিমাণ্ড নং-২২ হেড অফ একাউন্ট ২২১০ এখানে কাট মোশান এনেছেন, হাসপাতালগুলিতে ঔষধপত্র সরবরাহের ব্যর্থতার জন্য, আসলে এই যে হেড অফ একাউন্টের সঙ্গে তার ডিমাণ্ডের কোন মিল নাই। এবং তার বিরোধীতা করার কোন যুক্তিসংগত না। প্রতি বছরই সঠিক ভাবে ঔষধপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই কাট মোশান অমূলক, মাননীয় সদস্যকে কাট মোশান তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আর একটা মাননীয় বিধায়ক সুকুমাম বর্মন এনেছেন যে শহরে ঔষধপত্র সরবরাহ নেই ও তার প্রতিবাদ। এত একই হেড ঐ ডেপুটেশান ফিডের জন্যই। কাজেই আজকে তারা একটি কাট মোশান দিতে হবে দিচ্ছে।

এটাও ঠিক এ' একই হেডে। কাজেই, তাদের কাট মোশান দিতে হবে, তাই দিচ্ছেন, কিন্তু তার মধ্যে কোন সার্ব্বত্তা নেই, কাট মোশানগুলি অমূলক, আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তাঁর কাট মোশানটি তুলে নেন। তারপর, মাননীয় সদস্য নকুলবাবু ২০ নং ডিমাণ্ডের উপর আর একটি কাট মোশান দিয়েছেন, এর সঙ্গে হেডের কোন মিল নেই, তিনি হোস্টেল করার কথা বলেছেন, এবং রাজ্যের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে ধ্বংস করে জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাই ডিমাণ্ড থেকে ১০০ টাকা কেটে দিতে বলেছেন। এই হেডে মোট ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ১ হাজার টাকার বরাদ্দ ছিল, এই প্রকল্পের অধিন কর্মিদের টেন্সফার করা হেতু অতিরিক্ত ১ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে, এবং এর ১০০ শতাংশই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রি-ইম্‌বার্স করা হয়ে থাকে। কাজেই, মাননীয় সদস্য এর কথা অমূলক এবং ত্রিপুরাতে ১৯৮৯-৯০ সালে যে জন্মের হার ছিল, সেটা ১৯৯০-৯১ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২৫.৩ শতাংশে, এছাড়া শিশু মৃত্যুর হার যেটা ছিল, সেটাও এ' বছরে অনেক কমে এসে ৬০ হয়েছে, সেটা সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে ৮০। আমাদের এই সাফল্যের জন্য যোজনা কমিশন আমাদের অনেক প্রসংশা করেছে, কাজেই উনারা যে বিরোধীতা করছেন, তা অমূলক। তারপর, নকুলবাবুর আর একটা কাট মোশান এনেছেন যে গ্রামে গ্রামে এম, পি, ডব্লিউদের প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ না করে নিষ্ক্রিয় করে রাখার প্রতিবাদে। মাল্‌টি পার্পাস ওয়ার্কাসদের ঔষধ সরবরাহ করার যে সকল কেন্দ্রীয় করে দিয়েছেন, সেট হল মাত্র ২ হাজার টাকা মাত্র এবং সেই পরিমান ঔষধই তাদের সরবরাহ করা হয়ে থাকে,

কাজেই এই যে কাট মোশান আনা হয়েছে, তার মধ্যে কোন যুক্তি নাই, আমি অনুরোধ করব তিনি যেন তার কাট মোশানটি তুলে নেন। তারপর, গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করার দাবীতে তিনি আর একটা কাট মোশান দিয়েছেন। আমি বলব যে সেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ নিয়মিত সরবরাহ করা হয়ে থাকে. অন্ততঃ কম করে হলেও ৭০টি আইটেম সেখানে পাঠানো হয়েছে, এর মধ্যে কোনটা পাঠানো হয়নি, সেটার কথা যদি উনি আমাকে জানান, তাহলে আমি সেটা পাঠানোর ব্যবস্থা করব। কাজেই, বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব বক্তব্য রেখেছেন, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই, আমি তাদের কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করছি এবং সেই সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সেটা এই হাউসের সামনে এসেছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে সম্মান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্‌হা

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :—(মন্ত্রী) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী গত ২০শে মার্চ এই সভাতে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট আনা হয়েছে, তার প্রতিবাদ করে আমি কিছু বলতে চাইছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের রাজস্ব দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে পুনঃ জরিপের কাজ শুরু করে দিয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরায় পুর্ণজরিপের কাজ চলছে। উত্তর ত্রিপুরায় জন-সাধারণের জমি নথিভুক্ত করার জন্য, কম্পিউটারের মাধ্যমে করার জন্য কিছু মেশিন কেনা হয়েছে। সেই মেশিনের সাহায্যে জনসাধারণের জমি নথিভুক্ত করতে সুবিধা হবে এবং সেটা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীন। এখানে কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্ত জমির তথ্য সেখানে থাকবে। সেই জন্য কয়েকটা মেশিন কেনা হয়েছে। এই মেশিন কেনা নিয়ে দুর্নীতীর কথা বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন। এইটা ঢাকা অসত্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকারের পারচেজিং কমিটি আছে সেই কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে এই মেশিনগুলি কেনা হয়েছে। কাজেই আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমি আশা করছি এই ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কাট মোশন এনেছেন সেগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন। কারণ এর পেছনে কোন যুক্তি নাই। একটা জিনিস বলতে চাই যে কিছুক্ষণ আগে এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রথম কংগ্রেস পার্টিই প্রণয়ন করেছে। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতি জুট সরকারের যথেষ্ট আস্থা আছে। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী মে মাসে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত

নির্বাচন হবে। তার জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। এখানে অভিযোগ উঠেছে যে ভোটার তালিকায় বিদেশীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা দেখছি এটা অসত্য। কোন বিদেশীর নাম অন্তর্ভুক্ত হলে সেখানে অবজেকশান দেওয়ার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। বিদেশী অনুপ্রবেশ বিগত বামফ্রন্টের সরকারের আমলেই হয়েছে এবং তাদের রাজত্বে পুশ বেকের কোন রেকর্ড নেই। বামফ্রন্টের আমলে কৈলাশহরে সি, পি, আই (এম) এর গাঁও প্রধান তার সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে ভোটার লিস্টে ঢোকিয়েছিল। তখন আমরা যুব কংগ্রেস তরফ থেকে এস, ডি, ওর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি, আন্দোলন করেছি। লোকসভাতে আপনারা হারছেন, এ, ডি, সির নির্বাচনে হারচেন এবং এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। কোন বিদেশী এই ত্রিপুরায় এসে জায়গা দখল করতে পারে না।

চোখ রাঙ্গিয়ে মানুষকে আজকে আর ভয় দেখান যায় না। ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে ত্রিপুরা থেকে বিদায় করেছেন। আপনারা জেনে রাখুন, আপনাদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্য-কলাপ দমন করার জন্য আমাদের যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব, আপনারা সন্ত্রাসবাদী কার্য্য-কলাপ বন্ধ রাখুন। পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে আপনারা ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবেন। তার এটা বুঝতে পারছেন বলেই এখন থেকে কারচুপির কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে ভোট ঘোষণা না হলেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, নির্বাচন করবার। আর একটি কথা আমি বলতে চাই, পঞ্চায়েতে দুর্নীতির বড় বড় কথা উনারা প্রায়ই বলে থাকেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এখানে বলব, আমরা নোটিফিকেশান করেছি, পত্র পত্রিকায় দিয়েছি, সমস্ত পলিটিকাল দলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি কবেনাম দিতে হবে। সমস্ত কিছুই দিয়েছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—আপনারা চুপ করে বসুন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যে এত বাধার সৃষ্টি করবেন না।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে গরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গরীব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চায়। আমি সেটা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ভারত সরকার থেকে বামফ্রন্টের আমলে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে কত শতাংশ লোক বাস করে। বামফ্রন্ট আমলে ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, মাত্র ৬০ শতাংশ লোক ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। এর ফলে আজকে অন্ত্যোদয়ের সাহায্য পেতে, ভর্তুকি পেতে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা [illegible] দরকার। করছি, এটা ভুল

তথ্য। আমাদের আবার নূতন করে সমীক্ষা করে দেখার সুযোগ দিতে হবে। ভারত সরকার অনুমতি দিয়েছেন। আমরা নূতন করে সমীক্ষার কাজ এরইমধ্যে শুরু করব, এবং খুঁজে বের করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের উন্নতি করার চেষ্টা করব। বামফ্রন্ট ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। এর অর্থ ছিল, বাম জমানায় গরীবের সংখ্যা কমে গেছে এটা প্রচার করারই উদ্দেশ্য ছিল। এটা কমিউনিষ্ট পার্টির ট্যাকস্টিক্স। ত্রিপুরার মানুষ এটা বুঝতে পেরেছে বলেই, তাঁদের শুধু ৫ বছরের জন্যই নয়, চির জীবনের জন্য ত্রিপুরা থেকে বিসর্জন দিয়েছে। শুধু ত্রিপুরা নয়, সারা ভারতবর্ষ থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টির বিসর্জন হবে। সারা পৃথিবীতে বিসর্জনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পঞ্চায়েত দুর্নীতির কথা বলছেন? এখানে বি. ডি. ও. এবং এ ডিশন্যাল বি. ডি. ও. কাজ করবে। গ্রামে গ্রামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজকে হাউসে অসত্য কথা বললে চলবে না। দুর্নীতির কথার প্রমান করতে হবে। আমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করা, হাউসকে বিভ্রান্ত করার কথা বরদাস্ত করব না। আপনাদের অসত্য কথা মানুষ বরদাস্ত করবে না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আর একটি কথা আমি এখানে বলতে চাই। আই. আর. ডি. বি. লোন।

উপরে তোলে আনা যায় তার জন্য আমরা কর্মসূচী নিয়েছি যেটা উনারা একশ বছরেও পারবেন না। এটা আমরা মাত্র ৪ বছরে করেছি। এই দিক থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আপনাদের আমলে এক এক ব্লকে ৩/৪ জনের বেশী আই. আর ডি সি ঋণ পেত না। আপনাদের এই সমস্ত কার্যকলাপ গরীব মানুষের ঋণ পাওয়ার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামীন ব্যাংকে আপনারা দেওলীয়া করবেন এই দলবাজী করে। আজকে ব্যাংক সেই সমস্ত টাকা গুলি ফেরৎ পাচ্ছে না যে কারনে আই. আর. ডি. সি স্কীম গুলি রূপায়নের ক্ষেত্রে একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঋণ মেলাকে বাধা দিতে গিয়ে আপনারা গদি চ্যুত হয়েছেন।

(ভয়েসেস ফ্রম অপোজিশান বেঞ্চ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোশয় এখানে মিথ্যা কথা বলছেন)

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার যখন বক্তব্য রাখছেন তখন আপনারা বার বার বাধা দিচ্ছেন। ত্রিপুরার মানুষ কিন্তু এটা লক্ষ্য করছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি এখানে দুইটা পয়েন্ট জানাতে চাইছি। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি পরে বলব।

মিঃ স্পীকার :—আপনি পরে বলবেন।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা :—(মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য আমি সংক্ষিপ্ত করব। ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীবজী ভারতবর্ষের গ্রামীন মানুষের উন্নয়নের জন্য যে জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্প চালু করেছিলেন তাতে ত্রিপুরাতে রেকর্ড পরিমান সম্পদ আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি। স্যার, আপনি [illegible] করতে পারবেন না। চলতি বছরে আমরা ৬ লক্ষ ৭০

এই কাটমোশানের বিরোধিতা করছি। কারণ কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যান্ত তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের বোর্ডিং হাউস, ষ্টাইপেণ্ড অন্যান্য বিতরণ অত্যন্ত অনিয়মিত ছিল। এই টাকাটা খরচ করা হত ওদের সংগঠনের জন্য, সংগঠনের বিভিন্ন শাখার জায়গা জমি কেনার জন্য, বিল্ডিং করার জন্য। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তফসিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে যথাসময়ে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যে অব্যবস্থা অতীতে ছিল তা বহুলাংশে আমরা দূর করতে সক্ষম হয়েছি। এখানে এইটা আমরা বলতে পারি যে তফসিলী ছাত্র ছাত্রীরা প্রত্যেক মাসেই ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছেন। নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্য সমরবাবু পত্র পত্রিকায় দেখেছেন, সময়ে সময়ে তফসিলী কল্যাণ বিভাগ থেকে তাদের ষ্টাইপেণ্ড বিলির সংবাদ ত্রিপুরা রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের নাম ধাম বরাদ্দ সহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অবগতির জন্য প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে সময়মত স্টাইপেণ্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেস্ট সুফল পাওয়া গেছে। সুতরাং বোর্ডিং হাউসে স্টাইপেণ্ড বিলির ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্যতার কোন প্রশ্নই উঠে না। বার্ষিক পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এসটি এবং এস সিদের উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় করা হচ্ছে এবং তাদের অভাব অভিযোগের সঙ্গে সংগতি রেখেই করা হচ্ছে। রিজার্ভিং এস টি, এস সি কেণ্ডিডেটদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের ব্যর্থতার কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য অভিজ্ঞ বিধায়ক সমর বাবুকে অনুরোধ জানাব তার এই কাট মোশানটা তুলে নেবার জন্য। মাননীয় সদস্য সমরবাবু ডিমাণ্ড নং ৩৩ এর উপর একটা কাট মোশান এনেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন পাইনআপেলের কথা, যারা আনারস উৎপাদন করেন তারা ফুড কেনিং সেন্টারের রেগুলার পারফরমেন্স না থাকায় এই সমস্ত ফুড উৎপাদনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এইটা ঠিক না। কারণ ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের অধীনে একটা ফুড কেনিং সেন্টার আছে এবং এই সেন্টারে প্রতি বছর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদিত আনারস সংগ্রহ করা হয়। কাজেই ত্রিপুরা শিল্প নিগম আনারস উৎপাদকদের সহায়তায় ব্যর্থ হয়েছে এইটা ঠিক না। ১৯৯১ সালে এই নিগমে নিম্নলিখিত আনারস সংগ্রহ করেছে এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রী হয়ে গেছে। ১৯৯১ সালের সংগৃহীত কাচা মালের পরিমাণ ফুড ভেরাইটিস ১১৫.৩৩ মেট্রিক টন। কিউ ভেরাইটি ৩৪.২০ মেট্রিক টন। উৎপাদিত ফলের পরিমাণ, আনারস জুস ৪৪ ৩৫ ০, ৮০০ এম এস কেনের। আনারস স্লাইজ ৮৫০ গ্রাম কেনের ৮ হাজার ২৭৮। আনারস জেম ১ হাজার ৫০ গ্রাম ওজনের। মোট হাজার ৭০২। এই উৎপাদিত দ্রব্য সবটাই বিক্রী হয়েছে। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নিগম যে ফুড কেনিং সেন্টারে ক্ষমতা অনুযায়ী পূর্ণ উৎপাদন করা যাচ্ছে এবং ফলজাত দ্রব্যের চাহিদাহেতু ত্রিপুরা তথা ত্রিপুরার বাহিরেও বাজারজাত করা হচ্ছে। কাজেই এইটা সত্য নয় যে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নিগম ত্রিপুরায় আনারস উৎপাদনে সহায়তায় ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্যের আনীত এই ছাঁটাই প্রস্তাব

গ্রহণ যোগ্য নয়। মাননীয় সদস্য নকুল বাবু ডিমাণ্ড নং ৩৩ এর উপর কাট মোশান এনেছেন। তার বক্তব্য ক্ষুদ্র নিগম ব্যপক অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় পরিণত করে ধ্বংস করার প্রতিবাদে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নিগম আজ পর্যন্ত কোন দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায় নি। সরকারের কাছে কোন স্পেসিফিক দুর্নীতির অভিযোগ এখন পর্যান্ত মাননীয় বিরোধী সদস্যগণও দিতে পারেন নি। যদি কোন স্পেসিফিক দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে আমরা সেটা দেখব। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে কাট মোশান এনেছেন সেটা সমর্থন যোগ্য নয়। মাননীয় সদস্য নকুলবাবু ডিমাণ্ড নং ৫২ র উপর একটা কাট মোশান এনেছেন, এইটা সত্য নয় যে ত্রিপুরার হস্তগত এবং কারুশিল্প নিগম সত্যিকারের তাঁতীদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে, বাস্তব সত্য এই যে, বিগত কয়েক বছর তাঁতীদের উন্নতি কল্পে এই নিগম যথেষ্ট যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে সত্যিকারের তাঁতীদের স্বার্থ রক্ষা করে আসছেন। নিম্নলিখিত বৎসর ভিত্তিক তথ্যগুলি পর্য্যালোচনা করলে এইটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৯৮৭ সাল থেকে নিগমে নথিভুক্ত তাঁতীদের সংখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপ

১৯৮৭ সাল	১,২৯৮ জন,
১৯৮৮ সাল	১,৪২০ জন,
১৯৮৯ সাল	১,৫৩৬ জন,
১৯৯০ সাল	১,৫৭৫ জন,
১৯৯১ সাল	১ ৬৯২ জন।

এবং তাঁতবস্ত্র ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

১৮৮৭-৮৮	৩। কাটি, টাকা
১৯৮৮-৮৯	৩.২ কোটি টাকা
১৯৮৯-৯০	৪ ১৭ কোটি টাকা
১৯৯০-৯১	৫.১৭ কোটি টাকা
১৯৯১-৯২	৪. কোটি টাকা।

এছাড়া তাঁতবস্ত্রের উন্নয়ন এবং তাঁতীদের কাজের মান উন্নয়েনের জন্য তাঁতীদের ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরফলে উন্নত মানের সুতি শাড়ি, পলিয়েষ্টার বিভিন্ন ডিজাইনে কালারফুল পাচড়া এইগুলি করা হচ্ছে। এবং এইগুলি ত্রিপুরার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের তন্তুমিতা আমাদের এইখান থেকে তাঁতবস্ত্র ক্রয় করে নিয়ে বিক্রী করছে। যদিও তাঁতীদের উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার তার সাধ্যমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তথাপি

আমরা মনে করি সামগ্রিকভাবে তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সেটা সরকার পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহাশয় যে কাট মোশান এনেছেন সেটা গণমুখী, নয় কাজেই এইটা গ্রহণযোগ্যও নয়। এই কাট মোশান এনে আজকে উনারা ত্রিপুরার গরীব মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। আপনারাতো দশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, এরপর আমরা জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছি। কাজেই জনগণের কল্যাণকল্পে আমরা যে পদক্ষেপ দিয়েছি তাতে আপনারাও আমাদের সাহায্য সহায়তা করবেন এই অনুরোধ করছি।

তারপর পঞ্চায়েত দপ্তর সম্পর্কে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তার জবাব মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিয়েছেন। সে সম্পার্কে আমি আর বেশী বলতে যাচ্ছি না। এখানে মাননীয় সদস্যবাবু বি, এ সি, কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া সম্পর্কে বলেছেন। আমি বলতে চাই যে, এই জোট সরকার জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। কাজেই এই সরকারের কাজ হচ্ছে যদি কোন লক কমিটির এড্‌ভাইসারী কমিটির বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ থেকে দুর্নীতির কোন অভিযোগ থাকে তবে সেই অভিযোগ তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই বি, এ, সি, গুলি বামফ্রন্ট তাদের দলীয় লোকদের দ্বারা গঠিত করেছিল যাদের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ থেকে অর্থের নয়ছয়ের অভিযোগ ছিল। এই জোট সরকার সেই অভিযোগগুলি তদন্ত করে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় সেই বি, এ, সি, কমিটিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আর আপনারা সর্ব্বদলীয় কমিটির কথা বলছেন। আপনারা বলছেন যে এই জোট সরকার নির্বাচনে রিগিং করে এসেছেন। সেজন্য তো আপনারা হাইকোর্টে এবং সুপ্রীমকোর্টে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট আপনাদের অভিযোগকে খারিজ করে দিয়ে বলেছেন যে এই রাজ্যে যে নির্বাচন হয়েছে সেটা একটা সর্ব্বপ্রকার রিগিং মুক্ত নির্বাচন হয়েছে। এবং পরবর্তী সময়েও এই রাজ্যে যে নির্বাচন হয়েছে তার একটিতেও কোন রকমের রিগিং হয়নি। আমরা রাজ্যের আগামী নির্বাচনেও রিগিং মুক্ত নির্বাচন করার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আপনারা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু জনগণের স্বাধীন মতদানের অধিকারকে বানচাল করার চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনাদের সময়েই নির্বাচনে রিগিং হয়েছে। আপনারা ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে রিগিং করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন, এবং ১৯৮২ সালের নির্বাচনেও রিগিং করে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা অগণতান্ত্রিকভাবে কোন নির্বাচন করব না।

আমরা ক্ষমতায় এসে বিধানসভার ২-৩টা কেন্দ্রের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করিয়েছি। তারপর আপনারা যদি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে চান করতে পারেন। না হলে করবেন না। আমরা গণতানৃত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব উনারা উনাদের কাট মোশানগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য। এই কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে এবং সাপলিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাঁটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেগুলো প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত মূল ডিমাণ্ডটি ভোটে দেওয়া হবে।

Voting on the Supplementary Demands for grants for the year 1991-92

Now I am putting the Demand No. 1 to vote. The question before the House is the Demand No. 1 moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,08,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads :—

2011—Parliament, State Union Territory Legislatures Rs. 5,08,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now I am Putting the Demand No.3 to vote. The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Hon'ble Chief Minister that further sum not exceeding Rs. 1,63, 72,000/= be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1992 in respect of Demand No. 3 under the following Major Head —

• (excluding charged amount of Rs. 3,47,000/=).

2015—Elections Rs. 1,63,72,000/=

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 7 to vote. The question before the House is the Demand No. 7 moved by the Hon'ble Chief

Minister that further sum not exceeding Rs.1,11,000/= be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1992 in respect of Demand No. 7 under the following Mojor Head :—

2070—Other Administrative Services Rs. 1,11,000/=

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :—Next, Demand for grant No. 9. There is one cut motion on this Demand. So, I am putting the cut Motion to vote first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Sukumar Barman, Shri Matilal Sarkar, Shri Badal Choudhary and Shri Keshab Majumder that the amount of the Demand under Major Head 2052 be reduced by Rs. 100/= to ventilate the specific grivance that "সরকারী অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় না করে অপচয় করার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 9 to vote. The question before the House is the Demand No 9 moved by the Hon'ble Chief Minister that further sum not exceeding Rs. 40,40,000/= be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads. :—

2052—Secretariat General Service Rs. 10,85,000/=

2070—Other Administrative Service Rs. 29,55,000/=

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Next, Demand for Grant No. 27. There are 3 cut motions on this Demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main motion.

i) The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar that the amount of the Demand under

Major Head—2225 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—"Failure to follow 100 point roster and safeguard the reservation quata of S. C and S. T."

(The Motion was put to voice vote and Lost)

ii) The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Nakul Das that the amount of the Demand under Major Head 2225 be reduced by Rs. 1,000/= to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

"গণ্ডাছড়া মহকুমার তফসিলী জাতি ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করা সম্পর্কে।"

(The motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :—The question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Samar Choudhury the amount of the Demand under Major Head—2225 be reduced by Rs. 100/= to ventilate the specific grievance that-"Failure payment of Stipend to the boarding students also failure of State Government to attend the deserving S. T, and S. C. people for expenditure in welfare."

(The Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 27 to vote, The moved by the Hon'ble Chief Minister that further sum not exceeding Rs. 37,62,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 27 under the following Major Head :—

2225—Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes Rs. 87.62.000/=

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Next, Demand No. 33. There are as many as 2 (two)

cut motions on this demand. So, I am putting the cut motion to vote one by one, first and then the main motion.

I) Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble member Shri Samar Choudhury that the amount of the demand under major Head 5465 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specifec grievance that—

"Failure to help the pine apple growers by regolar performance of the fruit canning centre under T. S. T. C."

(The Motion was put to voice vote and lost).

II) Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das that the amount of the demand under Major Head 5465 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প নিগমে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে—

(The Motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that further sum not exceeding Rs. 10,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 on respect of demand No. 33 under the following Major Hesds :—

5465—Investment in General Financial and Trading Institution Rs. 10,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Next, Demand for Grant No. 46. There is no cut motion on this Demand. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the Motion moved by Hon'ble Chief Minister that further sum not exceeding Rs. 6,50,000/- excluding charged amount of Rs. 5,14,80,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992

in respect of demand No. 46 under the following Major Heads :—

7610—Loans to Government Servents Rs. 6,50,00/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now Demand for grant No. 52. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote, first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das that the amount of the Demand under Major Head 2851 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

"ত্রিপুরা হস্ত তাঁত ও কারু শিল্প নিগম সত্যিকারের তাঁতিদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া সম্পর্কে"--

(The Demand was put to voice vote and lost).

Mr Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that further sum not exceeding Rs.26.21.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of demand No. 52 under the following Major Heads :—

2851—Village and Small Industries	Rs. 3,10,000/-
4425—Capital outlay on Co-operation	Rs. 3,42,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institutions	Rs. 18,78,000/-
6851—Loans for Village and Small Industries	Rs. 91,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Next, demand for grant No. 19. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main notion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department that further sum not exceeding Rs. 1,18,00,000/- be granted to defray the charged which will

come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation Rs. 18,00,000/-

4701—Capital Outlay on Major and Medium Irrigation Rs. 1,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, Demand for grant No. 30. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote, first, and then the main motion.

The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das that the amount of the Demand under major Head 2405 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

রাজ্যের মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রতিবাদে-

(The motion was put to voice vote and lost).

Now I am putting the Demand No. 30 to vote The question before the House is the Demand No. 30 moved by Minister-in-charge Fisheries Department that further sum not exceeding Rs 10,15,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heards :—

2405—Fisheries Rs. 10,15,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, Demand for grant No. 35. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote, first and then the main motion. p/5

The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Samar Chudhury that the amount of the Demand under Major Head 2552 be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to economy in expenditure.

(The motion was put to voice vote and lost).

Now, I am putting the Demand No. 35 to vote The question before the House is the Demand No. 35 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department that further sum not exceeding Rs. 7.28,000/- be granted to defray the charges which come in course of payment during the year ending on the 31st March 1992 in respect of Demand No. 35 under the following Major Head :—

2552—North Eastern Areas. Rs. 7,28,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next, Demand for grant No. 49. There is no cut motion on this demand. I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the demand moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department that further sum not exceeding Rs. 19,40,000/- excluding chargeed amount of Rs. 10,000/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 49 under following Major Heads,

2401—Crop Husbandry Rs. 11,31,000/-

2402—Soil and Water Conservation Rs. 8,09,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Next, Demand for grant No. 22. There is many as 2 (two) cut motions on this demand. So, I am putting the cut motion to vote one by one, first, and then the main motion.

I) Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Shri Nakul Das that the amount of the Demand under Major Head 2210 be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be affected on the particular matter viz—

গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহের দাবীতে,

(The Motion was put to voice vote and lost).

II) Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Sukumar Barman and Matilal Sarkar that the amount of the Demand under Major Head 2210 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

শহর ও গ্রামে গঞ্জের হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ঔষধপত্র সরবরাহে ব্যার্থতার প্রতিবাদে।

(The Motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department that further sum not exceeding Rs. 50,00.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads--

2210—Medical & Public Health Rs. 50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr Speaker :—Next, Demand for grant No. 23. There are as many as 2 (two) cut motions on this demand, So, I am putting the cut motion to vote one by one, first, and then the main motion.

I) Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Nakul Das that the amount of the Demand under Major Head 2211 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

"রাজ্যের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে ধ্বংস করে জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রনে সরকারের চরম ব্যর্থতা সম্পর্কে।"

(The Motion was put to voice vote and lost).

II) Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das that the amount of the Demand under

Major Head 2211 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that,

গ্রামে গ্রামে এম, পি, ডাব্লু (M)দের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ না করে নিষ্ক্রিয় করে রাখার সম্পর্কে।

(The Motion was put to voice vote and lost)

NoW, the question before the House is the motion by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department that further sum not exceeding Rs. 1,30,58,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 22223 under the following Major Heads :—

2211- Family Welfare Rs. 1,30,58,000/ -

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Demand No. 29.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion move by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department that the further sum not exceeing Rs. 1,37,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of demand No. 29 under the following major Heads :—

6235—Social Security and Welfare Rs. 1,37.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the demand No. 4 to vote. But there is a Cut Motion on this demand. I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Badal Choudhury on Demand No. 4 Major Head 2029.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that,

Machine ক্রয়ে ব্যাপারে দূরনীতির প্রতিবাদে ।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House in the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that further sum not exceeding Rs.9,13,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 4 under the following Major Head :—

2029—Land Revenue Rs. 9.13,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 5 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion move by the Hon'ble Member Shri Badal Choudhury on Demand No. 5, Major Head—2245. "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that,

'ঢোলের নামে নিজস্ব লোকদের সরকারী অর্থ পাইয়ে দেবার দূরনীতির প্রতিবাদে ।

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that further sum not exceeding Rs. 1,67,34,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending of the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :—

2506—Land Reforms··· ··· ··· ··· Rs. 7,34,000/-

2245—Refief on account of Natural calamities··· ··· Rs. 1,60.00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 31 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote—

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demond No. 31, Major Head-2515 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that,

"পঞ্চায়েতে দূর্নীতি বন্ধ করতে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that a further sum not exceeding Rs. 82,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 31 under the following Major Head—

2515—Other Rural Development Programme Rs, 82,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Memand No. 38 to vote. **But there** is a Cut Motion on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote—

Now, the question before the House is the Cut Motion move by the Hon'ble members Shri Matilal Sarkar, Shri Samar Choudhury, Shri Sukumar Barman and Shri Nakul Das on Demand No. 38 Major Head-2505.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that,

S. R. E. P পরিকল্পনা ত্রিপুরায় জোট সরকারের আমলে কার্যত বন্ধ করে Rural Employment Programme রূপায়নের ব্যর্থতা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Employment Programme Department that a further sum not exceeding Rs. 45,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1992 in respect of Demand No. 38 under the following

Major Head :—

2505—Rural Employment Programme Rs. 45,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 26 to vote. But there are 2 Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote to-gether.

Now, the question before the house is the Cut Motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das, on Demand No. 26 Major Head—2225.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the ceonomy that can be effected on the perticuller matter viz :—

রাজ্যের ও. বি. সি. ভুক্ত জনগণের জন্য তফসিলী জাতির ন্যায় আর্থিক সুযোগ সুবিধা চলতি অর্থ বর্ষ থেকে চালু করা সম্পর্কে ।"

Now, the question bofore the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Samar Choudhury, on Demand No. 26, Major Head—2225

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specifics grivence that :—

The memorandum of settlement with T. N. V. are not implemented.

(All the Cut Motion were put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the S. T., S. C. Welfare Department a further sum not exceeding Rs. 2,90,83,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heard :—

2225—Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes Rs. 2,90,83,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 37 to vote, But there

are 2 Cut Cotions on this demand First I am putting the Cut Motion to vote to-gether.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Samar Choudhury, on Demand No. 37 Major Head—2552.

That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that :—

Failure in raising dyscorea in the full plot of land under the project at Sonamura.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 37, Major Head—2406

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievances that,

"সামাজিক বনায়নে সরকারী উদাসীনতার প্রতিবাদে ।"

All the Cut Motions were put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister -in-charge of the Forest Department that a further sum not exceeding Rs.1,23,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1992 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads—

2406—Forestry and wild Life...	.	Rs. 15,00,000/-
2552—North Eastern Areas .	...	Rs. 1,08,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department that a further sum not exceeding Rs. 4,00.,000/- be granted to defray the charges which

will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 47 under the following Major Head :—
3425—Other Scientific Research—4,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the the Demand No. 17 to vote. But there are 2 Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote to-together.

Now, the question before the the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sukumar Barman on Demand No. 17 Major Head 4801

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that,

"গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 17 Major Head 4801.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that,

Failure to control load-shedding.

(All the Cut Motion were put to voice vote and lost).

Mr Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by The Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department that a further sum not exceeding Rs. 2,00,00,000/- be granted to defray the charged which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect Demand No. 17 under the following Major Head—
4801—Capital Outlay on Power Priject Rs. 2,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr, Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 50 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote—

Now, the question before the House in the Cut Motion moved by the

Hon'ble Member Shri Motilal Sarkar on Demand No. 50, Major Head—2202.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that—

সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহে বিষয় শিক্ষকের অভাব এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে নতন পদ মঞ্জুর না করা সম্পার্কে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department that a further sum not exceeding Rs. 6,42,19,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the vear ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 50 under the following Major Head—

2202—General Education Rs. 6,42,19,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 24 to vote. **But there** are 2 Cut Motions on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Samar Choudhury on Demand No. 24, Major Head 2220.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

The undemoccadic and unconstitutional order of prohibiping Government advertisment and display publicity to Daily Desher Katha has not been withdrawn.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nakul Das on Demand No. 24, Major Head—2220

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন ব্যবস্থার নামে ব্যাপক দুর্নীতি করে রাজ্যের পর্যটন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ব্যাপক অপসংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে।

(All the Cut Motions were put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department that a further sum not exceeding Rs. 34,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1992 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads—

2220—Information and Publieity	.		...Rs 22,50,000/-
3452—Tourism	..	...	...Rs. 12,10,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 51 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion move by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 51, Major Head—2204.

That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

রাজ্যে ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এর নিরর্থক শিলান্যাস করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রতিবাদে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Sports & Youth Programme Deptt. that a further sum not exceeding Rs. 27,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending of the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 51 under the following Major Heads :—

2204—Sports and Youth Programme Serviees Rs. 27,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 14 to vote. But there is a Cut Motion on this demand. I am putting the Cut Motion to vote—

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Keshab Majumder on Demand No.14. Major Head—2059.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that,

"নিয়ম বহির্ভুতভাবে কর্মচারী নিয়োগের প্রতিবাদে।"

(The Cut motion was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Work Department that a sum not exceeding Rs. 2,80,000 - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 14 under the following Mmajor Heads :—

2059—Public Works Rs. 2,80,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now, Demand for grant No, 16. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote. first, and then the main demand

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das on the Major head—4552 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,000/- that can be effected on the particular matter viz.

"গণ্ডাছড়া মহকুমার গণ্ডাছড়া বাজার থেকে হরিপুর গ্রামের রাস্তাটি পাকা করার দাবীতে।"

(The Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the moved by Hon'ble

Minister-in-charge of the Public Works Department that a further sum not exceeding Rs. 49,00.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 16 under the following Major head—Capital Outlay on North Eastern Areas······Rs. 49,00.000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Now. Demand for grant No. 36. There is no cut motion on this demand. So I am putting the maind demand to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department that a further sum not exceeding Rs. 46,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 36 under the following Major Head—2403 Animal Husbandry Rs. 46.00.000/-

(The Demand was put to voice and Passed).

Next, Demand for grant No. 42. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department that a further sum not exceeding Rs. 4,26,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 42 under the following Major head—2056 Rs. 4,26,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Next, Demand for Grant No. 12. There are three cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote and then the main demand.

Now, the question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das, on the Major Head—5055 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,000/- that can be effected on the perticular

matter viz. "আগরতলা মোটর স্টেণ্ড থেকে আনন্দনগর পর্যন্ত টি, আর, টি, সি কর্তৃক টাউন বাস চালু করার দাবীতে"

(The motionwas put to voice vote and lost)

Next, the question bofore the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das on the Major head—5055 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievances that, "ব্যাপক দূর্নীতি ও চরম অব্যবস্থার ফলে রাজ্যের সড়ক পরিবহন সংস্থা (টি, আর, টি, সি) লাটে উঠার পর্যায়ে নামিয়ে আনার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Keshab Majumdar on the Major Head-5055 that the amount of demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that "In protest for reducing T. R. T. C. bus services,"

(The motion was put to voice vote and losr).

Now, I am putting the main demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department that "a further sum not exceeding Rs. 15,06,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads—

2041—Taxes on vehicles	Rs. 6,000/-
5055—Capital Outlay on road transport	Rs. 15,00,000/-."

The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Next, demand for grant No. 28. There is two cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das on the Major Head-4408 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,000/- that can be effected on the particular matter viz. "রাজ্যের সকল অংশের জনগণকে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস চলতি অর্থ বর্ষ

থেকে ভর্তুকীতে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত বিলি করার ব্যর্থতা সম্পর্কে"

(The motion was put to voice vote and lost).

Then, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Samar Chowdhury on the Major Head 4408 'that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'Complete failure in building stocks of food grains to the inaccessible areas before the rainy season and failure to maintain regularity in supply to Fair Price Shops,"

(The motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Department that a sum not exceeding Rs. 11,16,80,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1992 in respect of Demand No. 28 under the following Major head—4408—Capital Outlay on Food—Rs. 11,16,80,000/-

('The Demand was put to voice vote and Passed)

Next business before the House is the leave to introduce 'The Tripura Appropriation (No. 2) Bill. 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992).

Now, I would request the Hon'ble Chief Minister to move this motion for leave to introduce the Bill before the House,

Shri Samir Rn. Barman (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move before the House for Leave to Introduce 'The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 2 af 1992).

Mr. Speaker :—Now I am putting the motion moved by Hon'ble Chief Minister to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992) be introduced

(The motion was put to voice vote and CARRIED).

Next, business before the House is the consideration of 'The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992).' Now I

would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for consideration of The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992) befere the House.

Shri Samir Ranjan Barman (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992) be taken into consideration."

Mr. Speaker :—Now, I am putting motion moved by Hon'ble Chief Minister to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Ministe that "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992) be taken into consideration."

(The motion was put to voicc vote and CARRIED).

Next, I am puttino the clruses of this Bill to vote.

The question befor the House is that the clauses from 1 to 3 of this Bill be taken as part of this Bill,"

(The motion was put to voice vote and CARRIED.

Now, I am putting the SCHEDULE of the Bill to vote.

The question before the House is that 'THE SCHEDULE' of this Bill be taken as part of this Bill,"

(The motion was put to voice vote and CARRIED).

Now, I am putting the TiTLE of this Bill to vote.

The question before the House is that THE TITLE of this Bill be taken as part of this Bill,"

(The motion was put to voice vote and CARRIED).

Mr. Speaker :—Next business before the House is the passing of "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992." I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for passing of "Tbe Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992.)"

Shri Samir Ranjan Barman (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 2 of 1992)," be passed."

Mr Speaker :—Now, I am putting the motion moved by the Hon'ble Chief Minister to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1992 (Tripura Bill No 2 of 1992) be passed."

(The motion was put to voice vote and PASSED).

The House is adjourned till 11 A.M. of tomorrow, the Thursday, the 26th Mareh, 1992.

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Questions No. 1 asked by Shri Badal Choudhury, M. L A.

Questions

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplices Department be pleased to State :—

১। কাঞ্চনপুর, ছাওমনু, গণ্ডাছড়া, সাতচাঁদ ব্লকগুলির বিভিন্ন খাদ্য গুদামগুলিতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং পর্য্যন্ত কি পরিমাণ খাদ্য মজুত আছে,

২। ইহা কি সত্য যে এফ, সি, আই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত চাউল সরবরাহ করছে না; এবং

৩। যদি সত্যি হয় রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা করেছেন ?

Answers

To be replied by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department.

১। কাঞ্চনপুর, ছাওমনু, গণ্ডাছড়া, সাতচাঁদ ব্লকগুলির বিভিন্ন খাদ্যগুদাম গুলিতে ২৮ শে

ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং পর্য্যন্ত খাদ্যের মজুতের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল :—

ব্লকের নাম	গুদামের নাম	২৮/২/ ১৯৯১ ইং খাদ্য মজুদের পরিমাণ
কাঞ্চনপুর	১। কাঞ্চনপুর	১১৯ মেট্রিকটন্
	২। দামছড়া	৪০ মেঃ টন্
	৩। থেদাছড়া	২১ ,,
	৪। আনন্দ বাজার	৫ ,,
	৫। ছামপাই	৩০ ,,
ছাওমনু	১। মনকশিং	৩০৯ মেট্রিকটন্
	২। ছাওমনু	৪৯ ,,
	৩। থালছড়ি	২০ ,,
গণ্ডাছড়া	১। গণ্ডাছড়া	২৮২ মেট্রিকটন্
	২। রৈইস্যা বাড়ি	১২২ ,,
	৩। গঙ্গানগর	১০৫ ,,
সাতচাঁদ	১। শিলাছড়ি	১২০ মেট্রিকটন্
	২। মনুবাজার	১৮৮ ,,
	৩। সাব্রুম	৩৮৯ ,,

১। হাঁা.

৩। রাজ্য সরকারের তরফ হইতে কেন্দ্রীয় সরকার, ভারতীয় খাদ্য নিগম এবং রেলওয়ের কর্মকর্তা দিগকে রাজ্যের বরাদ্দকৃত চাল প্রতিমাসে সরবরাহের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 32 asked by
Shri Badal Choudhury, M. L. A.

Questions

Will be the Hon'ble Ministrr-In-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

২। ডাল, চিনি, সরিষার তৈল, সাবান, কাগজ কিছু জীবনদায়ী ঔষধ ১৪ টি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য জিনিসপত্র সারা রাজ্যে একদরে রেশনসপের মাধ্যমে দেওয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না এবং।

৩। ১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফা খুব কালো-বাজারী ফাটকাবাজীর দায়ে অভিযুক্ত এমন কতজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

Answers

To be replied by the Hon'ble Minister-In-Charge of the Food & Civil Supplies Department :--

১। নিত্য প্রয়োজনীয় এবং দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহের মূল উৎস অন্য রাজ্যে অবস্থিত। সরবরাহের উৎস স্থলে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করানো হইলে এই রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধি রোধ খুবই কষ্টকর। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নিয়াছেন।

ক) সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথাযথ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা

খ) গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) জোরদার করা।

গ) মজুতদার ও কালোবাজারীর উপর তীক্ষ্ন নজর রাখার ব্যবস্থা।

২। উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে বর্তমানে মাত্র লেভি চিনি গণবণ্টনের মাধ্যমে বিলি করা হইতেছে। ভবিষ্যতে কিছু অতিরিক্ত সামগ্রী যথা চা, সাবান এবং দেশলাই বাক্সের গণবণ্টনের মাধ্যমে এ, ডি, সি এবং টি, এস, পি এলাকায় বিলি করার সম্ভাবনা আছে।

৩। ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ই, সি, এক্ট অনুসারে ৮ জনকে আটক করা হইয়াছে এবং তাদের বিরুদ্ধে এফ. আই, আর দায়ের করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 61

Name of M. L. A. : Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appointment and Services Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে শ্রীমতী শ্যামলী ব্যানার্জী TCS Gr. I উত্তর ত্রিপুরার Sr. Dy. Magistrate পদে থাকা সত্বেও দিল্লীস্থ ত্রিপুরা ভবনে Dy. Addle Resident Commission হিসাবে কাজ করছেন।

২। সত্য হলে তা'র কারণ?

ANSWER

Minister-In-Charge of the Apptt. & Services Department — S. R. Barman, Chief Minister

১নং প্রশ্নের উত্তর—ইহা সত্য নহে।

২নং প্রশ্নের উত্তর—প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Question No. 70

Name of M. L. A.—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য ঋষ্যমুখ P. H. E.কে Rural Hospital হিসাবে ঘোষনা করা হইয়াছে.

১। যদি হইয়া থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না?

Answer

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department

Name of the Minister—Shri Kashiram Reang.

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Question No. 71

Name of M. L. A.—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। মহকুমা হাসপাতালগুলিতে Blood Bank চালু করার প্রস্তাব আছে কিনা,

২। ইহা কি সত্য যে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে X-Ray machineগুলি ব্যবহারজনিত কারণে ব্যবহার অযোগ্য হইয়া গিয়াছে, এবং

৩। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐগুলিকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

Answer

Minister-In-Charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister—Shri Kashiram Reang.

১। আপাততঃ নাই।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 90 asked by
Shri Samar Choudhury, M. L. A.

Questions

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State

১। খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য সমূহের ট্রেডারসদের বেআইনী মজুত গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ বৎসরগুলিতে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা এবং মহকুমাগুলিতে কত সংখ্যক পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।

২। কত সংখ্যায় ট্রেডারসকে কোন বৎসর বেআইনী মজুতের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং মজুত মাল উদ্ধার করা হযেছে এবং

৩। পাইকারী ট্রেডারসদের বিনা ক্যাশ মেমোতে পণ্য বিক্রয়ের অপরাধ নিবারণে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answers

To be replied by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department.

১। খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য সমূহের বেআইনী মজুতের পরীক্ষা সংখ্যা—

Date of reply 25/3/1991-92ইং

১৯৮৮-৮৯ইং	১৯৮৯-৯০ইং	১৯৯০-৯১ইং	১৯৯১-৯২ইং
৩টি	১৯টি	৩টি	১টি

২। বেআইনী মজুতের অপরাধে অভিযুক্তের সংখ্যা এবং মজুত মাল উদ্ধারের পরিমাণ—

বৎসর	অভিযুক্তের সংখ্যা	মজুত মাল উদ্ধারের বিবরণ
১৯৮৮-৮৯ইং	২ জন	শাড়ি—১০৩টি
১৯৮৯-৯০ইং	১৮ জন	চাল— ৭ কুইন্টাল
		চাল— ৭৭ কুইন্টাল
		সুজি — ১.২ কুইন্টাল
		চিনি—২.২৭ কুইন্টাল
		সরিষার তৈল—১৬ টিন
		শিশু খাদ্য— ১৭ টিন
		কেরোসিন তৈল – ৭৭৭ লিটার
		বাই সাইকেলের টেয়ার ও টিউব —১৪০টি
১৯৯০-৯১ইং	২ জন	চাল— ৪ কুইন্টাল
১৯৯১-৯২ইং		চিনি—১৪৯ কুইন্টাল
		চাল—৪৯৭.৫ কেজিঃ

৩। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিনা ক্যাশ মেমোতে বিক্রয়ের অপরাধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে।

Admitted Starred Question No. 100

Name of M. L. A. : Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appointment and Services Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য গৌহাটীস্থ ত্রিপুরা ভবনে Deputy Resident Commissioner পদে জনৈক Food Inspector S. K. Nandi নিয়োজিত রয়েছেন,

২। সত্য হলে, ঐ পদে T. C S. অফিসারকে না দিয়ে Shri S. K. Nandiকে দেওয়ার কারণ কি?

Answers

Minister-In-Charge of the Apptt. & Services Department. — **S. R. Barman, Chief Minister**

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question No. 129

Name of Member : Shri Ratan Lal Ghosh

Will be the Hon'ble Minister-In-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রঃ—১) ইহা কি সত্য উত্তর চাম্পামুড়াতে (সদর) একটি বনস্পতি কারখানা হচ্ছে ?

উঃ—১) হ্যাঁ।

প্রঃ—২) যদি সত্য হয় তবে কোন্ কোন্ সংস্থা এই কারখানাটি করছে এবং মূলধন কত ?

উঃ—২) মেসার্স অতুল গ্লাস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড্ এবং ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগম যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরা বনস্পতি এণ্ড এলাইড্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড্ নামীয় কারখানাটি করছে যার অনুমোদিত মূলধন তিন কোটী বিশ লক্ষ টাকা।

প্রঃ—৩) কবে থেকে বনস্পতি উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উঃ—৩) ১৯৯২ইং সনের অক্টোবর মাস থেকে উৎপাদন শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Question No. 131

Name of M. L A. : Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :

১। ইহা কি সত্য যে Finance Deptt. সময়মত আর্থিক অনুমোদন না দেওয়ার কারণে স্বাস্থ্য দপ্তরের Oxygen cylender, X-ray plate এবং জীবনদায়ী ঔষধ কিনার ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটছে, এবং

২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

Answers

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department.

Name of the Minister : Shri Kashiram Reang,

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Qnestion No. 133.

Name of M. L. A. : Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Appointment & Services

Department be pleased to State

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত Die-in-harness case এ কত সংখ্যক DRW এবং Fixed Pay এবং কত সংখ্যক Regular চাকুরী দেওয়া হয়েছে,

২। উক্ত সময়ে Die-in-harness এই সংখ্যা কত ছিল এবং কত জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে,

৩। Die-in-harness এ এখন মোট কতজন প্রার্থী আছে যাদের চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়নি (১৯৯২ মার্চ পর্য্যন্ত দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

Minister-in-Charge of the Appointment & Services Department. — S. R. Majumder. Chief Minister

১নং, ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 147

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রঃ ১) রাজ্যের জুট মিলটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উঃ ১) রাজ্যের জুটমিলটি বর্তমানে রুগ্ন বা অলাভজনক অবস্থায় আছে।

প্রঃ ২) ঐ মিলের দৈনিক গড় উৎপাদন কত।

উঃ ২) বর্তমানে ত্রিপুরা জুটমিলের দৈনিক গড় উৎপাদন দুই টন।

প্রঃ ৩) মিলের উৎপাদনের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী এই উৎপাদন কত কম বা বেশী ?

উঃ ৩) পঁচানব্বই শতাংশ কম।

প্রঃ ৪) ঐ মিলটিকে চালু রাখতে কোন্ কোন্ বে-সরকারী সংস্থার কাছে অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়েছে এবং কি শর্তে ?

উঃ ৪) এখন পর্য্যন্ত কোন বে-সরকারী সংস্থার কাছে জুটমিলের জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়নি।

Admitted Question (Starred) 148

Name of Member :—Sri Dinesh Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার যে সমস্ত তাঁতী নিজ নিজ উদ্যোগে তাঁত বস্ত্র তৈরীর কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, ঐ সব

গরীব তাঁতীদের সরকার কি কি সুযোগ সুবিধে দিয়ে আসছেন,

২। ১৯৯১-৯২ইং আথিক বছরে তাদের সূতা ক্রয় করা, শেড্ নির্মাণ বা মেরামত করার জন্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৪,৩৬৯ জন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৪৭,৭২২ জন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৩৩,১৪৫ জন তাঁত শিল্পী তাঁত কার্যো নিযুক্ত আছেন। এ ছাড়াও ত্রিপুরা এ্যাপেক্স উইভার্স সোসাইটির অধিনে ৮৭টি তাঁত শিল্প সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় ২৫০০ জন এবং ত্রিপুরা হস্ত তাঁত ও কারু শিল্প উন্নয়ন নিগমের অধীনে প্রায় ১৫০০ জন তাঁত শিল্প তাঁত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

ঐ সকল তাঁত শিল্পীদের নিম্নবর্ণিত সুযোগ সুবিধাগুলি সরকার দিয়ে আসছেন ঃ

ক) রেজিষ্ট্রিভুক্ত প্রাথমিক তাঁত সমবায় সমিতির সদস্যভুক্তির জন্য ৯০ শতাংশ শেয়ার মূলধন দেওয়া।

খ) দুঃস্থ তাঁত শিল্পীদের আবাসন তথা কর্মশালা নির্মাণ বা মেরামত করার জন্য অনুদান।

গ) দুঃস্থ তাঁত শিল্পীদের ৭৫ শতাংশ ভর্তুকীতে সূতা প্রদান

ঘ) ক্ষয়মান দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন দুঃস্থ শিল্পীদের চশমা নেওয়ার জন্য অনুদান।

ঙ) আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে তাঁত শিল্পীদের উন্নত ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা।

চ) সমবায় সমিতিভুক্ত গরীব তাঁত শিল্পী সদস্যদের তাঁত ক্রয় করা, তাঁত মেরামত করা এবং তাঁত আধুনিকি করণের জন্য সহায়তা।

ছ) উপজাতি তাঁত শিল্পীদের কোমর তাঁতে পাছড়া উৎপাদনে সূতা সরবরাহ করা এবং উৎপাদিত বস্ত্র সংগ্রহে তাঁত শিল্পীদের উপযুক্ত মজুরী প্রদান।

জ) ত্রিপুরা সরকার নিয়ন্ত্রিত ত্রিপুরা হস্ত শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং এ্যাপেক্স উইভার্স সোসাইটির মাধ্যমে তাঁতিদের ন্যায্য মূল্যে সূতা সরবরাহ করা তথা তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্রাদির গুনমান অনুসারে উচিত দামে ক্রয় করে বাজারজাত করার ব্যবস্থা।

২। ১৯৯১-৯২ইং আথিক বছরে ভর্তুকীতে সূতা সরবরাহের কোন পরিকল্পনা নাই। তবে N H D C থেকে সূতা ক্রয় করে তাঁত শিল্পীদের চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যে সূতা সরবরাহ করার জন্য সামগ্রীক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ চাড়াও তাঁত ঘর নির্মাণ বা মেরামতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমহারে ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক বছরের জন্য ১২ লক্ষ টাকা ধার্য্য করেছেন। যার মধ্যে রাজ্য সরকারের দেয় ৬ (ছয়) লক্ষ টাকার ২০০ (দুইশত) জন তাঁত শিল্পীদের মধ্যে ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা করে অনুদান পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা এই মার্চ মাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঐ টাকা পাওয়া গেলে উপরিউক্ত হারে আরও ২০০ (দুইশত) জন তাঁত শিল্পীকে সাহায্য করা যাবে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstared Question No. 21

Asked by Shri Samar Choudhury, M. L. A.

Questions

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। রাজ্যের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বাজারগুলিতে কোন মহকুমায় কত সংখ্যক খাদ্যশস্য বাজেমাল, কাপড়, মশলা, ইলেকট্রনিক পণ্যদ্রব্য ঔষধ, সাইকেলের টায়ার টিউব ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে,

২। বর্তমানে সেই সব লাইসেন্স কার্যকর আছে কিনা, এবং

৩। ঐ সকল লাইসেন্স প্রদানের নিয়ম নীতি ও ভিত্তি সমূহ কি কি ?

Answers

To be replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department.

১। মহকুমা ভিত্তি হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

মহকুমা	বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বৈধ লাইসেন্সের মোট সংখ্যা			
	টেক্সটাইল	ফুড স্টাফ	ফুড গ্রেইনস	ঔষধ
১	২	৩	৪	৫
ধর্মনগর	৬	৪৬	৯	—
কমলপুর	৪০	১৭	৪	৫
কৈলাশহর	৫২	১৩১	৬	১৮
গণ্ডাছড়া	২	৫	×	১
সোনামুড়া	৩৭	৭১০	১	৬৫

১	২	৩	৪	৫
খোয়াই	৫৩	৬২	২৪	১৪
সদর	৭৭	১৯০	৫৩	৫৭
বিলোনীয়া	৯৬	৯৫	৫০	৩১
সাব্রুম	১৮০	৯০	১৪	১৮
অমরপুর	×	×	×	—
উদয়পুর	×	×	×	—

২। হ্যাঁ।

৩। লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানা হইয়া থাকে :

প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। তাহা ছাড়া তাহার আর্থিক সঙ্গতি, চরিত্র, পূর্ব্বে কোন প্রকায় ফৌজদারী মামলা ইত্যাদিতে জড়িত কিনা এবং জনমনে তাহার সম্পর্কে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে কিনা এবং ঐ অঞ্চলে নূতন লাইসেন্স দেওয়া প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

Admitted Unstarred Question No. 22

Asked by Shri Samar Choudhury, M. L. A.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের কোন মহকুমায় কত সংখ্যক এফ, পি (Fair price) সপে গত ১৯৯১ইং সনের জুন জুলাই এবং আগষ্ট এই তিন মাসে এবং ১৯৯২ইং ফেব্রুয়ারী মাসে নির্দিষ্ট সংখ্যার রেশন কার্ড-গুলির ৩০ শতাংশ ৪০ শতাংশ ৫০ শতাংশ ৬০ শতাংশ এবং ৭০ শতাংশ অফটেক হয় নাই ;

২। এই সকল Fair price সপগুলিতে কত পরিমাণ খাদ্য উল্লিখিত সময়ে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং কতটি ক্ষেত্রে সরবরাহ ও রেশন কার্ডের মাধ্যমে বণ্টনের হিসাব গড়মিল আছে (মহকুমা ভিত্তিতে F. P. Shop এর সংখ্যা)।

৩। যে সকল এফ, পি, সপে সরবরাহের তুলনায় রেশন কার্ডের মাধ্যমে বণ্টনের পরিমাণ কম কিন্তু সরবরাহ খাদ্যের মজুত নেই এই রকম কতজন ফেয়ার প্রাইজ সপ মালিকদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

Answers

To be replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department.

তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted Unstarred Question No. 23

Asked by Shri Samar Chowdhury, M. L. A.

Questions

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরার আগরতলা এবং তার আশে পাশের অন্যান্য বাজারগুলিতে এর সংখ্যা কত ?

২। এদের মধ্যে খাদ্য ঔষধ সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সমূহের whole sale Traders এর বাজার ভিত্তিক (পৃথক পৃথক হিসাব ;

৩। এই সকল Traderদের কত সংখ্যক ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক বছরে আইন অনুযায়ী মজুত ভাণ্ডারের রিটার্ণ দাখিল করেছে ;

৪। কয়জনের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কাজ না করার জন্য অভিযুক্ত করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে ?

Answer

To be replied by the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department .

তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted question No. 26 (Unstarred)

Name of Member Shri Rabindra Deb Barma .

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state .

১। ১৯৮৮-৮৯ সাল হইতে ১৯৯১-৯২ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যের মোট কতজন বেকারকে স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের (T. E. P) আওতায় আনা হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) ;

২। এদের মধ্যে কতজন উপজাতি বেকারকে স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ;

৩। ১৯৯২-৯৩, অর্থিক বছরে বেকারদের স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় আনার কোন লক্ষ্যমাত্রা আছে কিনা এবং থাকলে তা কতজন ?

উত্তর

(১), (২) এবং (৩)—

বিস্তারীত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে

Admitted Un-Starred Question No. 27

Name of M. L. A.—Sri Badal Choudhury .

১। ১৯৯১ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ২৯-২-৯২ পর্যান্ত ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতজন লোক আন্ত্রিক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন ;

(তার মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশুর আলাদা হিসাব)

২। মৃত নারী পুরুষ ও শিশুর মধ্যে জুমিয়া অংশের কতজন তার আলাদা হিসাব,

৩। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা সামগ্রী ও জীবনদায়ী ঔষধপত্রের অভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে চরম সংকটের সৃষ্টি হয়েছে,

৪। সত্য হইলে উক্ত সংকট দুরীকরণের লক্ষ্যে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department (Name of the Minister) Shri Kashiram Reang .

১। উক্ত সময়ে রাজ্যে আন্ত্রিকে মৃতের সংখ্যা ব্লক ভিত্তিক পুরুষ, নারী ও শিশুর হিসাব নিচে দেওয়া হইল।

জেলার নাম	ব্লকের নাম	পুরুষ	নারী	শিশু	মোট
পশ্চিম জেলা	জিরানীয়া	৬	৪	৯	১৯
	বিশালগড়	—	১	১	২
	তেলিয়ামুড়া	১	৩	৫	৯
	খোয়াই	৪	৪	৫	১৩
মেলাঘর		৪	৫	৮	১৭

উত্তর জেলা	ছামনু	৬	৪	৯	১৯
	কুমারঘাট	১৬	৮	১০	৩৪
	কাঞ্চনপুর	১৪	৮	৮	৩০
	পানিসাগর	১০	৮	৬	২৪
	সালেমা	৬	৩	৩	১২
দক্ষিণ জেলা	সাতচাঁন্দ	—	—	১	১
	মাতাবাড়ী	—	১	৪	৫
	অমরপুর	—	—	১	১
	গণ্ডছড়া	১	—	—	১
	রাজনগর	১	৩	৪	৮
	বগাফা	—	১	৩	৪

২। এরকম কোন তথ্য রাখা হয় না।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 29

Name of M. L. A —Sri Bidya Chandra Deb Barma .

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। বিগত ৪ চারি বৎসরে সারা ত্রিপুরার কতটি জায়গায় এবং কোথায় কোথায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই পর্য্যন্ত কতটি বিভাগে কোথায় কোথায় খোলা হইয়াছে,

২। চলতি আর্থিক বছরে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে সমস্ত জায়গায় উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়নি ঐ সমস্ত জায়গায় খোলা হইবে কি ?

৩। বেহালাবাড়ীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইবে কিনা ?

Answer

Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department (Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang.

১। এরকম কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। উক্ত সময়ের মধ্যে ধর্মনগর মহকুমার দামছড়াতে এবং খোয়াই মহকুমার মুঙ্গিয়াবাড়ীতে ১টি করিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

২। চলতি আর্থিক বৎসরে আর কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা সম্ভব হইবে না। আগামী আর্থিক বৎসরে যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানাধীন রয়েছে তাদের মধ্যে যেগুলির নির্মাণকার্য শেষ হইবে সেগুলি খোলা হইবে।

৩। বেহালাবাড়ীতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার সরকারী সিদ্ধান্ত আছে।

Admitted Unstarred Question No. 37

asked by Shri Badal Choudhury, M. L. A

Questions

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Foods Civil Supplies Depratment be pleased to state :

1. What are the questions of paddy, Jute. potato and Sugarcane procured by the State Government during the last 3 (three) years i. e. in 1988-89, 1989-90 and 1990-91 ;

2. What prices Scheduled for per quintal of paddy Jute, potato and Sugarcane during the each of these 3 (three) years.

Answers

To be replied by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department.

Date of reply 25/3/92.

2. No. paddy was procured by the Food & Civil Supplies Department during the last 3 (three) years, 1988-89, 1989-1990, 1990-91. But under price support scheme. But some quantity of paddy and potato were purchased by the Tripura Appex Marketing Co-operative Society Ltd., during these three years, quantities of which are given below. But no Sugarcane & Jute were purchased during these years.

Years	Commodities	
	Paddy	Potato
1988-89	282.95 qtl.	387.00 qtl.

Years	Commodities Paddy	Potato
1989-90	Nill	5400.00 qtl.
1990-91	Nill	3030.00 qtl.

2. Procurement price of Khariff paddy, Potato purchased under price support scheme during last 3 (three) years are as follows :

Years	Under procurement Scheme Paddy (per Quintal)			Under price support Scheme	
	Common	Fine	Superfine	Paddy (per Qtl.)	potato
1988-89	160	170	180	210	175
1989-90	185	195	205	—	do
1990-91	205	215	225	—	do

Addmitted Un-Starred Question No. 38

Name of M. L. A.—Shri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। ১৯৯২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর নাগাদ মোট কতজন রাজ্য সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করবেন, (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। উক্ত শূন্য পদ সমূহে নতুন নিয়োগের কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৩। যদি থাকে তবে কতজন বেকার তাতে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister in-charge of the Apptt, Services Department.

(S. R. Barman)

Chief Minister .

১নং, ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর — তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Addmitted Question No. 40 (Unstarred.)

Name of Member : Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state .

প্রঃ (১) রাজ্যে বর্তমানে সরকার অধিগৃহীত শিল্প সংস্থার সংখ্যা কত ও কি কি ?

উঃ (১) রাজ্যে সরকার অধিগৃহীত কোন শিল্প সংস্থা নেই। ১৯৮৬ইং সনে উপযুক্ত আইন প্রনয়নের মাধ্যমে রাজ্যের নিম্নলিখিত ৭ (সাতটি) রুগ্ন চা বাগানের পরিচালনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন :-

ক) তুফানীয়ালুঙ্গা টী এষ্টেট,

খ) লক্ষ্মীলুঙ্গা ,, ,,

গ) ফটিকছড়া ,, ,,

ঘ) কালাছড়া ,, ,,

ঙ) মোহনপুর ,, ,,

চ) ব্রহ্মকুণ্ড ,, ,,

ছ) খোয়াই ,, ,,

প্রঃ (২) ঐ সব সংস্থার মধ্যে কয়টি চালু আছে, কয়টি অচল এবং কয়টি রুগ্ন হয়ে পড়ে আছে ?

উঃ (২) ঐ সব কয়টি সংস্থাই বর্তমানে চালু আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the ASSEMBLY HOUSE, Agartala, on Thursday the 26th March, 1992 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Hon'ble Speaker, in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Nine Ministers and 42 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ কোয়েশ্চন নং ৩,

শ্রীরতন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যে 'এ' শ্রেণী ভুক্ত কতটি দৈনিক পত্রিকা আছে এবং কোন কোন পত্রিকা এই 'এ' শ্রেণী ভুক্ত ?	১) রাজ্যে মোট ৮টি 'এ' শ্রেণী ভুক্ত দৈনিক সংবাদ পত্র আছে। নিম্নে তালিকা দেওয়া হলো, ক) দৈনিক সংবাদ, খ) ত্রিপুরা দর্পন, গ) স্যন্দন, ঘ) গণদূত, ঙ) গণ সংবাদ চ) মানুষ, ছ) ভাবী ভারত, জ) দৈনিক স্বস্তিদূত।

২) কি কি কারণে রাজ্যে দৈনিক পত্রিকা 'ডেইলী দেশের কথা' কে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না ?	২) ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি অনুসারে কোন প্রকার রাজনৈতিক দলীয় মুখপাত্রকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। "ডেইলী দেশের কথা" ত্রিপুরা রাজ্য সি, পি, এম পার্টির নিজস্ব সম্পত্তি এবং দলের মুখপাত্র। তবে এ বিষয়ে কোন আলোচনা এখানে সম্ভব নয় যেহেতু মাননীয় উচ্চ আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন।
৩) রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি কি ? এবং	৩) ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞাপন নীতিতে বিধান আছে যে কোন প্রকার রাজনৈতিক দলীয় মুখপত্রকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না।
৪) কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন নীতির সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নীতির কোন পার্থক্য আছে কি ?	৪) নিজ রাজ্যের অবস্থা ও সম্পদ বিবেচনা করে রাজ্য সরকার তার বিজ্ঞাপন নীতি রচনা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব এ ব্যাপারে কোন তুলনামূলক প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— সাপলিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বললেন কি না, যে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হলে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এই "ডেইলী দেশের কথা" কে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। এখনও পাচ্ছে। এখানে কি এক দলীয় শাসন কায়েম হয়েছে ? দ্বিতীয় সাপলিমেনটারী হচ্ছে, কিসের ভিত্তিতে এই ৮টা পত্রিকাকে এ কেটাগরী ভুক্ত করা হলো, তার ভিত্তিটা কি ? কি কি নীতিতে এটা ঠিক করা হয় ?

শ্রীরতন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলছি ৪নং নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যে নিজ রাজ্যের অবস্থা ও সম্পদ বিবেচনা করে রাজ্য সরকার তার বিজ্ঞাপন নীতি রচনা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব এব্যাপারে কোন তুলনামূলক প্রশ্ন আসে না। দ্বিতীয় সাপলিমেনটারীতে মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন যে তালিকা ভুক্ত কেটাগরি কিভাবে ঠিক করা হয়। আমাদের যে পলিসি আছে তার মধ্যে প্রচার সংখ্যা চার হাজারের উপর এবং পরিধি নূন্যতম ৪৫ সেঃ মিঃ ৭ স্ট্যাণ্ডার্ড কলম হতে হয়, 'এ' শ্রেণী ভুক্ত পত্রিকার জন্য। বি শ্রেণী ভুক্ত পত্রিকার জন্য প্রচার সংখ্যা দুই হাজারের উপর চার হাজার পর্য্যন্ত এবং ন্যূনতম ৩৫ সেঃ

মিঃ চার স্ট্যাণ্ডার্ড কলম হতে হয়। সি শ্রেণী ভুক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপন পাওয়ার জন্য পত্রিকাকে ন্যূনতম প্রচার সংখ্যা পাঁচ শো এর উপর থেকে ২ হাজার পর্যন্ত এবং ৩০ সেঃ মিঃ চারটা স্ট্যাণ্ডার্ড কলম হতে হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলবেন কিনা যে, গণ সংবাদ, স্বস্তিক, গণদূত এই সব পত্রিকার সারকুলেশান কত? নিশ্চয়ই সরকারের কাছে হিসাব আছে? এখানে বিজ্ঞাপন দেওয়ার যে নীতি তাতে এই পত্রিকাগুলি তার আওতায় আসে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরোক্ষ-ভাবে স্বীকার করেছেন, বিজ্ঞাপন আওতায় নেই। একটা ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, কেন্দ্রেও কংগ্রেস সরকার, এখানেও কংগ্রেস সরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যা মানছেন, এখানে তা মানা হচ্ছে না। তাঁরা কি চান না, বিরোধী মুখপত্রে বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ থাকুক? এটা কি গণতন্ত্র?

শ্রী রতন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই সব মন্তব্য। তাঁদের পার্টির মুখপত্রকে অর্থনৈতিক শক্তিশালী করার প্রশ্ন যদি এটা হয়, তাহলে বলতে হবে, এটা উচ্চ আদালতের বিচার্য্য আছে। এখানে একটি জিনিস পরিস্কার, গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে চিৎকার করতে চাইছেন, গণতন্ত্র কি শুধু আর্থিক দিকটি শক্তিশালী করে তোলা? এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্ন নয়। যাক্, শুনে খুশী হলাম, আপনাদের মুখেও শুনতে পাচ্ছি, নরসীমারাও গণতন্ত্র মেনে চলছেন। অবশ্য জানি না, যদি সরকারের পরিবর্তন হয়, তখন এটা বলবেন কিনা? মিঃ স্পীকার, স্যার আমরাও মেনে চলছি। রাজ্যের আর্থিক সম্পদের কথা বিবেচনা করে যারা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে চলছেন তাদেরকেই দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই "ডেইলি দেশের কথা"—

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারা প্রশ্ন করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন এটাই শেষ কথা। এখন আপনাদের মুখের কথা শুনার জন্য তো প্রশ্ন নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—"ডেইলি দেশের কথা" গত চার বছরে এই জোট সরকারের হাতে শুধু বিজ্ঞাপন নয়, বিদ্যুৎ থেকে আরম্ভ করে সাংবাদিক, এজেন্ট, গ্রাহক সবাই আক্রান্ত হয়েছে। বিভিন্ন থানায় ১০০ এফ, আই, আর, করা হয়েছে। একজনকেও গ্রেপ্তার করেছেন এমন নজির সরকার দেখাতে পারবেন ? প্রেস কাউন্সিলের কাছে "ডেইলি দেশের কথা" গিয়েছিলেন। প্রেস কাউন্সিল ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্য সচিবকে ডেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিদ্যুতের লাইন যেন সব সময় থাকে, সাংবাদিক, এজেন্ট এবং গ্রাহকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রেস কাউন্সিল সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারকে। কিন্তু একটিও আজ পর্যন্ত কার্য্যকরী হয়নি। গত জেলা পরিষদের নির্বাচনের সময়

এইখানে সিমনাতে ভোটকেন্দ্রে 'ডেইলি দেশের কথার' সাংবাদিক অরুন দেব খুন হলেন। বিশালগড়ের সন্তোষ বিশ্বাস, সাব্রুমের ধনঞ্জয় দেবনাথ পুলিশ লক আপে আক্রান্ত হলেন। ফ্যাসিস্ট আক্রমণ চলছে চারিদিকে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এ রকম একটি নজির দেখাতে পারবেন, যেখানে সাংবাদিক খুন হচ্ছেন, আক্রান্ত হচ্ছেন ? একটি নজির ?

শ্রীরতন চক্রবর্তী (মন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার, স্যার, খুব ভাল সাপ্লিমেণ্টারী করেছেন। সাপ্লিমেণ্টারীর নামে একটি ছোট বক্তৃতা শুনলাম। আপনি এখানে যা বলেছেন তাতে বলতে হচ্ছে, আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা প্রেস কাউন্সিলে গিয়েছিল, কোর্টে গিয়েছিল।

আমি গণতন্ত্রের নামে এখানে বক্তৃতা দিতে চাই না! আমাদের যে বিষয়টি আপনি বলেছেন প্রেস কাউন্সিলে গিয়েছিল, সে ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিলের রিপোর্টটি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন এবং প্রেস কাউন্সিল রাজ্য সরকারের কোন দোষ দেখেন নি। আমরা চাই যে কোন পত্রিকাই তার গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করুক। যে সমস্ত গণ মাধ্যমগুলি আছে তাদের পূর্নস্বাধীনতা থাকুক এবং এই ব্যাপারে আমাদের সরকার যথাযথ ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও নেবেন।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী সার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বিচার করে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখন নিশ্চয়ই সম্পদ বেড়েছে এবং আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে যার জন্য ৮টা পত্রিকাকে 'এ' ক্যাটাগরী করেছেন এবং স্বস্তি-দূত যার বয়স এক বছরও হয়নি সেও পেয়ে গেছে। তিনি এখানে বলেছেন যে সমস্ত পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসাবে আছে, সেগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। এ সম্পর্কে আমি এখানে বলতে চাই—এই বিধানসভার মধ্যে, রাজ্যের মধ্যে দেশের মধ্যে যাঁরা কৃত্তিত্ব নেন তারা পলিটিক্যাল পার্টি। যাঁরা ইলেকশানে জিতে আসে তাদের ম্যানিফেষ্টোই দেশের জন্য কার্য্যকরী হয়। সুতরাং মতামত সৃষ্টি করার যোগ্যতা যদি কারো বেশী থাকে তাহলে সেটা হলো পলিটিক্যাল পার্টির। কাজেই কংগ্রেসেরই হোক, কমিউনিষ্টের হোক যাদের মুখপত্রগুলি বিজ্ঞাপন পাওয়ার যোগ্যতা পাবে এবং যে কোন সময়ে যে কোন দল ক্ষমতাতে আসুক তাদের ম্যানিফিষ্টোগুলি কার্য্যকরী হবে। কাজেই এটা নীতির প্রশ্ন এবং সেই নীতির প্রশ্নে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট যেখানে দেশের কথাকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন স্টেট গভর্নমেণ্ট সেখানে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন না কেন ? সুতরাং এটা নীতিগত ভাবে বিরাট বিচ্যুতি বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভাবেন কিনা ? দ্বিতীয়তঃ যেখানে ৮টা পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল সেখানে তিনি 'ডেইলী দেশের কথাকে' বঞ্চিত করলেন কেন ? তৃতীয়তঃ, 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা সম্পর্কে যা বলেছেন সে সময় আমি দায়িত্বে ছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কমিউন্যাল হারমোনি নষ্ট করার জন্য যে ইস্যু এসেছিল, তার জন্য আমি নিজে সেই বিজ্ঞাপন বন্ধ

করে দিয়েছিলাম। পরবর্ত্তী সময়ে সেটা উইথ.ড্র করা হয়েছিল । চতুর্থতঃ, যেখানে বলা হয়েছে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা গুলিকে ডি. জি. সেট থেকে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে সাহায্য করতে হবে. প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া সেখানে আই, সি, ই, টির চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে লিখেছেন যাতে ডি, জি সেট থেকে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ছাপার জন্য সাহায্য করা যায় যেটা ডেইলী দেশের কথায় ছিল, এটাও বন্ধ করে দেওা হলো । মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কিনা—আপনি নীতিগত ভাবে অনেক কথা বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য অনেক কথা বলেন । ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছে ঐ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়তো আপনারা । সেই দিক থেকে বিজ্ঞাপন বন্ধ করেছেন সেটা পলিটিক্যাল ভিনডিকটিভনেস । কিন্তু ডি, জি সেট থেকে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দেওয়া সেটাও পলিটিক্যাল ভিনডিকটিভনেস কিনা আমি জানতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বক্তৃতা করেছেন । আপনি শেষ করুন ।

শ্রীঅনিল সরকার— স্যার; আমি বিবৃতি দিচ্ছি না । এই ব্যাকগ্রাউণ্ড গুলি ক্লীয়ার না করলে এটা ক্লীয়ার হবে না । কারন এই ভাবে ভারবর্ষের কোন পত্রিকাকে আক্রমন করা হয় না । পত্রিকার কোন রিপোর্টারকে খুন করা হয় না কেন নির্বাচনী কেন্দ্রে, যেখানে প্রিসাইডিং অফিসার বলেন—আমি জানিনা যে, রাজ্য এত নৈতিক অধঃপতনে নেমে গেছে, সেখানে সময়ের দরকার আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপরে যে ভাষণ দিয়েছেন তার প্রেক্ষাপটে এইটুকু বলার দরকার আছে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী)— স্যার, আমি আনন্দিত যে মাননীয় সদস্য এখানে নীতিগত প্রশ্ন তুলেছেন। আমি প্রথমে বলতে চাই এবং এটা দুর্ভাগ্যজনক যে একজন সাংবাদিক নির্বাচনী কেন্দ্রে নিহত হয়েছেন। তাঁকে সংবাদাতা বলা হয়েছিল, সংবাদপত্রে এ নিয়ে আলোড়ন তোলা হয়েছিল এবং এটা নিয়ে রাজনৈতিক ভাবে মুকাবিলা করা হয়েছিল। আমি উনার প্রথম সাপ্লিমেণ্টারীর উত্তরে বলতে চাই কেন্দ্র এবং রাজ্যের অনেক ব্যাপারেই আপনারা সংঘাত করেছেন এবং করবেন, এতে কোন আপত্তি নেই। গণতন্ত্র সে সুযোগ আপনাদের দিয়েছে। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কি ভাবে একটা রাজনৈতিক দলকে নিজের দলীয় মুখপাত্রের স্বার্থে ব্যবহার করতে হয় তার কিছু কিছু প্রমান বিভিন্ন সময়ে পেয়েছি। ভবিষ্যতে সে সম্পর্কে স্পেসিফিক প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব। কিন্তু ডি, জি সেট থেকে অনেক পত্রিকাই বিদ্যুত পায় না। তবে সেই জিনিষটা আপনারা পান, অ'মরা দেখব। আপনি যখন মেনশান করেছেন আমার দপ্তর থেকে যদি কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপার থাকে তাহলে আমি নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু আপনি এটা স্বীকার করবেন যেহেতু আপনাকে ত্রিপুরার সাহিত্য জগতের একজন অগ্রনী মানুষ হিসাবে আমরা চিনি।

এটা মাননীয় সদস্য অনিল সরকার স্বীকার করেছেন। যেহেতু আপনাকে ত্রিপুরা সাহিত্য জগতের একজন কর্ণধার মানুষ হিসাবে জানি, আপনার বহু অভিজ্ঞতা আছে এবং আপনার অনেক লেখা আছে। এখন আমাদের পার্টি ক্ষমতায় আছে সেজন্য আমরা আমাদের পত্রিকার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলাম। এটা গণতন্ত্রের স্বার্থ বিরোধী। আমরা গণতন্ত্রের স্বার্থে কাজ করি, পার্টির স্বার্থে নয়। বহু লোক যারা পরিশ্রম করে, বহু রক্ত এবং শরীরের ঘাম ঝড়িয়ে ছোট সংবাদ পত্র থেকে আস্তে আস্তে বড় সংবাদ পত্র পরিনত হয়েছে তাদের দিকটাও আমাদের দেখতে হবে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি ট্রেজারী ব্যাঞ্চ— শ্যামাচরণ বাবুর পত্রিকা চিনি কবুকে কেন দেন ?)
শ্যামাচরণ বাবু স্বীকার করেছেন ওটা উনার নিজস্ব ব্যক্তিগত পত্রিকা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর)—সাপ্লিমেন্টারী স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য অনেক সাপ্লিমেন্টারী হয়ে গেছে। আর নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীসমর চৌধুরী স্যার, আমরা চাই এই নীতির পরিবর্ত্তন হবে কিনা। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের বিরোধী দলের পত্রিকাকে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে, মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে, কথা বলতে দেবেন না। কোন রাজ্যে এই ভাবে একটা পত্রিকার সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় না। অবিলম্বে এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করা হবে কিনা

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য প্লীজ আপনি বসুন। এই ভাবে সময় নষ্ট করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী—স্যার, আমরা জানতে চাই। এই প্রশ্নের উত্তর চাই যে, এই সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করা হবে কিনা এবং এই বিজ্ঞাপন নীতির পরিবর্ত্তন করা হবে কিনা ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন। আপনি বসে আছেন। আপনি বলুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী)—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে, যে-হেতু উচ্চ আদালতে বিচারাধীন আছে, আমরা উচ্চ আদালতের রায় পেলে এবং রায়ে সরকারের যদি কোন ভুল ত্রূটি থাকে আমরা সেটা সংশোধন করব।

যদি বলা হয় যে সরকারের কোন ভুলত্রূটি আছে সেটা আমরা সংশোধন করে নেব এবং উচ্চ

আদালত যদি বলে যে হ্যাঁ সরকারের যে বিজ্ঞাপন নীতি সেটা ভুল, আমরা সংশোধন করব এবং আর্থিক দিক দিয়ে ওদের যা ক্ষতি হয়ে থাকে সেটাও আমরা পুষিয়ে দেব। আমি বুঝিনা উনারা নিজেরা গণতন্ত্রের ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী বলে থাকেন, কিন্তু এইখানে একটা ব্যাপার সাব-জুডিস, উনারাই গেছেন আদালতে, সাব-জুডিসের ডেফিনেশান কি আশা করি মাননীয় সদস্যের (সমর চৌধুরীকে লক্ষ্য করে) কাছ থেকে শিখতে হবে না। যেখানে ব্যাপারটা সাব-জুডিস, আর মাননীয় সদস্যদের যদি বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে এই ব্যাপারটা নিয়ে আর আলাপ আলোচনা না করাটাই সঙ্গত হবে। আমি আশ্বাস দিচ্ছি সরকারী তরফ থেকে আদালত থেকে যা নির্দেশ দেওয়া হবে, আমরা সেই নির্দেশ পালন, ত করবই, শুধু তা না অতীতের যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে এবং পত্রিকার কোন আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে সেটাও আমরা দেখব এই আশ্বাসও আমি দিচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সরকার এইরকম আনকনস্টিটিউশন্যাল সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। ভারতবর্ষের কোথায় আছে ?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ- মাননীয় সদস্য আশ্বাস দেওয়ার পরে আর কোন প্রশ্ন থাকতে পারেনা। আপনি বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— এইটা একটা ফ্যাসিষ্ট চরিত্রের সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আজকে ডেইলী দেশের কথার উপর হয়েছে কালকে আর একটি পত্রিকার উপর হবে। যে বিরোধীতা করবে তাকেই খুন করা হবে, তাকে শেষ করে দেওয়া হবে। তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই তারা এই ব্যবস্থা নেবে। আর যারা একমাত্র তাদের তোষামোদ করবে, তাদের সেবক ছাড়া আর কোন পত্রিকার স্থান নাই। আমি জানতে চাই তিনি এই জিনিসটা পরিবর্তন করবেন কিনা ? এইটা একটা দপ্তরের প্রশ্ন নয়, রাজ্য সরকারের প্রশ্ন। এইটা পরিবর্তন করা হবে কিনা জানতে চাই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ— প্লিজ আপনি বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্তী।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ— আপনারা বসুন, মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৫২।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান ৫২।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কৃষি খামারের সংখ্যা কত, (স্থানের নাম সহ)

২) এই খামারগুলিতে কতজন স্থায়ী ও কতজন অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এবং

৩) তাদের বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত মুজুরীর হার কত,

৪) কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য উন্নত কৃষি সরঞ্জাম সহ নতুন করে কৃষি খামার গড়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৫) থাকিলে কোথায়,

৬) কল্যাণপুর এলাকায় রামদয়াল গাঁওসভায় (এ, ডি, সি, এরিয়া) এইরূপ একটি কৃষিখামার গড়ার পরিকল্পনা সরকার নিবেন কি ?

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কৃষি খামারের সংখ্যা ২২ (বাইশ) ।

২) এই খামার গুলিতে ১৭৯ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং ৩৬৬ জন অস্থায়ী শ্রমিক নিযুক্ত আছেন।

৩) স্থায়ী শ্রমিকের নির্দ্ধারিত মজুরী দৈনিক ২৫.৫০ টাকা এবং অস্থায়ী শ্রমিকের মধ্যেই যাহারা সপ্তাহে ৬ দিন হিসাবে কাজ করেন তাহাদের দৈনিক মজুরী ২৩,৫০ টাকা আর যাহারা সপ্তাহে ৫ দিন হিসাবে কাজ করেন তাহাদের দৈনিক মজুরী ২১,৫০ টাকা ।

৪) হ্যাঁ আছে ।

৫) দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় ।

৬) আপাততঃ সরকারের এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীমাধনলাল চক্রবর্ত্তী – সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে এখানকার যে শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়েছেন তাতে সিড্যুলড কাষ্ট এবং সিড্যুলড ট্রাইব-এর শ্রমিকের সংখ্যা কত হবে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীনাগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী)—এই প্রশ্নের জবাবটা এই মুহুর্তে আমি দিতে পারছি না। আলাদা প্রশ্ন করলে দেওয়া যাবে।

শ্রীমাধনলাল চক্রবর্ত্তী—স্যার, এখানে যে মজুরীর হারটা বললেন, এইটা বর্ত্তমান সময়ে

যে হারে জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, তাতে তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করার জন্য তাদের এই মজুরীর হারটা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী)—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ফার্ম গুলিতে যারা আছেন তারা অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। তারা শ্রমিক, তারা কর্মচারী নন এবং তাদের জন্য কোন স্কেল নাই, আমাদের আর্থিক সংগতি অনুসারে এই রেইট গুলি আমরা দেখি। মিনিমাম যেটা সেটা শ্রম দপ্তর ঠিক করে দেন। আমরা সাধারনত এর চেয়ে বেশী হারে তাদের মজুরী দিয়ে থাকি।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর)—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি যে, এই ফার্ম শ্রমিকরা কয়েকদিন আগে সরকারের কাছে একটা নোটিশ দিয়েছেন পাঁচ দফা দাবী নিয়ে। ১ নং হচ্ছে, মজুরী বৃদ্ধি। ২ নং হচ্ছে ছাটাইকৃত শ্রমিকদের পুনর্বহাল করা। ৩ নং হচ্ছে, যারা বর্তমানে কাজ করছে তাদেরকে রেগুলার কাজ দেওয়া এবং আরও ট্রেড ইউনিয়ন রাইট ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে মোট পাঁচ দফা দাবী নিয়ে ৩রা এপ্রিল ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছেন। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সেই নোটিশটি পেয়েছেন কিনা ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, পেয়ে থাকলে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী)—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি যেটার জবাব আমি পয়লা এপ্রিল দেব বলেছি। তবু সংক্ষিপ্তভাবে বলছি, এখানে যে সমস্ত অস্থায়ী শ্রমিকরা আছেন তারা কিন্তু কর্মচারী নন। তাদের এংগেইজ করা হয় কাজের এগেইনষ্টে বিভিন্ন দপ্তরে। পি ডবলিউ ডিতে যেমন যখন বর্ষা হয় হঠাৎ করে ল্যাণ্ড স্লাইট হয় তখন এই সমস্ত কাজের জন্য শ্রমিক নিযুক্ত বরা হয়। তবে তারা কিন্তু কর্মচারী নন, আমাদের দপ্তরেই একমাত্র কেজুয়েল কাজের জন্য নিয়মিত করলে আমরা সারা বছরের জন্য রেখে দেই। আমাদের আর্থিক ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ, কাজেই ইচ্ছা করলেই এইটাকে হঠাৎ করে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না এবং যেহেতু তারা কর্মচারী নন সেহেতু বাজেটে তাদের জন্য কোন রকম বরাদ্দ নাই, যেটা বরাদ্দ সেটা হলো কাজ। সুতরাং কাজের এগেইনষ্টে যে টাকা থাকে এইগুলি আমরা বিলি করি চলেছি। তাছাড়া এই ফার্মগুলিতে যেসমস্ত আয় হচ্ছে তা দিয়েই আমরা শ্রমিকদের মজুরী চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ফার্ম লেবার রুলস একটা তৈরী করা হয়েছিল এবং সে রুলস অনুযায়ী ২৪০ দিন কাজ করার পর কেজুয়েল লেবারদের রেগুলার শ্রমিক হিসেবে ধরা হবে এবং নিয়মিত শ্রমিক হিসাবে সমস্ত রকমে অধিকার তাদের দিতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে সপ্তাহে ছুটির দিন, মজুরী সম্পর্কিত কতকগুলি সিদ্ধান্ত, মেটারনিটি লিভ, তাদের পেনশন এবং এই ধরনের বিভিন্ন বেনিফিট, সমস্ত কিছু লেবার রুলসের মধ্যে নির্দিষ্ট করা ছিল। কিন্তু গত চার বছরে এই ফার্ম লেবার রুলস বাতিল করে দিয়ে

যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন তাদের খুশীমত ছাটাই করে দেওয়া হচ্ছে, বা তাদের সমস্ত অধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং বে-আইনীভাবে—বামফ্রন্ট সরকার যেসমস্ত শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ারের জন্য অধিকার দিয়েছিলেন—সে সমস্ত অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে কেটে দিয়েছেন এবং শ্রমিকদের বিরোদ্ধে এই জোট সরকার রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। কাজেই শ্রমিকদের সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অফিসিয়েল রেকর্ডস দেখেছি যে ক্যাজুয়েল লেবার হিসেবে ১০ থেকে ১৫ বছর ধরেও অনেকে কাজ করেছেন কিন্তু তাদের রেগুলার করা হয়নি। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য যে রুলসের কথা বলেছেন যে ২৪০ দিন কাজ করলে পরে তাদের রেগুলার শ্রমিক হিসেবে গণ্য করতে হবে সে অনুযায়ী তারাতো কোন শ্রমিককে রেগুলার করেন নি। এখনো ১০—২৫ বছর ধরে কাজ করছেন কিন্তু রেগুলার হননি। কাজেই এইটা সত্য নয়। আসলে যে নিয়ম সেটা হচ্ছে শ্রমিক যারা কাজে লিপ্ত হয়েছেন তাদের কাজের এগেইনষ্টে টাকা বরাদ্দ থাকে এবং এই টাকা থেকে তাদের স্কেল ইত্যাদি দেবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের যে বাজেট বরাদ্দ করা হয় এইটার যদি বেসিক কিছু পরিবর্তন না করা যায় তাহলে কিছুই করা সম্ভব নয়, আর সেটা যদি করা হয় তাহলে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন তা অসত্য।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কিনা যে শ্রমিকরা যে মজুরী বৃদ্ধির জন্য নোটিশ দিয়েছিলেন সে নোটিশ অনুযায়ী তাদের মজুরী বাড়বে কি না ?

(২) নং হচ্ছে কমলপুরে কয়েকটি বাগান রয়েছে সেখানে শ্রমিক যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছিলেন তাদের কাজ না দিয়ে সেখানে কনট্রাকটর দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে এবং রেগুলার শ্রমিক যারা আছে তাদের ছাটাই করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই রেগুলার যারা কাজ করতো তাদের আবার পুনরনিয়োগ করা হবে কি না ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) : — স্যার, এই ব্যাপারে একটি কলিং এটেনশন নোটিশ আছে তখনই সেটা আলোচনা করা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গোহাটী হাইকোর্ট সিভিল রুল নং ৪৬৫৪, ১৯৯১ নথীভূক্ত মামলায় রাজ্য

সরকারের উপর রুল জারী করে ১৯৯১ সালের ২১শে মে থেকে রাজ্য জুড়ে সংগঠিত সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত-দের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য দুইমাস সময় দিয়েছেন,

২) সত্য হইলে সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন,

৩) প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্যানু সন্ধানের জন্য রাজ্য সরকারের সুনির্দিস্ট ব্যবস্থাগুলি কি কি ?

উত্তর

১নং
২নং তথ্য সংগ হাধীন আছে
৩নং

শ্রীসমর চৌধুরীঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, কোর্টের একটা রুলিং জারি করা হয়েছে দুই মাস আগে ! আর এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে তথ্য সংগ্রাহধীন রয়েছে। রাজ্য সরকার কতখানি উদাসীন হলে এই অবস্থা হয় এটাই উনার বক্তব্য থেকে পরিস্কার। সেই সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন না পর্যান্ত। তাহলে কি স্যার রাজ্যে কোন সরকার রয়েছে ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী দীবাচন্দ্র রাংখল।

(মাননীয় সদস্য দীবাচন্দ্র রাংখল অনুপস্থিত)

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী কোন কোন থানায় এটা আছে সেটা পর্যান্ত পরীক্ষা করে দেখছেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৫

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

প্রশ্ন

১) ঋষ্যমুখে কোন পি, এস, আছে কিনা,

২) যদি না থাকে তাহলে খোলার কোন ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছেন কিনা ?

উত্তর

১) না, মহাশয় ।

২) বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নিকট নেই ।

(গণ্ডগোল):

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে এই ঋষ্যমুখ অঞ্চলে মার্কস-বাদী কমিউনিস্ট পার্টি গুণ্ডারা চুরি, খুন, সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত এবং কাছেই বর্ডার থাকায় চুরি-ডাকাতি হচ্ছে । এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে তথ্য সংগ্রাহধীন রয়েছে । সেখানে আপনারাই তো পদ্ধতি পালন করেছেন না ।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— হাই কোর্টের রায় মানে না, স্যার । তথ্য নাকি সংগ্রহাধীন ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশ পুর) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে বলেছেন যে তথ্য সংগ্রহাধীন রয়েছে সেখানে আবার কি কথা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনাদের বর্তমানে উদ্দেশ্যটা কি সেটাই আমি বুঝতে পারলাম না ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লিস সিট ডাউন ।

মাননীয় সদস্য ঃ শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুর :— হাই কোর্টের কাছে কমিটমেন্ট দিয়ে এসেছেন । তিনি তথ্য সংগ্রহ করছেন কিভাবে মানুষের সাহায্য গ্রহণ করবেন ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনাদের কোয়েশ্চানগুলি আসছে না এবং উত্তরগুলিও হচ্ছে না। লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হাই কোর্টে একটি কমিটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে স্যার। দুই মাসের মধ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : — হাই কোর্ট যদি রাজ্য সরকারকে এইভাবে রায় দিয়ে থাকে এবং রাজ্যসরকার যদি সেটা পালন না করে হাই কোর্ট নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। আমি একটা জিনিষ পরিস্কার করে বলতে চাই যে হাই কোর্ট যদি রায় দিয়ে থাকে আর রাজ্য সরকার যদি না মানে তাহলে হাই কোর্ট নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু আপনারা যেটা করেছেন তার কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় বলুন ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লিস সিট ডাউন। শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা : (আশারামবাড়ী) ঃ এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৫৯।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারা এই হৈ চৈর মধ্যে কি উত্তর আশা করতে পারেন ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, কথা বলার সুযোগ দেয় না। হাই কোর্ট কতদিনের সময় দিয়েছেন এরা সেটাও জানেন না। হাই কোর্ট এই দুই মাসের পরে আরো দুই মাস সময় দিয়েছে, বলেছেন পুঙখানু পুঙখু বিচার করার জন্য. আমরা পুঙখানু পুঙখু ভাবে বিচার করেছি। সবটা জেনে প্রশ্ন করবেন। সবটা না জেনে প্রশ্ন করছে স্যার, প্রশ্ন কর্তাতো সব ব্যাপার জানবে, বুঝতে চেষ্টা করবে। আমার দেশের মানুষ এত মূর্খ্য আমি জানি না। আপনারা আমার উপর ভরসা রাখুন, সব কিছু করব।

মিঃ স্পীকার : — শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ— এডমিটেড স্ট্যার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯ স্যার।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯ স্যার,

প্রশ্ন

১) উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বিদেশী চিহ্নিত করার কাজে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১) বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। বিদেশী চিহ্নিত করার জন্য সরকার ত্রিপুরাতে আইডেন্টি কার্ড প্রথা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তদুপরি ত্রিপুরা পুলিশ এবং মোবাইল ট্রান্স ফোর্স বাংলাদেশ থেকে আগত বিদেশীগনকে নিয়মিত ভাবে চিহ্নিত করে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সহায়তায় ত্রিপুরা (স্বশাসিত এলাকা সহ) থেকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে ।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :— সাপলিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ত্রিপুরায় ট্রাকস্ ফোর্স গঠন হল সেটা কোথায় কোথায় কাজ করছে, সেটা জানাবেন কি ? এই যে বিবেচনাধীন, এই বিবেচনাধীন কত দিন পর্যন্ত চলবে ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন(মূখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাকস্ ফোর্স বর্ডারে, যেখানে যেখানে বর্ডার আছে সেখানেই ওদের কাজ। অন্যান্য অঞ্চলেও ওদেরকে স্বশাসিত এলাকা সহ দেওয়া হচ্ছে, এবং ইতি মধ্যে আমরা আইডিন্টি কার্ড ইস্যু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছি। আমরা কমপিউটার মেসিনের জন্য অর্ডার দিয়েছি। এবং এরজন্য আমরা ৭২ লক্ষ টাকার সংস্থান রেখেছি। আমরা খুব শীঘ্রই লেসার পদ্ধতিতে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়ার জন্য কাজ শুরু করব । সেংশান পাওয়া মাত্রই আমরা কাজ শুরু করব ।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ট্রান্স ফোর্স কাদেরকে নিয়ে ঘটিত হয়েছে ? সংখ্যায় কত ? তার মধ্যে এস টি, এস সি কত ? বিশেষ করে এস টি কতজন কারন এটা উপজাতি এলাকার মধ্যে তো সমস্ত ঢুকে পড়েছে। কে এর সিদ্ধান্ত নেবে ? এই ট্রাকস ফোর্স কর্রা কিভাবে এবং কি পদ্ধতিতে নির্দেশিত হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিস্তৃত ভাবে জানাবেন কি ? এটা খুবই উদবেগের কারন হয়ে দারিয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যের সাথে আমি একমত যে এটা উদবেগজনক। কারন সে পরিস্থিতি ওনারা সৃষ্টি করে গেছেন। তবে ট্রান্সফোর্স এর কাজ কি, ট্রান্সফোর্স এস টি, এস সি কতজন, এইগুলির আলেদা ভাবে প্রশ্ন করলে নিশ্চই উত্তর দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মোবাইল ট্রাকস্ ফোর্স ত্রিপুরা রাজ্যে চালু ছিল একটি সংগঠন হিসাবে, তাদের নির্দিষ্ট ভাবে কাজের দায়িত্ব ছিল। আমরা জানি সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ দিয়ে সিদ্ধান্ত করে টি জির থেকে সিদ্ধান্ত করে তার পর সমস্ত মোবাইল টাক্স ফোর্সকে থানায় তুলে নেওয়া হয়েছে। থানার সাধারন কাজের সঙ্গে এদেরকে যুক্ত করা হয়েছে। আমরা জানতে চাই এই টাক্স ফোর্স কারা? কাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে। কারা কোথায় বিদেশী চিহ্নিত করেছেন আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মাহোদয়, টাক্স ফোর্সকে থানায় এনে কাজ করানো হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। টাক্স ফোর্স যারা কাজ করে তাদের বেতন, তাদের ডি-এ তাদের টি, এ, সমস্ত সেন্টাল গভর্ণমেণ্ট দেয়। কাজেই এই ব্যাপারে সেন্টাল গভর্ণমেণ্ট সব সময় খবরাখবর রাখেন, তাদের লোক আসে। এটা অসত্য যে টাক্স ফোর্সের লোককে দিয়ে থানায় কাজ করানো হয়। যদি এদেরকে দিয়ে থানায় কাজ করানো হয় এবং কোন তদন্ত কার্য্য করানো হয় তা হলে আদালতে সেই মোকদ্দমা গেলে সেই মামলা মোকদ্দমা সঙ্গে সঙ্গে ডিস্মিস্ হয়ে যায়। যে কোন কেইসের তদন্ত কার্য্য টাক্স ফোর্সএর লোক যদি করে এবং টাক্স ফোর্সের যা দায়িত্ব তার বাইরে সেই মোকদ্দমা আইনের সামনে টিকবেনা। মাননীয় সদস্য তার এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৯৬।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ(মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৯৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সি আই হইতে ডি এস পি পদে প্রমোশানের ক্ষেত্রে এস, সি, এবং এস টি দের জন্য সংরক্ষিত পদগুলিতে উপযুক্ত প্রার্থী থাকা সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে পুরণ করা হচ্ছে না,

২) কবে পর্য্যন্ত এই পদ পূরণ করা হবে আশা করা যায়?

উত্তর

১) হাঁ,

২) অতি শীঘ্রই শুন্য পদগুলি পূরণ করা হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে হোম ডিপার্টমেন্টে

এস, সি, এস টিদের প্রমোশানের ক্ষেত্রে তাদের যোগত্য তাদের সিনিয়রিটি থাকা সত্বের হাবিলদার থেকে শুরু করে এ,এস আই থেকে শুরু করে এস,আই. সি, আই, ডি, এস, পি, তাদেরকে যোগ্যতা থাকা সত্বেও সময় মত প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পদগুলি অতি শীঘ্রই পূরণ করা হবে. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই এই সমস্ত পদগুলি কয়টি সি, আই, ডি, এস, পি, এডিশনাল ডি, জি, ও এডিশনাল এস, পির পদের জন্য এস সি, এস, টিদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক নয় যে সি আই থেকে ডি এস পি পর্যন্ত গ্রেড টু এস সি, এস টি করেকটি ক্ষেত্রে এস সি. এস টি নিয়োগ করা যায় নি বা প্রমোশান দেওয়াও যায়নি। তার প্রধান কারণ হল বিভিন্ন লোকের পক্ষ থেকে সিনিয়রিটি লিস্ট নিয়ে হাই কোর্টে কেইস চলছে, এবং হাই কোর্টের ডিসিশান না হওয়া পযন্ত কোন প্রমোশন হয় না । তথাপি আমরা এর মধ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইন্সপেক্টার থেকে সি আই এবং সি আই থেকে ডি এস পিতে আমরা প্রমোশন দিয়েছি। এখন আমরা হোম ডিপার্টমেন্টকে বলেছি যে, হাই কোর্টের রায়কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রমোশনকে আমরা এফেক্ট দিতে পারি ।

সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও যেহেতু রাজ্যের উচ্চ আদালতে কতগুলি কেইস রিট পিটিশন পেন্ডিং সেইজন্য তাহাদের ধীর পদক্ষেপে এগোতে হচ্ছে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে গত বৎসর ত্রিপুরা ১ম বেটেলিয়ান, ২য় বেটেলিয়ান ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। এস সি, এস টি দের নামগুলি স্পেশাল ড্রাইভ থেকে নাম স্পন্সার করার পরে টি এ পি, ২য় বেটেলিয়ান থেকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে ওয়ারলেস অপারেটার পোস্টে কিন্তু ওয়ারলেস অপারেটার পোস্টে ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে এপয়েন্ট মেন্ট লেটার ইস্যু করা হচ্ছে কনস্টেবল এবং পুলিশ এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ? এবং এটা হতে পারে কিনা ? যদি না হয়ে থাকে সে সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কিনা, এই তথ্য আমার হাতে আছে ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, যদিও প্রশ্নটা আলাদা তথাপি আমি উত্তর দিচ্ছি। ওয়ারলেস অপারেটার হওয়ার জন্য টেকনিকেল কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার আমি জানি না এই ঘটনাটি কতদূর কি টেকনিকেল রিকোয়ার্ড যেটা সেটা না থাকলে হবে না সেখানে গেজুয়েট হলেও দেওয়া যাবে না যদি টেকনিকেল কোয়ালিফিকেশন না থাকে। হয়তো বা তাদের সেই কোয়ালিফিকেশন নেই, সেইহেতু তাদেরকে সাধারণ কনস্টেবল পোস্টে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি এখানে বলেছি এস সি, এস টিদের স্পেশাল ড্রাইভ থেকে নাম দেওয়ার পরও তাদেরকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। তারা ইন্টারভিউ দিয়েছেন ওয়ারলেস

অপারেটারের জন্য কিন্তু এপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে সাধারণ কনেস্টবলে, এবং পোস্টের কোয়ালিফিকেশান ছিল বি,কম পাশ, বি এ, পাশ, ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ। এইগুলি মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা। যদি টেকনিকেল অসুবিধা হয় তাহলে আমার বক্তব্য নেই। যদি অসুবিধা হয়ে থকে, তাহলে কোন ইন্টারভিউতে তাহারা যোগ দিবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নের ধরণ দেখে আমার মনে হয় তারা যেহেতু বি কম, বি, এ, পাশ তাহারা ওয়ারলেস অপারেটারের জন্যই ইন্টারভিউ দিয়েছে। উদের একটা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, ২য় বেটেলিয়ানে কিংবা ১ম বেটেলিয়ানে নিয়ে নিয়ে যাতে করে উরা মিনিমাম যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ান এবং সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ানে বি, কম, পাশ, বি, এ, পাশ ছেলেদের ইনটারভিউ নেওয়া হচ্ছে, যাদের ট্যাকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন অথবা ডিপলমা নাই, তারা যাতে ওয়ারলেস অপারেটার হিসাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য তাদের একটা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে হয়তো বা কেউ কেউ কনস্টেবলও থাকতে পারে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল-- আমি জানতে চেয়েছিলাম যে এদের মধ্যে কাউকে কাউকে ওয়ারলেস অপারেটার হিসাবে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, বাকীদের কেন নেওয়া হচ্ছে না এবং তাদের মধ্যেও বি, এ, বি, কম পাশ আছে ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যখন দায়িত্ব নিয়ে বলছেন, তখন আমি এটা খুঁজ করে দেখব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্যগণ, প্রশ্নোত্তর পর্ব এখন শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B")

REFERENCE PERIOD

আজ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের নিকট হতে একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী আমি সেটি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে তাঁর রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটির বিষয়বস্তু হাউসের সামনে পড়ে শুনানোর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "ত্রিপুরা রাজ্যে ফিক্সড-পে কর্মচারীদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণ করার সম্পর্কে"।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন, আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এখনই এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য না রাখতে পারেন, তবে তিনি সময় চাইতে পারেন এবং কবে উনার বক্তব্য রাখবেন দয়া করে আমাকে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে এই বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী, আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

দ্বিতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা। তাঁর নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী সেটি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হাউসের সামনে পড়ে শুনানোর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ২৬শে মার্চ ডেইলী দেশের কথায় প্রকাশিত—"২৫শে মার্চ, ১৯৯২ ইং গণ্ডাছড়া আমবাসা সড়কে পুলিশের একটি গাড়ীতে উগ্রপন্থীদের গুলি চালোনোর ফলে এ, এস, আই, সহ ৫ জন আহত হওয়ার সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন, আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এখনই তাঁর বক্তব্য রাখতে না পারেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং কবে তিনি তার বক্তব্য রাখবেন দয়া করে আমাকে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০শে মার্চ এই বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে মার্চ এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আরেকটি উল্লেখ্য বিষয়ের একটা নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট হতে

পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটা হাউসে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্যকে নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—'গত ২৫শে মার্চ দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সদর উত্তরাঞ্চলে উপজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাপক জ্বর ও হামের প্রকূপে মৃত্যু ১২ শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।'

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০শে মার্চ এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী, মাখন লাল চক্রবর্তী, বিধুভূষণ মালাকার, ফৈজুর রহমান এবং চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো —'আগামী ৯ই এপ্রিল ১৯৯২ ইং টি, এন, ভি কর্তৃক আসাম আগরতলা রোড অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরোধ করার হুমকি সম্পর্কে।'

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর জবাব দেব আগামী ৩০/৩/৯২ ইং তারিখে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট হতে পেয়েছি। সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো— 'গত ১১ই মার্চ আনুমানিক রাত্র ৭—৩০ মিঃ সময় কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার অন্তর্ভুক্ত কচুছড়া বাজারে কতিপয় দুস্কৃতকারী কর্তৃক লুঠপাট ভাংচুর ও অগ্নি-সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।' আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি বিবৃতি দিতে আজ অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটা তারিখ বলতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০/৩/৯২ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

PANEL OF CHAIRMEN

মিঃ ডিপ্‌টি স্পীকার :—হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ১১ (১) নং ধারা মূলে আমি ৪ জন সদস্যের একটি প্যানেল অব চেয়ারম্যান, গঠন করেছি। প্যানেল অব চেয়ারম্যান-এর সদস্য মহোদয়দের নাম হলো : –

১। শ্রীরতনলাল ঘোষ,
২। শ্রীঅমল মল্লিক,
৩। শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,
৪। শ্রীকেশব মজুমদার।

General Discation on the Budget Estimates for the year 1992-93

মিঃ ডেপ্‌টী স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—'১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা (জেনারেল ডিসকাশান্ অন্ দি বাজেট এ্যাষ্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার (১৯৯২-৯৩)।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব, আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কে কতটুকু সময় পাবে তা আগে জানিয়ে দিলে ভাল হয়।

মিঃ ডেপ্‌টী স্পীকার :— তা জানিয়ে দেওয়া হবে। এখন আপনারা কে বলবেন তা বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার প্রথম বক্তব্য রাখবেন।

মিঃ ডেপ্‌টী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাজেটের জেনারেল

ডিসকাশানে অংশ গ্রহণ করতে যেয়ে প্রথমে বাজেট উপস্থিত করতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ এখানে রেখেছেন তার অংশ বিশেষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ এই ভাষণের একটি জায়গায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পি, ভি, নরসীমা রাও এবং অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং এর খুব প্রশস্তি করা হয়েছে। তাঁদের সুযোগ নেতৃত্বে এবং পারদর্শিতায় নাকি খুব অগ্রগতি হচ্ছে দেশের। স্যার, এই সরকার আসার পরে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ভারতবর্ষের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, স্ব-নির্ভরতার ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, এবং এমন কি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও যে নীতি অনুসরন করা হয়েছিল বর্তমান সরকার তা সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়েছেন, এবং বস্তুত-পক্ষে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট কি তৈরী হবে সেটা ওয়াশিংটনের নির্দ্দেশের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়। এইবার পার্লামেন্ট সেখানে বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আই, এম, এফ, থেকে ঋণ নেবার জন্য ২৫ দফা শর্ত মেনে নিয়ে সেটা আমাদের দেশের স্ব-নির্ভর অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এই সমস্ত শব্দ মেনে নিয়ে এখান থেকে টাকা আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে, দেশের শিল্পের ক্ষেত্রে, দেশের বানিজ্য নীতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনা হচ্ছে।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বাজেট ডিসকাশনে আলোচনার জন্য রুলিং পার্টি পাবেন,—১২৫ মিনিট, এবং অপজিশান পাবেন, ১০৫ মিনিট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সার্বভৌমকত্ব থাকবে কিনা এ নিয়ে তারা অত্যন্ত চিন্তিত। ল্যাটিন আমেরিকাতে কতগুলি দেশ আছে যারা ঋণের জালে জর্জ্জরিত। আজকে ভারতও অল্প সময়ের মধ্যে ঋণের জালে জরিয়ে যাবে। এর থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। যার জন্য আমাদের বিশিস্ট অর্থনৈতিকবিদরা দেশের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য কতগুলি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি তারা গ্রহণ করেন নি। তারমধ্যে—ডাইরেকট্ ট্যাকস, ভূমি সংস্কার, কালো টাকা উদ্ধার, আমাদের দেশে ৬০ থেকে ৭০ হাজার কোটি কালো টাকা আছে, সেগুলিকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে। তারপর সম্পদ কর এই সমস্ত কতগুলি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল যাতে করে আমাদের দেশকে অন্য দেশের নিকট থেকে অপমানজনক সর্তে ঋণ গ্রহণ করতে না হয়। কিন্তু তাঁরা এই সমস্ত সাজেশান গ্রহণ করেন নি। স্যার, আই, এম, এফ থেকে ঋণ নেওয়ার কুফলগুলি আমরা লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে ওরা বলে দিয়েছেন সরকারী অধিগৃহীত যে সমস্ত রুগ্ন সংস্থা আছে আস্তে আস্তে সরকারকে সেগুলি বন্ধ করে দিতে হবে অথবা বেসরকারী মালিকানায় সে-গুলিকে দিতে হবে। তার ভিত্তিতে ২৪৪ টার মধ্যে এ পর্যন্ত সরকার ৯৮ টাকে আইডেনটিফাই করেছেন

যেগুলি ক্রমশঃ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং এর ফলে ১০ লক্ষ শ্রমিক বেকার হবে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে। স্যার, বিশ্ব ব্যাংকের সর্ত্ত অনুযায়ী আমাদের দেশে বর্তমানে বাজেট অধিবেশন চলছে তার মধ্যে নূতন করে ট্যাক্স বসিয়েছে ৯৮৩ কোটি টাকা। রেল ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে ৬৬ কোটি টাকা। সমস্ত জিনিসের দাম আজকে আগুন হয়ে গিয়েছে। অপরপক্ষে আমাদের দেশে যে সব সাবসিডি দেওয়া হত কৃষি ক্ষেত্রে, যেমন—বীজ, সার, সেগুলি আজকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথবা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, ভারত সরকারের এমন আর্থিক নীতি নেওয়ার কারণ হচ্ছে আই, এম, এফ এর কাছে এমন ভাবে দায়বদ্ধ যে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ভারতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত মাল্টিনেশান্যাল করপোরেশানগুলি করতো ৪৯ পারসেন্ট আর ভারত সরকারের থাকত ৫১ পারসেন্ট। কিন্তু ইকুইটি শেয়ারের নামে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ৫১ পারসেন্ট শেয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ভারত সরকার। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমরা দেখেছি ভারত সরকার সামরিক দিক থেকে আমেরিকার সাথে এখন যুক্ত ভাবে মহড়া দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন সারা ভারতবর্ষের যে কোন রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে আগামী দিনে সম্পূর্ণ ভাবে আমেরিকার খপ্পরে যাবে এবং সেই পথেই এখন তারা অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেই সাথে ভারতবর্ষের সার্বভৌমকত্বও বিপন্ন করা হবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সার্বভৌমকত্বকে বিকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তুতি বা ফলশ্রুতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এটা একমাত্র তোষাজ করা ছাড়া আর কিছু নয়। সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে উদ্বিগ্ন, এই নীতির পরিবর্ত্তন করতে হবে। ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমত্বের পরিবর্তন করতে হলে এই নীতির পরিবর্ত্তন করতে হবে, তার জন্য সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। স্যার, এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন কোয়ালিটি গভর্ণমেণ্ট। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা এখানে উপস্থিত করেছেন, এই ইলেকশনের পর যে কোন এক মাসের একটা হিসাব আমি উপস্থিত করছি খুন হয়েছে ২৩টি, নারী ধর্ষণ ২৮টি, ৮টি অপহরণ এবং অস্ত্রচুরি, পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ যেমন আমপুরা, ধর্মনগরের শান্তিরবাজার ইত্যাদি এলাকায়। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সংবিধান অচল। ত্রিপুরা রাজ্য একটা অকোপাইড এরিয়া, যে এরিয়াতে ভোট হয় না। কালকেও এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন যে এখানে অবাধ নির্ব্বাচন হয়েছে। বিগত নির্ব্বাচনও নাকি অবাধ হয়েছে। বিধানসভার মধ্যে গলাবাজি করে কথা বলা যায় কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই নির্ব্বাচনের কথা জানেন। আমাদের দলের কথা ছেড়ে দিলাম, উনাদের নিজেদের দলের লোকও বলেছেন হাজার হাজার মানুষ ভোট দিতে পারেন নি। স্যার, শুধু এখানে নয় পাঞ্জাবে ভোট হয়েছে, ২১ শতাংশ লোক ভোট দিয়েছেন। সংখ্যা লঘিষ্ঠ সরকারকে সংখ্যা গরিষ্ঠ সরকার হবার জন্য এই ২১ পারসেন্ট ভোটের মধ্যে রিগিং করেছেন নরসীমা রাও সরকার। এখন শুনা যাচ্ছে জম্মু, কাশ্মীরেও নাকি ভোট

হবে কারণ সংখ্যালঘু সরকারকে আনতে হবে। পার্লামেণ্টে বসে সমস্ত কিছু হচ্ছে। আবার উনারই প্রস্তুতি গাওয়া হচ্ছে। স্যার, শুধু পাঞ্জাব, কাশ্মীরে নয় গত ২৬শে জানুয়ারী বি, জে, পি নেতা মুরালী মোহন যোশী উনাকে হেলিকাপ্টার দিয়ে নিয়ে সেখানে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। যারা রাম জন্মভূমি এবং বাবরি মসজিদ সাম্প্রদায়িক ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সরকারকে রাখতে চায় নরসীমা রাও সরকার। ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা যে আরও ভয়াবহ এখানে যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে একটা কথা আছে শিক্ষিত রেজিষ্টারড বেকার ২ (দুই) লক্ষ তাদের কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে।

আজকে এই বাজেট এর মধ্যে বেকারদের জন্য একটি কথা উল্লেখ আছে? শিক্ষিত বেকার ২ লক্ষের মত রেজিস্ট্রিকৃত বেকার তাদের কর্মসংস্থানের জন্য একটি কথা বলা নাই। বাজেটত গত বৎসরের চাইতে এবার বেশী ধরা হয়েছে। ওদের জন্য একটি কথা আছে? একটিও কথা নাই। জোট সরকার আসার পর একটি ইন্টারভিউ হয়েছে? আমাকে জনৈক শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ বিভাগের একজন অফিসার বলেছেন যে একবার যে জব ফর্ম নেওয়া হয়েছে সেই জব ফর্মের বাণ্ডিল খোলা হয় নাই, ধুলো পড়েছে। এই হচ্ছে সরকার। গ্রামীন বেকারদের কথা, জহর রোজগার যোজনা এস,, আর, ই, পি খাতে এইখানে গত বৎসরের অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। কত ম্যানডেইস হয়েছে? কার ঘরে গিয়েছে সেই টাকা? এই লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রামে গ্রামে টাউট, চেয়ারম্যান তাদের মধ্যে সমস্ত টাকা নিলি বন্টন করা হয়েছে। এই তথ্য প্রতিটা গ্রামের মধ্যে গেলে পাবেন। এই বাজেটের মধ্যে অনেক ভাল ভাল কথা বলা আছে, শিল্প গড়ে তোলা হবে বেসরকারী স্তরে। সরকারী স্তরে যে শিল্পগুলি আছে সেগুলির অবস্থা কি? ধর্মনগরে সুতো রং করবার যে কারখানা, নালকাটাতে যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এস্টেইট আছে সেগুলি সমস্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। টি, এস, আই, সি, সমস্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হয়ত ৫-৭টা চালু আছে। শুধু তাই নয় হস্ত শিল্প থেকে আরম্ভ করে তাঁতীরা ঘরে বসে যে তাঁত বুনত সেটাকে সাবসিডাইজ করে সুতোর ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবস্থা নাই। শিল্প সম্প্রসারণ করবে? স্যার, রাস্তাঘাটের ব্যাপারে উনারা বলেছে এই বৎসরে তারা ১৩০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামতি করবেন, ৫0 কিলোমিটার রাস্তা নতুন তৈরী করবেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে রাস্তাগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আছে এই ৪ বৎসরে সাড়ে চার বৎসরের ১ ফোঁটা মাটি পড়েছে? কোন সদস্য বলতে পারবেন? মার্কিং বিজনেস ছাড়া তাদের আর কোন বিজনেস্ নাই। আমাদের জানা মতে আগরতলার রাস্তাগুলি এবং তার আশেপাশের রাস্তাগুলির অবস্থা কি? স্যার, রিলিফের টাকা গত বৎসরে ৬ কোটি টাকার উপরে খরচ। সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্ট চেয়ে আরও টাকা চাওয়া হয়েছে। কি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী? প্রবল বাতাস, ঘুর্নিঝড়, আমরা জানিনা, ত্রিপুরা রাজ্যে ঘুর্নিঝড় হয়েছিল কিনা,

১ দিন হয়েছিল, প্রবল বাতাসে সব টাকা উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমরা যেন ত্রিপুরা রাজ্যে থাকিনা।

রিলিফের টাকা কোথায় যায়? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কত লোক বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাতে আমার হাতে অন্ততঃ ১০০ পরিবারের নাম আছে। ছামনু এলাকা থেকে বাংলাদেশ গিয়ে রিলিফ ক্যাম্পের চাল, গম খাচ্ছে। শুধু এইখান থেকে নয়, ওখানে ধর্মনগরে ভাণ্ডারী মা ১১৭ পরিবার, মনুছৈলেংটা গাঁওসভা থেকে উচ্ছেদ, রইস্যাবাড়ী, গণ্ডাছড়া কোথায় নয়। কোন্ জমানাতে ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে ট্রাইবেলরা গিয়ে বাংলাদেশে রিলিফ ক্যাম্পে বসে তাদের রিলিফের টাকা খেতে হয়েছে এবং চাউল, গম খেতে হয়েছে? আজকে এই রকম পরিস্থিতি এই জোট রাজত্বে। কালকে মন্ত্রী দ্রাউকুমার রিয়াং অনেক কথা বলেছেন, শুনেছিও আমরা। আজকে এই টাকাগুলি নয়ছয় করা হচ্ছে। বাতাসে সমস্ত রিলিফের টাকা উড়িয়ে নিয়ে গেছে। একটা লোক রিলিফের টাকা পায়? একটা পয়সা পায়? এই সদরের মধ্যে কাগজ বেরিয়েছে সন্তোষ জমাদার পাড়াতে ২১ জনের মৃত্যু কিছুদিন আগে। ছামনু বা অন্যান্য এলাকার মধ্যে, ধর্মনগর বা অনান্য এলাকার মধ্যে না খেয়ে মরেছে, আন্ত্রিকে মরেছে তাদের কথা ছেড়েই দিলাম। স্যার, মিড্-ডে মিল তারা বলেছেন গত বৎসরে ৪ কোটি টাকার উপর খরচ করতে পারেননি। একটা সরকার বাচ্চাদের খাবার যেখানে দেয় না, হাসপাতালে রোগীদের ১ দিন সপ্তাহে মাছ বা মাংস দেয়না যে সরকার, সেই সরকার কি বলতে হবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকার?

স্যার, আমি বলছি বিধায়ক নৃপেন চক্রবর্তী, সমর চৌধুরী ও রুদ্রেশ্বর দাস ১৯৮৯ সালে ১৮শে অগাষ্ট জানতে চেয়েছিলেন যে দেড় বছরের জোট সরকার কতগুলি গাড়ী কিনেছে, জবাব মিলেছে দেড় বছরে ১৯৮৯ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে ১৩০টা গাড়ী কিনা হয়েছে এবং তাতে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৫৬ টাকা, এইটা এই বিধানসভার জবাব। আর সেদিন শুনলাম যে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকায় সমস্ত গাড়ীগুলি ভাড়া করেছে, তার ভাড়া বাকী আছে। বাজেটের মধ্যে প্রায় প্রতিটি দপ্তরে পারসেস অফ্ ভেহিক্যাল লেখা আছে, তা এই গাড়ীগুলি কি হয়, কার টাকা দিয়ে এগুলি কিনা হয়, কারা চড়ে এই গাড়ীগুলিতে? শুধু মন্ত্রীরা নয়, মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো কার চলে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এন্টি সোশালরাও গাড়ী চড়ে, তাদের জন্য এই সমস্ত গাড়ী, তাদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা যায়, আর মিড ডে মিলের জন্য টাকা বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও সেই টাকা অন্য খাতে খরচ করে বাচ্চাদের খাবার দেওয়া হয়না। হাসপাতালের রোগীদের ঔষধ দেওয়া যায় না, মাছ মাংস এক দিনের জন্যও দেওয়া যায় না। এই হচ্ছে কোয়ালিটি সরকার। আবার এখানে বনায়ন বলা হচ্ছে, কালকে দ্রাউ বাবু বলছেন যে সমস্ত এন্টিসোশাল বা কংগ্রেস কর্মীদের অন্যভাবে সাহায্য করা যায় না, তাদের বলা হয়েছে এই জঙ্গল ছাপ করে দাও। এই সমস্ত মূল্যবান গাছ সব গেছে বাংলাদেশে পাচার হয়ে। আঠারোমুড়া বড়মুড়ার সামনের

দিকে কিছু গাছ আছে। প্রত্যেকটা সাবডিভিশানে স্যার, আবার বলছেন এই অবস্থার মধ্যে শিল্প গড়ে তুলবেন ওরা, যত কিছু আসে সব বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই সরকারটার আপদমস্তক দুর্নিতিতে নিমজ্জিত। তাদের জনগণের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য আরও অনেক বেশী টাকা দরকার। আরও বেশী টাকা বরাদ্দ আসলে আমরা খুশী হতাম এবং সেই টাকা যথাযথভাবে গরীব মানুষের জন্য ব্যয় হচ্ছে কিনা। ১৯৮৭-৮৮ সালে তারা যখন সরকারে আসল তখন ১৪৪ কোটি টাকা প্ল্যান পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ছিল। এবার হচ্ছে ২৮২ কোটি টাকা, ডবল করেছেন। অথচ সারা বছরে কোথাও কোন নুতন কিছু দেখা যায় না, বাজেটেও নূতন কিছু করছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন কোন কেইস নাই সেটা তারা করেছে, যা করা হয়েছিল সেগুলিও কিছু নেই। একটা রাস্তা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে গেছে বলতে পারেন। এই কয়দিন অনেক বক্তব্য করেছেন আমরাও শুনলাম তো, তাতে একটা নূতন প্রজেক্ট করার কথা বলতে পারছেন, না করতে পেরেছেন, যেগুলি ছিল, সেগুলিকে নষ্ট করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে পরিস্থিতির মধ্যে স্যার, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করতে চাই না, আমার অন্যান্যরাও বক্তব্য রাখবেন। স্যার, আজকে সবচেয়ে বেশী শোচনীয় অবস্থা হচ্ছে ট্রাইবেলদের, আজকে তাদের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না, কোন স্কুল, কোন রাস্তা, কোন কিছুই হচ্ছে না। আজকে তাদের মধ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য তাদেরকে পুলিশ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে, পুলিশ মঞ্জুরী দিয়ে কি সমস্যার সমাধান হবে। তাদেরকে রক্ষার প্রশ্ন যেখানে রয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য জনক ব্যাপার হলো স্যার, আজকে পাহাড় অঞ্চল থেকে জুমিয়ারা দলে দলে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে, মিজোরামে চলে যাচ্ছে। শত শত পরিবার চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে সেখানে রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়েছে। স্যার, আজকে পাহাড়ে পানীয় জল নেই, খাদ্য নেই, কাজ নেই, অথচ কতকালেই এখানে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েতে নাকি অনেক এসেস্টস্ করা হয়েছে এই এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, এর মাধ্যমে সেই এসেস্টস্ কোথায় খোঁজে বের করতে পারবেন না। একটা এসেস্টস্ও তৈরী করা হয় নাই। আজকে ট্রাইবেলদের যদি কাজের ব্যবস্থা করা হতো তাদের কৃষ্টিকে তাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা থাকতো এই বাজেটের মধ্যে তাহলে ট্রাইবেলদের রক্ষা করা যেত, ত্রিপুরার গরীব মানুষকে রক্ষা যেত, না কিন্তু সেটা করা হয়নি। আজকে এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে যদি ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করা না, যায় ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে এই বাজেটকে সমর্থন করা যায়। কাজেই আজকে তাদের গণতন্ত্রকে ধ্বংসের নীতি, ডেমোক্রেসীকে ধ্বংসের নীতি ওরা নিয়েছেন, সেই নীতির বিরোধীতা করে এবং এই বাজেটে যে অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা গতবার যেমন হয়েছে তাদের গোষ্ঠির

উন্নতির জন্য তাদের আত্মসাতের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এইবারও সেটা তারা করবে এই আশংকায় আমি এই বাজেটেকে সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২০শে মার্চ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯২-৯৩ইং আর্থিক সনের যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন সেই বাজেটের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

এই বাজেট ত্রিপুরার গরীব মানুষের কথা চিন্তা করে গরীব মানুষের কল্যাণার্থে এবং দরিদ্র ও বুভুক্ষু মানুষের কল্যাণকল্পে তৈরী করা হয়েছে।

এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ বাবু এই বাজেটের উপর যে বক্তব্য রেখে গেছেন আমি মনে করি যদি ত্রিপুরার সমস্যার দিক থেকে, ত্রিপুরার উন্নতির দিক থেকে এই বাজেটকে উনি দেখতেন এবং বক্তব্য রাখতেন তাহলে এই বাজেটকে সমর্থন করতেন। কিন্তু উনার বক্তব্য শুনে মনে হয় উনি উনার বক্তব্য, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রেখেছেন।

আজকে যে সমস্ত জিনিসের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে। স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে উনি যে যে পয়েন্টের উপর বক্তব্য রেখেছেন সেই বিষয়গুলির উপর এই বিধানসভায় বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নোত্তরের সময় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই পয়েন্টগুলির মধ্যে হচ্ছে হাসপাতালগুলিতে মাছ-মাংশ না দিয়ে নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। এই সম্পর্কে তো আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিধানসভায় বিভিন্ন সময়ে মাছ-মাংসের চেয়ে নিরামিষ খাদ্য যে অধিক ফুড ভেলিউ রয়েছে সেটা আলোচনা করেছেন। এখন সেটাকে আবার বিতর্কের মধ্যে এনেছেন। আসলে উনাদের বক্তব্য রাখার মত কিছুই নেই।

(নেপথ্যে **শ্রীসুনীল চৌধুরী :** আপনি বেশী নিরামিষ পছন্দ করেন নাকি ?)

শ্রীঅমল মল্লিক : সেটা মাননীয় সদস্য সুনীলবাবুই বুঝতে পারবেন। কারণ উনি যে স্বাস্থ্য করেছেন সেটা গরীব লোকদের কথা সামনে বলে পেছনে তাদের সমস্ত কিছু আপনারা লুঠেপুটে খাচ্ছেন এবং এরফলে আপনার এই সুন্দর স্বাস্থ্য।

কাজেই স্যার, উনাদের যে বক্তব্য রাখা হচ্ছে সেটা কেবলমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই রাখছেন। তাই আজকে বলতে হয় যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত কিছু অবনতি হয়েছে তার মূলে রয়েছে মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ আমরা দেখেছি ওদের রাজনীতির মূল কথা হচ্ছে, যারা-

দাবি করতে হবে, খুন করতে হবে, অফিস দখল করতে হবে—এইটা ১৯৭৭ সালের আগে ত্রিপুরাতে ছিল না।

এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ রাজনীতি করতে গেলে মারা-মারি হবে, মিছিল আক্রান্ত হবে, দলীয় কর্মীরা জেলে যাবে. তাদর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামল সাজানো হবে. এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আগে জানত না। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শিখেছেন ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে বামফ্রন্ট আমলে।

ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের নিজের পরিবারের মত রক্ষা করতেন. সেই বনকে নষ্ট করার কাজ কখন শুরু হয়েছে? কিন্তু আমাদের আমলেও বলব না যে আমরা সমস্ত বনাঞ্চলকে রক্ষা করতে পারছি ঠিক ভাবে। বা বে-অইেনী গাছ কাটা হচ্ছে না সেটাও আমি বলব না। হচ্ছে, কিন্তু অনেক কম, কেন? কারণ সেটা বন্ধ করার টেনডেন্সি আমাদের সরকারের আছে, কিন্তু সেই ধ্বংসের ফিতা কে কেটেছিল সেটাই আজকে বিচার্য বিষয়, এটা আজকে তাদের কাছে জানতে চাই, তাদের বিবেকের কাছে সেই প্রশ্নই করতে চাই। তারা যদি ফরেস্ট রক্ষা করার জন্য চেস্টা করতেন, তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই অবস্থা হত না। ফরেস্টের বে-আইনি কাঠ নিয়ে আমাদের মন্ত্রীরা ধরা পড়েন না, উনাদের বনমন্ত্রী ধরা পড়েছিলেন। আরবের রহমানের বাড়ি থেকে বে-আইনি কাঠ উদ্ধার করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ উদ্ধার করা হয়েছিল। আজকে উনারা সেটা ভুলে যাচ্ছেন। উনাদের কৃত কর্মের জবাব উনারা দিতে পারছেন না।

স্যার. সেদিন উনারা এখানে বলছিলেন যে টি, এন, ভি চুক্তি রূপায়িত হচ্ছে না। উপজাতিদের সর্বশান্ত করে দেওয়া হয়েছে। উপজাতিদের উন্নয়নকে ব্যহত করা হচ্ছে। একটা কথা বলতে চাই যে উপজাতিদের অনেক সমস্যা থাকতে পারে এবং আমরাও সব সমস্যার সমাধান করতে পারি নাই। কিন্তু আমরা কিছু করেছি এবং আরও করার ইচ্ছা আমাদের সরকারের আছে। কৃষি-শিক্ষা সর্বত্র তাদেরকে ঢুকানো হচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি যাতে তারা দেখতে পারে তার জন্য এই সরকার তাদেরকে সুযোগ করে দিচ্ছেন বাইরে পাঠিয়ে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা জাতীয়তাবাদী দল। আমাদের প্রাণবায়ু হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। উনাদের সিদ্ধান্ত হয় পলিটব্যুরতে—যেটা হচ্ছে ক্রিয়েট কেওয়াস-ক্রাইসিস্। এই পলিসি নিয়ে উনারা চলেন।

আজকে আমাদের শিক্ষার প্রসারের চেস্টা চলছে। জাতি উপজাতিদের সম্পর্ক কিভাবে ঠিক রাখা যায় সেই চেস্টা চলছে। উপজাতিদের অগ্রগতির চেষ্টা চলছে। আর উনাদের ষাটের দশকের

ইতিহাসটা দেখুন স্যার। তাহলে দেখতে পাবেন ল্যাম্প-প্যাক্স লুট করেছিল কে ? মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকরা। তারপর ক্ষমতায় ঢুকেই উনারা উপজাতিদের মধ্যে অস্ত্র তুলে দিলেন। কারন তাদের হাতে শিক্ষার সুযোগ না পৌঁছে। তাদের উন্নয়ন যাতে ব্যহত হয়। এখন আবার এ, টি, টি, এফ. তৈরী হয়েছে, সন্ত্রাস করার জন্য। তাদের আমলে গঠণ করেছিলেন শান্তি বাহিনী বা শান্তি সেনা। গণতন্ত্র যদি মেনেই থাকেন তবে কেন আবার শন্তি বাহিনী ? তাদের কাজটা কি ছিল ? আজকে এখানে যারা আছেন, এক সময় তারাই কেউ কেউ শান্তি বাহিনীর কমাণ্ডার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ইত্যাদি ছিলেন। আমার জানা নেই শান্তি বাহিনী গত দশ বছরে আপনাদের আমলে একটিও ত্রান-কার্যে অংশগ্রহণ করেছিল কিনা ?

আপনারা যখন দশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তখন এই শান্তি সেনা কয়টি ত্রাণ ব্যবস্থায় অংশ নিয়েছিল ? ত্রিপুরা রাজ্যে যে, বড় দাঙ্গা হয়ে গেল সেই দাঙ্গায় শান্তিসেনার কি ভূমিকা ছিল ? আপনারা হলেন শান্তিসেনার সৃষ্টিকর্তা, আপনারা ওদের রক্ষনা বেক্ষন করেন। কাজেই স্যার, এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিরা সব সময় একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রাখবে এটা তাদের ধর্ম। এটা তাদের পলিসি। গতকাল বিধানসভার মধ্যে মাননীয় বিরোধী দলের চীফ্ হুইপ তুলতে চেয়েছিলেন যে, আসাম আগরতলা রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, একটা কিছু করা দরকার, কেবা কারা নোটিশ দিয়েছে ? কিন্তু এখন পর্যন্ত রাস্তা খোলা। যদি উনি দায়িত্বশীল হতেন তাহলে আলোচনা করে সমাধানের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি। কে বা কারা নোটিশ দিয়েছে এই নিয়ে একটা বিরাট হাল্লা-চিল্লা করেছেন অনেক চিৎকার করেছেন। তাদের এই চিৎকার-এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি করা যায়, যার কসাঘাত গিয়ে যেন সাধারণ ভোক্তাদের উপর পড়ে ওনারা সেই চেষ্টা করেছেন।

স্যার, বাজেটের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মার্কসবাদী কম্যুউনিষ্ট পার্টির শাসনে আমরা দেখেছি, ওনারা শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। কারা সেই শিক্ষক ? যারা শান্তি সেনার কমাণ্ডার, তারাই শিক্ষক। মানে মালিক একটা ভাল ভাতা ৮০ টাকা ১০০ টাকা পাইয়ে দেওয়া, এবং সেটা যাবে সরকারী কোষাগার থেকে। কাজ কি ? মাথায় লাল টুপি দিয়ে হাতে লাল ফিতা বেধে লাঠির মাথায় লাল ফিতা বেঁধে গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ এর উপর সন্ত্রাস করা খুন করা জখম করা এই ছিল কাজ।

আজকে আমাদের এই জোট সরকার আসার পর স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের ৪৮টি গ্রামকে নিরক্ষর মুক্ত করে ঘোষনা করা হয়েছে, এবং নিরক্ষর থেকে যারা স্বাক্ষর জ্ঞান হয়েছে তাদের জন এই বাজেটের মধ্যে বয়স্ক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার জন্য বাজেটে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্যার, ওনারা এটা

চান না। ওনারা চান ত্রিপুরা রাজ্যের যারা নিরক্ষর মানুষ তারা যাতে অক্ষর জ্ঞান না হয়, আর স্বাক্ষর-হীন যারা তারা যেন স্বাক্ষর করতে না পারেন। এই জন্য ওনারা বাজেটের বিরোধীতা করছেন।

স্যার, তারপর আই. সি. ডি. এস. যে প্রজেক্ট, করুণ অবস্থা আমরা দেখেছি। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির শাসনে আই. সি. ডি. এস. (সেণ্ট্রাল প্রজেক্ট) যে প্রজেক্ট সেখানে নিয়োগ করার কথা ছিল গ্রামের বধূদের, গ্রামের বোনকে, মাকে যারা নিজেদের সংসারেও কাজ করবে পাশাপাশি সেবা-মূলক কাজ করে কিছু অনারিয়াম পাবে। কিন্তু ওনারা নিয়োগ করেছেন কাকে ? ঐ বি, এ, পাশ বোনকে বি, এ, পাশ বধূকে এই রকম ভাবে নিয়োগ করেছেন আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পে ওয়ার্কার হিসাবে। আজকে আমাদের সরকারকে ভোগ করতে হচ্ছে এইগুলি। আজকে সেই জায়গায় আরও নতুনভাবে ৬টি ব্লকে এবং আগরতলার পৌরসভাকে এই আই. সি. ডি. এস. প্রকল্পের আওতায় এনে ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া এবং গ্রামের শিশু কল্যাণ, শিশু মৃত্যু এই সমস্ত কিছু জিনিসকে রোধ করার জন্য আজকেএই সমস্ত প্রজেক্ট ত্রিপুরায় হচ্ছে। এই জিনিষটা ওনারা চান না স্যার, এই জন্য ওনারা বাজেটের বিরোধীতা করছেন। স্যার গ্রামীণ বিকাশের জন্য আর. ডি, যে আর. ডির, মাধ্যমে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা উন্নয়নের জোয়ার আনতে পেরেছে। অনেক সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারিনি. ওনারা চিৎকার করেন এই বিধানসভায় এবং বিধানসবার বাইরেও। আমবা এস. আর, ই, পি, এবং এন, আর. ই, পির টাকা মেরে দিচ্ছি শেষ করে দিচ্ছি এই চিৎকার করেন। হ্যাঁ স্যার. আমরা একটা কথা বলি সেই জিনিষটা হল আমরা এস, আর. ই, পি, এবং এন. আর, ই পির কাজ দলবাজীর নামে কুপন বিলি করি না। জহর রোজগার যোজনার টাকা মিছিলের জন্য ব্যয় করা হয় না। জহর রোজগার যোজনার টাকা পার্টির তহবিল বাড়ানোর জন্য ব্যয় করা হয় না। আজকে এমন কোন গ্রাম নেই. যেখানে এই জহর রোজগার যোজনার টাকা দিয়ে নতুন কালবার্ট, নতুন পুল এবং নতুন বিশ্রামাগার করা হয়নি। এই জহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে এই সমস্ত করা হয়েছে। আমরা বলি যে, দরকার হলে আপনারা আমাদের সঙ্গে চলুন দেখতে পারবেন। আপনাদের আমলে কয়টা হয়েছিল ? আমরা দেখতাম মাঝে মাঝে ২-৩শ লোক একদিন কাজ করছে। এই কাজের নমুনা দেখলে বুঝা যেত যে. আজকে একটা মিটিং আছে। আর মিটিং থাকলে বুঝা যেত আজকে এস. আর, ই, পির কাজ হবে। জনসাধারণ আমাদের এসে বলত যে, আজকে কাজ হবে, আজকে মিটিং আছে। আর বলত মিটিংয়ের শেষে টাকা নিতে হবে রাত্রি ১২টার সময় মা বোন সবাইকে লাইন ধরিয়ে টাকা দিত। এইভাবে হয় না স্যার, কাজের গোড়াতেই টাকা দিতে হয়। আমাদের সময় রাত্রি ৮টা, ৯টা, ১০টা বাজানো হয়নি স্যার।

উনারা এর প্রতিবাদ করছেন, কারণ উনারা এইসব সহ্য করতে পারছেন না। আমাদের এই গুলি উনাদের সহ্য হচ্ছে না। পাকা রাস্তা হবে, পাকা কালবার্ড হবে, লোকজন চলাচল করতে পারবে, তাই উনারা মানতে পারছে না। আমরা আর ডি এর মাধ্যমে এল আই জি এস ল্যার ইনকাম গ্রুপেই ডাবলিও, এস, অর্থনৈতিক ভাবে উইকার সেকসান যারা তাদের বাড়ী করে দেওয়ার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখন এক বৎসর সময়ের মধ্যেই তারা ঘর তৈরী করার জন্য টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। আগে আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট আমলে ওরা টাকা দিতেন কয়েক কিস্তিতে তাও কয়েক বৎসর লেগে যেত এবং তাও ১০ জন এর টাকা ভাগ করে ১০০ জনকে দেওয়া হত। তার জন্য এই ১০০ টা ঘর তৈরি হত না। তাদের টাকা আসতে লাগত তিন বৎসর। তিন বৎসর পর ঘর তৈরি করতে আরো লেগে যেত কয়েক বৎসর। উনাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ঘর যাতে না হয়, অথাৎ ঘর তৈরী করার দরকার নেই। টাকা দিয়েছি রাজনৈতিক ফায়দা লুটা দরকার। রাজনৈতিক মুনাফা লুটা দরকার। এই রাজনৈতিক মুনাফার লক্ষ্যে উনারা এই সব করতেন। আমি ঐ কমিটিতে সদস্য ছিলাম, আমি দেখেছি যে প্রথম বৎসর সাউথ ত্রিপুরার মধ্যে ৫০০ লোককে এল, আই. জি, এস. এর সেংসান দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ডি, এম সাহেবকে বলি যে বামফ্রন্ট আমলে দেখলাম যে ৫০০ জনকে দেওয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে বলেছেন যে মাত্র ৪০ জন দেওয়া যাবে, ঘটনাটা কি ? তিনি বলেছেন স্যার, উনারা ৪০ জনের টাকা ৫০০ জনকে ভাগ করে দিয়েছেন। এই ৪০ জনের টাকায় ৫০০ জন ঘর পেতে গেলে পাঁচ বৎসর লাগবে। চার বৎসর আগে তারা পুরো টাকা পেতে পারবে না আমরা বলি না ১ বৎসরে যেন দুই তিন কিস্তির মধ্যে পুরো টাকা পেয়ে ঘর করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য। স্যার উনারা টাকা দিয়েছেন ঘর কিন্তু একটিও হয়নি টাকা দিয়েছেন মিটিং কর, মিছিল কর দাঙ্গা কর, হাঙ্গামা কর, এই ছিল তাদের পলিসি। আজকে আমরা এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ব্যাপক কার্য্যক্রম শুরু করেছি এবং প্রতিটা গ্রামে ২, ৪, ৫, ১০ জন করে এই স্কীমের সুযোগ পেয়েছেন। এই সব সুযোগ এই বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে করা হয়েছে এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। বিরোধীরা সমর্থন করছে না কারণ উনারা দেখছেন যে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এটাই এদের জ্বালার কারণ স্যার। এই সভায় উনারা চিৎকার করছেন, জাতি উপজাতির মধ্যে সমস্যা দেখাচ্ছেন এবং এ, ডি, সি এলাকায় অনু-প্রবেশ ঘটছে বলছেন। আমরা যখন উনাদের আমলে এই পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা বলতাম তখন উনারা সেই সব কথা গা করতেন না। উনারা তা হিসাবের মধ্যেই আনতেন না স্যার, আজ আপনারা বাস্তব অবস্থাটা বুঝুন সরকারে থাকতে কি করেছিলেন। এখন তার কিছুটা প্রতিফলন আপনারা ভোগ করছেন, এটাই বাস্তব সত্য। কংগ্রেস বা টি, ইউ, জে, এসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এটা আপনাদের কুকর্মের ফল। বিভিন্ন জায়গায় আমরা পঞ্চায়েত ইলেকসন করতে গিয়েছি স্যার, এই পঞ্চায়েত ইলেকসানে দেখা যায় এক এক গ্রামকে সংযোজন করা হয়েছিল পঞ্চায়েতে, সেখানে দেখা

যায় যে ৪০০ লোক দিয়ে ১ জন মেম্বার আর ২২ জন লোক দিয়ে ২ জন মেম্বার করা হয়েছে। অবজেকশান দেওয়ার তারিখ ঝুলিয়ে দেওয়া হল, আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম এটা আগেই শেষ হয়ে গেছে। আর কোন প্রতিবাদ করার সুবিধা নেই স্যার। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের বাজেট। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের প্রগতির বাজেট, তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (পাণিসাগর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকার যে বিরাট বাজেট প্রস্তুত করছেন যদিও অনেক টাকা জনগণের স্বার্থে খরচ করার জনগণের স্বার্থে কাজে লাগানোর নজিরে থাকত তাহলে এই টাকা কেন আরও বেশী টাকা হলেও তাকে সমর্থন করতে পারতাম। কিন্তু ইতিহাস কি স্যার, গত চারটি বাজেট জোট সরকার করেছেন কেউ বলতে পারবেন গ্রামের মানুষ এর থেকে কোটা পেয়েছেন। সমস্ত উপরতলার লোক যারা ধনী সম্পদশালী তারা এটা ভোগ করেছেন। ৯০ ভাগ মানুষ এই বাজেট থেকে বঞ্চিত। তাদের কাছে বাজেটের কোন কোটা পৌঁছেছে। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি স্যার, এই যে খাতে ১৬.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, শিক্ষা খাতে খুব বেশী নয় কিন্তু এটা ঠিক সমস্ত পাহাড় অঞ্চলে স্কুল ঘর নেই। সেখানে ছাত্র বসবার কোন জায়গা নেই, শিক্ষক বসে ক্লাস নেওয়ার কোন সুযোগ নেই, বিস্তির্ণ খেদাছড়া থেকে দামছড়া পর্যন্ত সমস্ত এলাকার মধ্যে এমন কি কাঞ্চনপুরে মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউবাবু আছেন উনার আশে পাশে যে সমস্ত জায়গায় উনার বন্ধুরা লুটপাট করল মনু ছৈল্যাংটার সেই গ্রামের যে প্রাইমারী স্কুলটা সেই স্কুল ঘর শুন্য পরে আছে, ঘরের মধ্যে কোন ব্যাঞ্চ নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই শুধু চালটা পরে আছে। একটা ছাত্র পর্যন্ত সেই স্কুলে যেতে পারে না। আপনারা এ টি টি এফ কে দোষ দেবেন না আপনাদের টি এন ভি ঐ এলাকার সমস্ত মানুষকে বিতারিত করছে। মিছিমিছি এই অজুহাত না দেখাতে আপনাকে আমি অনুরোধ করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য ৩৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এখানে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এক একটা হাসপাতালে গিয়ে দেখুন স্যার, যদি কোন দুরারোগ্য ব্যাধি গ্রস্ত কোন রোগী থাকেন তাকে ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর স্থানান্তর করা এবং আগরতলায় স্থানান্তর করার কোন উপায় নাই, হয় গাড়ীর তেল নেই, নয় ড্রাইবার নেই, এই সব কারণে রোগীকে স্থানান্তর করা যায় না। এইভাবে কত রোগীর অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এত কোটি কোটি টাকা কেন ধরা হয়েছে? একটা ব্যাণ্ডিজের এক টুকরা কাপর হাসপাতালে পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা গ্রামে একটা টেবলেট দিতে পারে না। সাধারণ লোকের জন্য তারা ঘোরাঘুরী করছেন, গ্রামের লোকের

কাছে তারা গালি খাচ্ছে। এই টাকা মানুষের জন্য রোগীদের জন্য খরচ না করে লুটপাটে যাচ্ছে। কাজেই কেমন করে আমরা এইসব সমর্থন করব। এখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী আছেন, যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই খেদাছড়া তে এবারও কোন হাসপাতাল করার পরিকল্পনা নেই। এর চেয়ে দুর্গম অঞ্চল এর চেয়ে ট্রাইবেল অধ্যোষিত অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় নাম করুন দেখি। চার বৎসর ধরে আমরা চিৎকার করছি সেখানে একটি হাসপাতালের জন্য। এখানে মন্ত্রী আছেন উনার চিকিৎসার জন্য দশদাতে দরকার নেই। ঐ দশদাতে ৬ বেড্ অথবা ১০ বেড্ একটা হাসপাতাল করা যায় না। কেন উনি করবেন উনার সমস্ত সুযোগ সুবিধা এখানে আগরতলায় আছে। সুতরাং দশদার জন্য ত কোন চিন্তা নেই। ধর্মনগরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা শনিছড়া সেখানে একটি হাসপাতাল করার জন্য মানুষ বার বার দাবী করছেন বিস্তির্ণ এলাকায়, ঐদিকে দামছড়া থেকে ধর্মনগরের ভিতরে কোন হাসপাতাল নেই। একটা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। কেন সেখানে ৬টা বেডের একটা হাসপাতাল করা যায় না ?—সেটা তো একটা হালাম এবং অন্যান্যউপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, সেখানে প্রয়োজনে এক ফোটা ঔষধ পাওয়ার সুযোগ নাই। তাহলে এই টাকাটা স্বাস্থ্য দপ্তর কোথায় খরচ করবে ? আমার তো মনে হয় সামনে যে নির্বাচন আসছে, তার জন্যই এই ব্যয় বরাদ্দটা ধরা হয়েছে। কাজেই এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। তারপর গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে ২৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী কি জানেন যে কাঞ্চনপুর ব্লকের অধীন হাজার হাজার পরিবার রাম কলা আর বন্য আলু খেয়ে জীবন যাপন করছেন —সেই রাহুল চড়া আর ভাল্লুক চড়ার মতো জায়গাতে। এসব আগাছা খেয়ে সেখানকার মানুষগুলি অসুস্থ হয়ে পড়েছে, অনেককে খাড়া করে হাসপাতালে আনতে হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আরও ৫ মিনিট বলার সুযোগ পাবেন। এখন বেলা ১টা বাজে। কাজেই, এই সভা বেলা ২টা পর্যান্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS—AT 2-00 P.M.

মিঃ উপধ্যাক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার অর্ণস্প বক্তব্য শুরু করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট ভাষণ রেখেছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যে ২৫ কোটি টাকারও বেশী ধরা হয়েছে তাতে দুর্গম অঞ্চলের কোন উন্নতি হবে না। কারণ আমাদের এখানে রূপাজয় রিয়াং টি, ইউ, জে, এসের নেতা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। মনু ছৈলেংটাতে টি, ইউ, জে, এসের যে উন্নয়ন কমিটির সদস্য তারা বাড়ী ঘরে থাকতে পারছে না। তারা

কাঞ্চনপুরে ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে রয়েছে। তাদের জন্য সরকার এক পয়সা দিয়েছেন? আপনারা নিজেদের উন্নয়নের জন্য এই সব করছেন। পূর্ত দপ্তরের জন্য একটা বিরাট অঙ্ক এখানে ধরা হয়েছে। এই যে ধর্মনগর বাগপাশা রাস্তাটা তাতে একটা রিক্সা চলে না। সমস্ত রাস্তাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের ধর্মনগর কদমতলা রাস্তায় দুই তিনটা ব্রীজ আছে। বছরে দশ এগার বার মেরামত করা হয়। রাত্রির অন্ধকারে ব্রীজের কাজ করা হয়। শিমুল কাঠ লাগিয়ে তাতে রং করা হয়। এইভাবে টাকা লুটপাট করা হচ্ছে। জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই সব কাজ হচ্ছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরে এত টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু অঙ্গনাদি স্কুলগুলির কি অবস্থা? ইছাই লাল ছড়াতে একটা অঙ্গনাদি স্কুল আছে। এটার জন্য ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। এই টাকা চেয়ারম্যান তার মেয়ের বিয়েতে খরচ করেছে। একটা সেলাই মেশিন দিয়েছিল, একটা টি, ভি, দিয়েছিল এগুলি চেয়ারম্যান তার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক হিসাবে দিয়েছে। এই সমস্ত লোকদেরকে শাস্তী দেন। ধর্মনগরে সরলা চা বাগান সেখানে হিন্দুস্থানী কিছু শ্রমিক কাজ করতো। সেখানে একটা বালোয়াড়ী স্কুলের ঘর নেই, শিক্ষক নেই। কাদের জন্য এত টাকা ধরা হয়েছে? ভারতপুরে সোনাই ছড়ি সেখানে বালোয়াড়ী স্কুলের জন্য প্রতি বছর টাকা ধরা হচ্ছে।

কিসের জন্য টাকা ধরেছেন? প্রতি বছর এই ভাবে টাকা ধরা হচ্ছে। কিন্তু ঐ টাকা কাদের জন্য খরচ করা হচ্ছে? এইখানে ও, বি, সি. এর জন্য ৯০ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। ও. বি, সি, কারা? আগে চিহ্নিত হউক ও, বি, সি, কারা। ঐ শ্যামাচরণ কমিটি যাদের সুপারিশ করেছেন তাদের মানলে ৯০ লাখ টাকা কেন ৯০ কোটি টাকা ধরলেও আমাদের আপত্তি নেই। তাদের চিহ্নিত করে, তাদের চাকুরীর সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিলে বামফ্রন্টের সদস্যরা তা সমর্থন করবেন। এই যে টাকা ধরলেন, এই টাকা কাদের জন্য? আপনাদের সরকারইত কমিটি গঠন করেছিলেন, এই কমিটি। কাজেই, এই কমিটির সুপারিশ মানলে, স্বীকার করে নিলে আমরা তার বিরোধীতা করব না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা যে কথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তা হচ্ছে, গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে যে খরচ আপনারা ধরেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। শুধু ইছাইছড়া গাঁও-সভার চেহারা নয়, সমগ্র ধর্মনগর কেন, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গ্রামে গ্রামে উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কেন, ব্লকেও কেহ হিসাব দিতে পারবেন না। কোটি কোটি টাকা বন্টন হচ্ছে। বামফ্রন্টের চেয়ে অনেক বেশী টাকা আনিছেন। কারণ, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আছেন। কিন্তু বলুন, গ্রামের মানুষের কাছে সে টাকা যাচ্ছে? যাচ্ছে না। সমস্ত টাকা বি, ডি, ও, অফিসের মধ্যে বিলি বন্টন হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র পানিসাগর ব্লকেই ১৬ লাখ টাকার দুর্নীতি হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক, এবং বিধানসভার সর্বদলীয় কমিটি করা

হউক। কারা কারা সেই টাকা নিয়েছেন এটা তদন্ত করে দেখা হউক। সে সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, ত্রিপুরার মানুষের ধারণা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অনেক যোগ্য। সুধীরবাবু থেকে অনেক যোগ্যতা আছে এটা এখানে প্রমাণ করুন। বেশী দিনের কথা নয়, কিছু দিন আগে বি, ডি, ও, ঘেরাও হয়েছিলেন। জনসাধারণ টাকার হিসাব চেয়েছিল। কিন্তু বি, ডি, ও, সাহেব সে হিসাব দিতে পারেননি। বলেছেন, উনি কিছু জানেন না, চেয়ারম্যান নিয়েছেন। আমার করার কিছু নেই।'

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাকে আর সময় দেওয়া যাবে না। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীসুবোধ দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখনই শেষ করছি। এখানে এই যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের গরীবের জন্য নয়। এই বাজেট, ত্রিপুরার ধনী, শোষক, যারা গ্রামের মানুষের সর্বনাশ করছে, ট্রাইবেলদের টাকা যারা লুটে পুটে খাচ্ছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা দপ্তরের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তাদের মুখে হাসি ফুটাবে। গরীব মানুষের সর্বনাশ করবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীসমর চৌধুরী — মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, হাউসে ট্রেজারী বেঞ্চের ২/ ১ জন বসে আছেন। অপজিশান এখানে না আসলে ত কোরামই হত না। এই কি বাজেট ভাষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উনারা আসবেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী গত ২০ তারিখে এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, সে বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এই বাজেটে উপজাতিদের জন্য কি করা হবে সে সম্পর্কে কোন কিছু লেখা নাই। বাজেটের প্রারম্ভে দেখা গেল প্রবল ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বাতাস, এটা কি সুধীরবাবুর প্রবল ঘূর্ণিঝড় নাকি ? এই বাজেটের মাধ্যমে উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে ঠকিয়েছেন। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমরা দেখেছি এই জোট সরকারের ৪ বছরের রাজত্বে কিভাবে উপজাতিদেরকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করা হয়েছে এবং আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। স্যার, ১৯৯১ ইং সালের সেনসাসে রিপোর্টে বলা হয়েছে শতকরা ২৮ জনের উপর ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিরা আছেন। কিন্তু বাস্তবে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতির সংখ্যা শতকরা ২৩ পার্সেন্টের কম আর বেশী

হবে না। কারণ, এখানে এই জোট সরকার যেভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলেছেন তাতে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেলদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং এরজন্য আমরা এই জোট সরকারের একটা অপপ্রয়াস বলে ধরে নিতে পারি। স্যার, এই জোট সরকার উপজাতিদের উন্নতির জন্য কিছুই করেননি বিগত ৪ বৎসরে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বলছি আমরা গত ১৫/১৬ তারিখে মনু, ছৈলেংটা, সাতনালাতে, ভাণ্ডারীমা ঘুরেছি। ঐ এলাকাতে ২০৪ জন উপজাতি পরিবার রাজ্যান্তরী হয়ে গিয়েছে। কারণ, সেখানে কংগ্রেস (ই) এবং যুব সমিতি মিলে এই সমস্ত উপজাতি পরিবারদের উপর আক্রমন করে। কংগ্রেস (ই) এবং আমরা বাঙ্গালী মিলে প্রকাশ্যে সেখানকার উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কে সামনে রেখে সাতনালাতে সংঘবদ্ধ ভাবে আক্রমন সংঘটিত করেছে। এ, ডি সি, এলাকার মধ্যে আমরা ৪টা গ্রাম ঘুরেছি পূর্ণজয় পাড়া, জগীরাম পাড়া, কারীহাম পাড়া, স্াচরীজাই পাড়া। পূর্ণজয় পাড়ায়, ২৭টা পরিবার ছিল, জগীরাম, কারীহাম এবং স্াচরীজয় পাড়ায় ১৫টি পরিবার ছিল। সেখানে মাত্র ২১টা পরিবার আছে। আক্রমনের জন্য সবাই পালিয়ে গেছে কারা এই সব আক্রমন করেছে ? কংগ্রেস (ই) প্রকাশ্যে গাদা বন্দুক, রাম দা নিয়ে তাদের উপর চরাও হয়েছে, সেখানে তারা ৫টা গ্রামের উপর চরাও হয়েছে। আর উপজাতি যুব সমিতি মুখ বুজে এই সব মারপিট হজম করেছে। সরকারে কোন মুখে বসে আছেন তাঁরা ? যেখানে এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে তারা সব আমাদেরই সমর্থক নন, স্াচরীজয় পাড়াতে কমপক্ষে ৯০টি পরিবার উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের বাড়ীতে আমরা দেখেছি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ফটো, রাজীব গান্ধীর ফটো এবং তাদেরকে এই ফটো দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি বন্ধু। কংগ্রেস তাদেরকে পেটাচ্ছে আর উপজাতি যুব সমিতি বসে বসে সেই মার খাচ্ছে। সেখানে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা এ ব্যাপারে দ্রাউবাবুর সাথে দেখা করলে তিনি বলেন থাকতে হলে এই ভাবেই থাকতে হবে। না পারলে এখান থেকে ভেগে যাও, আমি মন্ত্রী আছি ঠিকই আছি।

এই অবস্থা স্যার, এখানে কি করবেন তাঁরা। নির্বাচনের আগে তাঁরা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং নামে জি, এস, কাজেও জি, এস, এবং পদেও জি, এস, তবে কাজের কাজ কিছুই করেন না। কারন, তার প্রমান আমরা পেলাম এই বিধানসভার মধ্যে। তিনি একটা প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশ্যান এনেছিলেন বিনা মূল্যে এপ্রিল থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত রাজ্যের দুর্গম আদিবাসী অঞ্চলে দুর্দশা গ্রস্থ উপজাতিদের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণে রেশন দেবার জন্য। কিন্তু তিনি তারে হাউস থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আগে যে ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে এবারও শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন হবে। মানুষ কাকে ভোট দেবেন। এখন মানুষ উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) থেকে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন তার প্রমান

আমরা আগেই দিয়েছি। তবে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই এই ভাবে রিগিং করে সব সময় জেতা যায় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ স্বীকার করেছে গণ ধর্ষণ, শ্লীলতাহানী ইত্যাদি হচ্ছে। সাব্রুমের ঘটনা লঙতারুং ত্রিপুরাকে কিভাবে শ্লীলতাহানি করা হলো এবং এই রকম আরও ১২টি ঘটনা ঘটেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন মা এবং মেয়েদের চোখের জল তিনি আর ঝড়তে দেবেন না। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু উনার এই সাংবাদিক সম্মেলনের পরে আরও নারী ধর্ষন হয়েছে, খুন হয়েছে। কোথায় যাবে তারা, পুলিশের কাছে বিচারের জন্য যাবে? বিচার নেই এই জোট সরকারের রাজত্বে কারণ, এই সরকার তো আইসক্রীম সরকার। মাননীয় মন্ত্রী রবীন্দ্র চশমাবাবু বলেছেন এক টাকায় নাকি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রেশন এর চাউল দেবেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা ৬ মাস বাকীতে রেশন দিয়েছিলাম তখন উনারা চিৎকার করেছিলেন বাকীতে তাদের রেশন দিতে হবে। কিন্তু এখন উনারা বাকীতে রেশন দেওয়া তো দূরের কথা, এক টাকা কে, জি, দরে কি চাউল দিচ্ছেন উনাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমার একটা কথা মনে পড়ছে ব্যাঙের যখন বাচ্চা হয় তখন বাচ্চার লেজগুলি লম্বা থাকে এবং পরে লেজগুলি ভিতরে ঢুকে যায়। এখন আমাদের উপজাতি বন্ধুরা এই রকম হয়ে গেছেন ওদের লেজ ঢুকে গেছে। স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা। ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব থাকবে কি?

এখন যদি আমরা ২৩ শতাংশে দাঁড়াই, তাহলে এই সরকারটা যদি আরও ৫-৬ বৎসর থাকে, তাহলে আমরা কত শতাংশে যাব? বিজয় রাংখলের কথা প্রায় ১২ লক্ষের মত অনুপ্রবেশ ঘটেছে এইখানে এবং অদ্যাবধি চলছে এই অনুপ্রবেশ। কোথায় যাচ্ছে তারা? শুধু গণ্ডাছড়া একটা গাঁওসভাতেই আমি দেখেছে স্যার, ১৩টা পরিবার একটা গাঁওসভার মধ্যে নতুনভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। জোট সরকার চাইছে বিভিন্নভাবে এ, ডি, সিকে খতম করার জন্য, এইখানে এ, ডি, সিকে থাকতে দেওয়া হবে না। যারজন্য এ, ডি, সি, গঠন করা হল উপজাতিরা যাতে সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয়, তারজন্য তাদের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার এইখানে দেওয়া হোক। এইজন্য করা হয়েছে। এ, ডি, সিকে কি দিয়েছে রাজ্য সরকার? এখনও রাজ্য সরকারের কাছে এ, ডি, সির ১১ কোটি টাকার উপরে বকেয়া রয়ে গেছে। এ, ডি, সির অনেক বিল রাজ্যসরকার অনুমোদন দেয়নি। এ, ডি, সির অ্যাম্প্লয়ি সার্ভিসেস, কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সার্ভিস রুল এই রুল অনুমোদন দেয়নি, ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাক্ট এটাও অনুমোদন দেয়নি, ভিলেজ কমিটি এটাও অনুমোদন দেয়নি। যে ভিলেজ কমিটি রাজ্য সরকারের কোন ক্ষমতা নাই এ, ডি, সিকে এইভাবে অনুমোদন না দিয়ে এবং জোর করে এ, ডি, সির ভিতরে পঞ্চায়েত নির্বাচন করার। নানান তালবাহানার পর রাজ্য সরকার এ, ডি সির ভিতরে পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে যাচ্ছে। এ, ডি, সির নিজস্ব আইন আছে। এ, ডি, সির ভিলেজ কমিটি গঠন করে নিজের ক্ষমতায় রাখা। আমি সর্বশেষে বলতে চাই, ট্রাইবেল বাঁচবে কি

করে? এ, ডি, সি'কে কি ক্ষমতা দিয়েছে রাজ্য সরকার? কোন ক্ষমতা দেয়নি। অনুপ্রবেশ তাড়াতে পারবে এ, ডি, সি? পারবে না। বাইরে থেকে গিয়ে যারা গ্রামগুলি আক্রমন করল তাদের বিরুদ্ধে এ, ডি. সি, অনেক কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে। এইভাবে এ, ডি, সি'কে ভাঙ্গা, ট্রাইবেলদের অস্তিত্বকে শেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে সরকারটা চালিয়ে যাচ্ছে। স্যার, আপনাকে বলতে চাই, আমি আশাকরি এই যুবসমিতি বন্ধুরা আপনারা অনেক কথা বলেছেন, অনেক কিছু করেছেন, অনেক কিছু করতে চান এখনও। জনগণ আপনাদের পরিচয় পেয়ে গেছে। আপনারা আস্তে আস্তে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। শেষে আমি বলতে চাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে পুরো বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : - মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে গত ২০ তারিখে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে বিরোধীতা করেই আমরা বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটের মধ্যে অনেক টাকা তিনি ধরেছেন বিভিন্ন খাতে। এই টাকাটা কিভাবে খরচ হবে, এই টাকা খরচের যে নীতিটা, কার স্বার্থে খরচ করা হবে, এই নীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং এইটা বিগত ৪ বৎসরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১নং জোট সরকারই হোক আর গত মাসের ২নং জোট সরকারই হোক তাদের আরো কয়টা বাজেট আমরা দেখেছি। গত ৪ বৎসরে তাদের কাজকর্ম দেখেছি তাতে এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটা মানুষের কাছে এইটা পরিস্কার এই টাকা উন্নয়নমূলক কজে ব্যবহৃত হবে না। এই টাকা জনসাধারণের কাজে ব্যবহৃত হবে না, এই টাকা গরীব মানুষের কাছে পৌছবেনা। এইটা বাবেনা এইটার মূল কারণ হল ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বে জোট সরকার এইখানে শাসন করছে। কেন্দ্রে তাদেরই দল কংগ্রেস আই সরকার দেশটাকে পরিচালনা করছেন। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ লক্ষ্য করছি এই স্বাধীনতা লাভের ৪৪ বৎসর পরও আজকে দেখা গেল ভারতবর্ষের হালটা কি? অর্থ-নৈতিক অবস্থা এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে দেশটাকে আজকে বিদেশের রাজ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশের কাছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিপতিদের কাছে দেশটাকে বন্ধক রাখা হয়েছে।

স্যার, আপনারা পত্র পত্রিকায় দেখেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পার্লামেণ্টে পেশ হওয়ার আগেই বাজেটের কি বক্তব্য, বাজেটের কি দৃষ্টিভঙ্গী সেটা বাহির হয়ে যায়। গভর্নরের কাছে সেটা

প্রকাশ হয়ে যায়। কারণ, আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যাংককে তো তাদের খুশী করতে হবে। আজকে আমাদের দেশ বিদেশের কাছে বন্ধক দেওয়া আছে। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের মধ্যে ৩৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ঘাটতি ধরা হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় বাজেটে ৫৩৮৯ কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এই ঘাটতি কি করে পূরন করবেন, নরসীমা রাও সরকার এসে টাকার মানকে কমিয়ে দিয়েছেন এই ঘাটতি পূরণ করবেন গরীব মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এবং তার প্রমান পাওয়া গেছে ঐ রেল বাজেট দিয়ে। তাহলেই বুঝা যাচ্ছে গরীব সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর করের চাপ বসিয়ে দিয়ে এই ঘাটতি পূরন করা হবে। এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কর বসানো হবে তা দিয়ে করের যে চাপটা আসবে সেটা কার উপর আসবে ঐ গরীব মানুষের উপরই তো আসবে না কি? তাহলেই আমরা দেখছি যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাটা আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে আমাদের দেশকে ঋণের সুদ দিতে হচ্ছে ২৭ কোটি টাকা ঋণ শোধ করতে গিয়ে আমাদের দেশের আজকে ২৭ কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। আর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী থাকতে আমরা বলেছিলাম অন্তত ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ন্যায্য দরে দেওয়া হোক। তিনি বলেছেন যে, না আমার কাছে এত টাকা নাই, আমি এইটা দিতে পারব না। আর আজকে দেখা যায় ঋণের সুদ দেওয়ার জন্য ২৭ কোটি টাকা চলে যাচ্ছে। আজকে স্যার, নরসীমা রাও সরকার যে নীতি নিয়েছেন সেটা হল আমদানী নীতি। যেখানে আমদানী কমিয়ে রপ্তানী বাড়ানোর কথা এখানে তা না হয়ে হচ্ছে আমদানী বাড়ানো। এইটা শ্রীমতি গান্ধীর আমল থেকে শুরু হয়েছে। তার শ্রীমতির ছেলে রাজীব গান্ধীর আমলে এইটা বিরাট আকার ধারণ করেছে। তারপর আজকে নরসীমা রাও'র আমলে সেটা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অথচ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর আমলে কি নীতি ছিল তাদের যে বিদেশী শিল্পকে জাতীয় শিল্পে পরিনত করা। আজকে সেটা কি হয়েছে, জাতীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পে পরিণত করা এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ আজকে কি অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে চিন্তা করুন এই অবস্থা যদি চলে তো দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। আমাদের দেশ বিদেশের কাছে বাধা পড়বে। একদিকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কি হচ্ছে, শুনলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীরবাবু না কি বলেছেন আমাদের যে একমাত্র বড় খাম টি,আর,টি,সি; সেটাকে আকিসিল এর কোন পার্টির কাছে বিক্রী করে দেবেন। আবার তারা নাকি বলেছে যে, তোমাদের গাড়ীগুলি আমরা নেব কিন্তু তোমাদের ঐ কর্মচারীদের আমরা নেব না। এই হচ্ছে আমাদের টি,আর.টি,সি'র অবস্থা।

আজকে ৪৪ বছর কংগ্রেস দেশ শাসন করছে। এখন নরসীমা রাও কংগ্রেসের দেশ শাসন করছেন। তার আগে ছিল রাজীব গান্ধী সরকার এবং ইন্দিরা গান্ধী সরকার। এইভাবে ৪৪টা বছর

কংগ্রেস দেশ শাসন করছে। তাদের শাসনে কি দেখা যাচ্ছে সারা দেশে অসম-বিকাশ প্রকট আকার ধারণ করেছে। রাজ্যে রাজ্যে বঞ্চনা, গরীব, পিছিয়ে পড়া মানুষকে বঞ্চনা। যার ফলশ্রুতিতে আজকে রাজ্যে রাজ্যে উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, আজকে সাধারণ গরীব মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে—এই প্রচণ্ড ক্ষোভের পরিণতিতে আজকে রাজ্যে রাজ্যে শুরু হয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, আন্দোলন। আর এই সুযোগে হাত মেলে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যাদের পেছনে এই কংগ্রেসএরই যোগ রয়েছে। কাজেই কংগ্রেসের ৪৪ বছরের অপশাসনের পরিণতি হচ্ছে এই পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, কাশ্মীরে উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ, সন্ত্রাস সৃষ্টি, আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সন্ত্রাস।

(ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে নেপথ্যে, কেন্দ্রে শুধু কি কংগ্রেস সরকার ছিল, আপনাদের বন্ধু ভি. পি, সিং-এর জনতা সরকার তো ছিল এবং তারাই এর জন্য দায়ী। এবং ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার তো দশ বছর ছিল।)

ভি, পি, সিংএর জনতা সরকার কয়মাস ছিল কেন্দ্রে? মাত্র কয়েক মাস ছিল। সেটা বাদ দিলে তো ৪৪ বছরই কংগ্রেস সরকার সারা ভারতবর্ষকে শাসন করছে। আর এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট কত বছর শাসন করেছে মাত্র দশ বছর। এই দশ বছর বাদ দিলে বাকি ৩৪ বছরই তো কংগ্রেস এর সেই শচীন্দ্রবাবু সরকার, সুখময়বাবু সরকার সুধীরবাবু সরকার এবং এখন সমীরবাবু সরকার শাসন করছে। আজকে আপনাদের এই জোট সরকার আসার পরে গ্রামেগঞ্জে কি কোন কাজ আছে? আপনারা কি হলপ করে বলতে পারেন যে একটা নতুন স্কুলঘর আপনারা তৈরী করেছেন, একটা পুরানো স্কুলঘর মেরামত করেছেন, একটা নতুন রাস্তাঘাট তৈরী করেছেন বা কোন পুরানো রাস্তা আপনারা মেরামত করেছেন? আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রচুর রাস্তাঘাট হয়েছে, অনেক স্কুলঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এই রাস্তাঘাট এবং স্কুলগৃহগুলি জোট সরকারের চার বছরের শাসনকালে একেবারে নষ্ট হয়ে পড়েছে অথচ প্রতি বছর প্রচুর প্রচুর টাকা আসছে কেন্দ্র থেকে। আর সুধীরবাবুর কি প্রীতি ছিল প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে যে এইবার প্রচুর টাকা তিনি দিয়েছেন ত্রিপুরার জন্য। কিন্তু এই টাকা কাদের জন্য খরচ করা হচ্ছে তাদের নিজেদের লোকজনকে পাইয়ে দেবার জন্য, তাদের আত্মসাৎ করার জন্য, ঐ সুধীরবাবুর স্বার্থে, ঐ সমীরবাবুর স্বার্থে এই টাকা খরচ করা হচ্ছে। অনেক এম.এল.এ'দের জন্য খরচ করা হবে, তাদের ডিফিটেড এম.এল.এ যারা গত বিধানসভার নির্বাচনে হেরে গেছে তাদের জন্য খরচ করা হবে। স্যার, এইটা সারা ভারত-

বর্ষের মধ্যে কলংকজনক যে ডিফিটেড এম,এল,এ, হিসেবে তারা সীল পর্য্যন্ত তৈরী করে কাজ করছেন। এইটা সারা ভারতবর্ষের কোথাও নেই যে ডিফিটেড কন্টেক্টার হিসেবে কেউ র‍্যাবার স্ট্যাম্প তৈরী করে নিতে পারে। সারা ভারতবর্ষে এ ধরণের কোন নজীর নেই। তাই ওদের জন্য, ওদের স্বার্থে খরচ করার জন্য যে প্রচুর অংকের বাজেট এখানে আনা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করতে পারি না, এইটা কোন পাগলেও সমর্থন করবে না।

স্যার, আজকে এই জোট সরকার আসার পরে ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া উপজাতি গরীব অংশের মানুষ। এখানে অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন, উপজাতিদের কথা বলেছেন কিন্তু আজকে আমরা দেখছি এই সমীরবাবুর সময়েই উপজাতিদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে বেশী। আমি আমার কমলপুরের কথা বলছি।

আজকে ট্রাইবেল অংশের মানুষ, গরীব অংশের মানুষ এই সমীরবাবুর সঙ্গী যুব সমিতির সঙ্গী শান্তিরক্ষী বাহিনী এবং পুলিশের সহযোগিতায় আক্রমণ হচ্ছে বিশেষ করে আমবাসা এবং সালেমা থানা অঞ্চলে। আক্রমণ হচ্ছে আমবাসা শুধু নয় কমলপুরের শিকারীবাড়ী, গঙ্গানগর, কাটালুৎমা, মেন্দি, মালিজয়রোয়াজা পাড়া, আভাংগা ইত্যাদি বেশ কিছু অঞ্চলে। এইসব অঞ্চলের ট্রাইবেল অংশের মানুষ আজকে থাকতে পারেন না ঘরে, আসতে পারেন না জুমে বা বাজারে। আজকে বাজারটা যেন অ-উপজাতিদেরকে লিজ দেওয়া হয়েছে। উপজাতি জনগণ বাজারে আসতে পারছেন না। আসলেও তাদেরকে ষড়যন্ত্র করে থানায় নিয়ে গিয়ে অকথ্যভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। সালেমা থানার ও,সি নাগাসিপাড়ার গ্রামে আসামী খুঁজতে গিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের কাপড় উঠিয়ে দেখেছে যে ছেলে না মেয়ে। ছেলে হলে ধরবে আর মেয়ে হলে ছেড়ে দিবে। ছেলে হলে উগ্রপন্থী হবে। কাপড় উঠিয়ে দেখছে। কাঞ্চন দেববর্মা নামে একটি মেয়েকে এরকম করেছে। এইরকম কয়েকটা বাড়ীতে করেছে, এটা কোন্ রাজত্ব? এই জন্যই কি আমরা পুলিশকে আরো বেশী সাহায্য করার জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করব? এটা করতে পারি না। কাজেই এই বাজেটকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— (মোহনপুর) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ২০শে মার্চ এখানে ১৯৯২-৯৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। কারন, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের ভাগ্য

নির্ধারিত করে। স্যার, আমি লক্ষ করেছি যে বিরোধী দলের অনেক সদস্যই অনাহার-অর্ধাহার, স্কুলে বেঞ্চ নেই, রাস্তা-ঘাট নষ্ট হয়ে গিয়েছে ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর জন্যতো প্রয়োজন টাকার। কিন্তু তারা এই বাজেটকে বিরোধীতা করে একটা জিনিষই পরিস্কার করে দিয়েছে যে তারা চান না এই রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন হোক। তারা চান না এই রাজ্যের মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হোক। তারা মানুষকে আলো দিতে চান না। আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে কোন ছাত্র বা শিক্ষক বামফ্রন্ট আমলে শান্তিতে স্কুলে যেতে পারত কিনা? পরিস্থিতিটা কি করেছিলেন? আজকে আপনারা বাজেটের বিরোধীতা করছেন। আবার বলেছেন যে স্কুলে বেঞ্চ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে পারি যে আমাদের সরকার চারটি বছরে আপনাদের আমালর দশটি বছর থেকেও ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্যে চার গুণ কাজ করেছেন। আপনারা মাঠে নেমে গিয়ে খোঁজ করুন কেমন কাজ হচ্ছে। আপনারা শুধু কেন্দ্রের কাছ থেকে অর্থ এনে উগ্রপন্থীই তৈরী করতেন। আপনাদের আমলেই উগ্রপন্থীর নাম শুনেছি। আর শুনি নাই। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা যখন সংগ্রাম করতেন তখন গণমুক্তি পরিষদ করতেন। তার এক নম্বর নায়ক ছিলেন দশরথ বাবু এবং দুই নম্বর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী। আর ৮০ সালের দাঙ্গার নায়ক ছিলেন রসিারম দেববর্মা।

সেই উগপন্থী কারা ছিলেন? মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সেই সহযোগী গণমুক্তি পরিষদ তার এক নাম্বার নায়ক ছিলেন দশরথবাবু দুই নাম্বার নায়ক ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী। আর ৮০ সালের জুনের দাঙ্গার নায়ক ছিলেন রসিরাম দেববর্মা। রসিবাবু বুকে হাত দিয়ে বলুন আপনার এলাকাতে কি হয়েছে? আপনার এরিয়াতে দুর্গন্ধে যাওয়া যেত না। হাজার হাজার মানুষকে সেই দিন খুন করে গর্তের মধ্যে ফেলে রেখেছেন। কিছুদিন আগে আমরা গিয়েছিলাম জায়গার জন্য কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তখন আমরা বুঝতে পেরেছি। উগ্রপন্থীর নায়ক যে, আপনারা সেটা ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ জনগণ জানেন। কারণ, কংগ্রেস রাজত্বে কোনদিন উগ্রপন্থীর সৃষ্টি হয়নি। জনগণ উগ্রপন্থীর নামও শুনেননি। কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বামফ্রন্টের আমলে যে, দাঙ্গা খুন সন্ত্রাস হয়েছিল তখন এই পুলিশ দপ্তরকে অকেজো করে রেখে ছিলেন। ঐ সাদা বন্দুক এ, টি, টি, এফের হাতে দিয়ে আত্মসমর্পণ করিয়েছিলেন। এই এ, টি, টি, এফ, আপনাদের সৃষ্টি। সেই দিন পুলিশের হাতে বন্দুকটাই ছিল কিন্তু কোনগুলি ছিল না। সেই দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী। ওনার পকেটে সেই দিনগুলি ছিল। মানুষের সামনে লোক খুন হত, সন্ত্রাস হত কিন্তু নৃপেনবাবু কোন অর্ডার পুলিশকে দেয়নি। হাজার হাজার মানুষ সেই দিন খুন হয়েছিল, এই আর্মিতে ওনারা রাজ্যের মধ্যা ঢুকেছিল, ঢুকে যাবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে হাজারে হাজারে মানুষ খুনের নায়ক কারা?

কাজেই, এই সমস্ত কথা বলে এই রাজ্যে আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না। স্যার, মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ঠ পার্টি জানেন যে, ত্রিপুরার জনগণ যদি আর্থিক স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় তাদের যদি আশা-আকাংখা পূর্ণ হয় তাহলে তাদের রাজনৈতিক মুনাফা লুটের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ, সেই দিন তাঁরা রাজনীতি করে ছিল কুপন দিয়ে, কুপন বিক্রি করত গ্রামে গঞ্জে বলত তোমাকে পাঁচ টাকার কুপন দেওয়া হবে এবং মিছিলে যেতে হবে। কিন্তু তাঁরা রাজ্যে কোন সম্পদ করেননি, স্যার। আমাদের এই জোট সরকার এসে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই, আমরা জানি আপনাদের চরিত্র স্যার, আমরা যখন বিরোধী আসনেছিলাম তখন আমরা চেয়েছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে আর্থিক স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য ঋণ মেলার ব্যবস্থা করার জন্য। সেই দিন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার বিরোধীতা করেছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী তিনি এই হাউসে একটি বিল পাশ করেছিলেন যে, না এই রাজ্যে ঋণ মেলা বন্ধ করতে হবে। কারণ, এই ঋণ মেলা হলে নাকি রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন হবে। সেই দিনত আপনারা ঋণ মেলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আপনারা আবেদন করেছিলেন যে, ঋণ মেলা বন্ধ করা হউক। কিন্তু কংগ্রেস এবং টি, ইউ জে, এস যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল আজকে সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ বুঝেছেন। আমরা সেই দিন ঋণ মেলা দেওয়ার জন্য কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস. একসঙ্গে কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছিলাম (প্রধান-মন্ত্রীর) যে, প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচীর একটি অঙ্গ পালন করার জন্য।

কংগ্রেস, টি,ইউ,জে,এস,ও যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আজ ত্রিপুরার জনগণ জানেন যে আমরা সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আমরা বলেছিলাম সেদিন ঋণমেলা দেওয়ার জন্য, কংগ্রেস ও টি,ইউ,জে,এস, কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিল। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। উনি আমাদের অনুরোধ রেখেছেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচীর এটা অঙ্গ ছিল এই ঋণমেলা। এই ঋণমেলা দিয়ে ভারতবর্ষের জনগণকে সয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সেদিন কেন্দ্রীয় সরকার যেমাত্র ঋণমেলা দেওয়ার ঘোষণা করলেন সেইদিন এই রাজ্যে নিরীহ মানুষকে গরীব মানুষকে আপনারা খুন করেছিলেন। তাদের অপরাধ ছিল তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সয়ংসম্পূর্ণ হবে এই ঋণমেলা দিয়ে। আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা ঋণমেলা দিয়েছি। আমরা দেড় লক্ষ পরিবারকে ঋণ মেলা দিয়েছি। স্যার, বিরোধী সদস্যদের চরিত্র আমরা ভাল করে জানি এবং রাজ্যের জনগণও এটা ভাল করে জানেন এবং এটাও জানেন ওরা রাজ্যে কি সৃষ্টি করেছিল। ওনারা অনেকে বলছেন পঞ্চায়েত সম্পর্কে যে লুটপাট কমিটি। যান আপনারা প্রতিটি পঞ্চায়েতে আমরা কি কাজ করেছি দেখে আসুন। আমরা রাস্তা করেছি, পুকুর করেছি, আমরা এস, সি, এস. টি, দের ঘর তৈরী করে দিয়েছি, আপনারা ত আবার এস, টি, দরদী, আপনাদের আমলে এস, টি, দের স্টাইপেণ্ড কত ছিল

আর আমরা কত স্টাইপেণ্ড দিয়েছি। এস. টি. দের জন্য আমরা হাউজিং দিয়েছি। আর একটি জিনিষ হচ্ছে মৎস দপ্তর। মাননীয় সদস্য নকুলবাবুর মনে আছে কিনা আমি জানিনা, তাদের আমলে ওনারা পুঁটি মাছের পোনা দিয়েছিলেন মোহনপুর ব্লকে এস, সি. এবং এস. টি, দের জন্য কিন্তু পোনা দিলে কি হল সমস্ত পোনা গিয়ে পড়ে তৎকালীন প্রধান ফনীভূষন দেবের পুকুরে. এটা হল আপনাদের চরিত্র, সবাই জানেন। আর রসিরামবাবু আপনি কি করেছেন এই রাজ্যে, আপনি ত খুনের কাঠ গড়ায় আছেন। আপনার অবস্থাও শোচনীয়। স্যার, মাখনবাবুর অবস্থা আরও খারাপ। এটা আমি জানি যে বাংলাদেশে ওনার বাড়ী কোথায় ছিল। বামফ্রন্ট আমলেও আপনারা কম করেননি। খগেনবাবু ত উপজাতি দরদী কিন্তু ওনার বাড়ীতে তল্লাসি করলে এখনও রাইফেল পাওয়া যাবে। বামফ্রন্ট সরকার গেল চক্রান্ত করে করে, এবার তারা আরেকটি চক্রান্ত করে গঠণ করল এ. টি, টি. এফ, । এই এ, টি. টি এফ. কে আমার সরকার মুকুব করবে না, মুকুব করবেনা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ। আপনারা বলছেন যে অনাহারে ২৭ পরিবার ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চলে গেছে। আমরাও তো দেখেছি আগে, যেখানে ছনের ঘর ছিল সেখানে টিনের ঘর হয়েছে তা চিক্ চিক্ করছে। আপনাদের আমলে আপনারা মিছিল মিটিং করিয়েছেন সবল সোজা গরীব মানুষদের দিয়ে যে সিমনা পর্যন্ত রেল লাইন দিতে হবে অথচ যেখানে আগরতলা শহর পর্যন্ত রেল লাইন নাই, কেমন আহাম্মকের কথা। এইভাবে আপনারা সরল সোজা মানুষকে ধোকা দিয়েছেন আর আপনারাও এখন ধোকা খেয়েছেন। অতএব এই দিতে হবে দিতে হবে বলার জন্য আপনারা গরীব মানুষকে কুপন লোভ দেখিয়েছেন। বিরোধী আসনের চিফ হুইপকে বলেতে চাই আপনাদের যদি ভবিষ্যতে মন্ত্রীত্বের আশা থাকে আপনারাও আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন। আপনারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আপনাদেরকে একটি মন্ত্রীর পদ দিয়ে দিবেন। আর শ্রমিকের বন্ধু ছিলেন সমরবাবু, শ্রমিকের মজুরী কি রকম এখন আর আপনাদের আমলে কি রকম ছিল। আপনারা কি করছেন, শুধু আমাদের আমলেই বাজেট হয়েছে আপনাদের আমলে বাজেট হয়নি। শ্রমিকদেব বেতন কার আমলে বেড়েছিল। মুখটা একটু মিলিয়ে দেখুন। শুধু হাউসে এসে বিরোধীতা না করে রাজ্যের দিকে চান। স্যার, আমাদের সরকার আসার পরে যে চাকরী হয়েছে, আমরা অভার এইজদের চাকরী দিয়েছি, কাদের আমলে ওরা পঙ্গু হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে। বামফ্রন্টের রাজত্বকালে চাকুরী অনেক কঠিন ছিল কঠিনটা. কি রকমমানুষ খুন করতে হবে, শ্লোগান দিতে হবে, তুমি কটা খুন করেছে কতটা নারী ধর্ষণ করেছ, কটা কেস্ আছে। আমাদের সরকার আসার পরে সমরবাবুর মেয়েকে চাকুরী দিয়েছে, দশরথবাবুর মেয়েকে চাকুরী দিয়েছি আরও দেব, বাজুবন রিয়াং এর মেয়েকে দিয়েছি, সবাই বলছে আমাদের আমলে সি. পি. এম এর লোকেরাও চাকুরী পাচ্ছে। এটাও মিথ্যা কথা না, এটা স্বীকার করছে না কেন। এই রাজ্যের মানুষ অনাহারে মারা গেল, এম. এল, এ, দের ভাতা দিতে হবে, আপনারা নেন না সই

করে দিলেন না কেন আপনারা ভাতা নেবেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আর একটা দপ্তর হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর, বিরোধী আসনে যারা আছেন তারা বলছেন মশার উপদ্রপ থাকতে পারছে না এই রাজ্যের মানুষ, আরে মশাত আপনারা, আপনারা যে উপদ্রপ করছেন।

স্যার, আমাদের বিরোধী দলের থেকে বলা হচ্ছে যে, মশার জন্য এই রাজ্যে থাকা যাচ্ছে না, আমি বলি মশাকে থাবা দিলে তো সেই মশা মরে যায়, কিন্তু আপনারা যে এমন মশা, আপনাদের থাবা দিলেও মারা যায় না কিন্তু আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভাল করে মশা মারতে পারেন, তাঁর হাতে স্বরাষ্ট্র বিভাগত আছে। কাজেই, আপনারা সাবধান হউন, উগ্রপন্থার পথ থেকে আপনারা সরে আসুন, আর তা না হলে উনি আপনাদের মশার মতোই মেরে ফেলবে এবং এই রাজ্যে আবার শান্তি আনবেন, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারপর আছে কৃষি বিভাগ, আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সমর বাবুকে বলছি যে আপনি প্রায় বলে থাকেন, এই রাজ্যে কৃষির কোন উন্নতি হচ্ছে না। কিন্তু আমি আপনাদের বলব যে আপনারা আমার সঙ্গে আসুন আমার এলাকায়, তাহলে দেখতে পাবেন যে পাহাড়ী এলাকার মধ্যেও আজ কাল কিভাবে কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করছে। আসলে আপনারা ট্রাইবেলদের কোন উন্নতি চান না, আপনারা তাদের দিয়ে রাজনীতির করার জন্য উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আপনারা এই রাজ্যের যে সব সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধান চান না, আর অন্য দিকে চাই এই রাজ্যের ডেভেলাপমেন্ট হউক এবং কৃষক যে উপজাতি বা বাঙ্গালী যেই হউক না কেন, তারা যেন কৃষিতে তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের অর্থনীতিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলেন এবং আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সেই ব্যবস্থাই করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি এই ব্যাপারে একটা কমিটি করে দিতে পারেন, যার নেতৃত্বে থাকবে বিরোধী দলের চীফহুইপ, অবশ্য আমরাও সেই কমিটিতে থাকব এবং সেই কমিটি রাজ্যের সর্বত্র কৃষির কোথায় কি হচ্ছে তা দেখে আসতে পারবেন। এছাড়া ফিসারী দপ্তর থেকে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আমার ব্লকে এখন প্রচারিত এস, সি, এবং এস, টি-দের জন্য কম করে হলেও ১০০টি পুকুর করে দিয়েছেন, প্রয়োজনে আপনারা সেগুলিও দেখে আসতে পারবেন। আপনাদের আমলের মতো আমরা কুপন দিয়ে কাজ করাই না, রাজনীতি করি না। কাজেই, এগিয়ে আসুন আমাদের জোট সরকারের শরিক টি, ইউ, জে, এসের সঙ্গে কথা বলুন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন, বলে কিভাবে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে, তার সঙ্গে আপনারাও সহযোগিতা করুন, আশাকরি আপনাদের যদি কোন কাজ করার ইচ্ছা থাকে, সেটা অবশ্যই পূর্ণ হবে, একথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীফজলুর রহমান।

শ্রীফজলুর রহমান (কুর্তি) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৯২-৯৩ সালের জন্য মাননীয় মুখ্য

মন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পাশ করেছেন, আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যে দিন থেকে এই জোট সরকার গঠিত হয়েছে, সেই দিন থেকে কংগ্রেস টি, ইউ জে, এসের, যারা মন্ত্রী এবং এম, এল, এ, তারা একটা কথাই বলে বেড়াচ্ছেন যে 'আগের দিন নাই'। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্টের আমলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতির সমস্ত অংশের মানুষের কল্যাণের জন্য যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, এখন যে সেটা নেই, তা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের জানা। তাই আপনারা যে বলছেন 'আগের দিন আর নাই' একথাটা ঠিক। আমরা কেন এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না, তার কারণ হল, এর আগের বছরগুলিতেও যে বাজেট তৈরী হয়েছিল, তাতে আমরা দেখেছি যে ঐ বাজেটের টাকা দিয়ে রবীন্দ্র দেববর্মা বিয়ে করেছেন, বিল্লাল মিঞা বিয়ে করেছেন এবং জহর সাহার বোনের বিয়ে দিয়েছেন। সে কি রাজকীয় ব্যাপার— ৮ হাজার কে, জি, মাছ আর ৮ হাজার কে, জি, মাংস এর আয়োজন। আট হাজার কে, জি, মাছ, আট হাজার কে, জি, মাংস এই সমস্ত বিয়েতে লেগেছে। কি করে এই বাজেটকে সমর্থন করি। মানুষ না খেয়ে মরছে। বাজেটের টাকার কোন কাজ হয়? এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে কোন কাজ হয় না। আজকে কৃষকদের কি অবস্থা? আমাদের ধর্মনগরের জুড়োয়া ছড়া সেটা ফ্লাড এফেকটেড এরিয়া। সেখানকার কৃষকরা ব্লক অফিসে, এস, ডি, ও এর অফিসে ধর্ণা দিয়েছে কোন কাজ হয় নাই। ভি, এল, ডব্লিউ এর স্টোরে গেলে সেখানে স্প্রে মেশিন নাই, ঔষধ নাই। ত্রিপুরার ঔষধ কাছাড়ে বিক্রি হয়। নালিশ করব কার কাছে? সবাই দুর্নিতীতে ডুবে আছে, কৃষকদের মাথায় হাত। সারা রাজ্যে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষি দপ্তর থেকে কোন অফিসার সেখানে যায় না। এই রাজ্যের ৯০ শতাংশ মানুষ গরীব। এর মধ্যে তাঁতী, কুমার, কর্মকার জুমিয়া রিক্সা চালক আছে। এই মানুষের দিকে এই সরকারের কোন লক্ষ নাই। বামফ্রন্টের আমলে তাঁতীরা অনেক সাহায্য সহায়তা পেয়েছে। ত্রিপুরার এই তাঁত শিল্প এখন অচল। কেউ মিজোরামে, কেউ আসামে চলে গেছে। ধর্মনগরের রাধাপুর থেকে তাঁতীরা গ্রামে গঞ্জে চলে গেছে। ছড়োয়া গাঁও সভা ধর্মনগর সেখান থেকে ২০টা পরিবার এবং গৌরীপুর চুরাই বাড়ী থেকে বহু তাঁতী পরিবার কাছাড়ে চলে গেছে। ভর্তুকি, মেশিনপত্র, বিদ্যুৎ; চশমা, তাদের কিছু নেই। বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে দশ হাজার টাকা সাহায্য দিত। এখন কিছুই দেওয়া হয় না। সারা রাজ্যে একটা রাস্তা নেই। কালভার্ট নেই।

স্যার, আমাদের স্পীকার সাহেবের বাড়ী ধর্মনগরে সেখানে উনাকে বর্তমানে হেটে যেতে হবে। গাড়ী যাবার রাস্তা নেই। কদমতলা-ধর্মনগর রাস্তায় ৩টি পুল ছিল। সবগুলি ভেঙ্গে আছে। এইত হচ্ছে আজকের অবস্থা। বামফ্রন্টের আমলে কুর্ত্তি টু ধর্মনগর, রানীবাড়ী টু কুর্ত্তি, ধর্মনগর টু দামছড়া

টি,আর,টি,সি বাস যেত, এখন বন্ধ। ধর্মনগর থেকে নির্বাচিত আমাদের সাহেব কালীদাসবাবু বলুন না। এখানে একজন মহিলা বিবি আছেন, তিনি আবার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী। সারা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে তিনি নট করে দিয়েছেন। আর পানিসাগর ব্লকের কথা কি বলব। সেখানকার সবগুলি বাল্যোয়ারী স্কুল আজকে ধ্বংস হয়ে গেছে। কোথাও ছাত্র নাই, আবার কোথাও শিক্ষক নাই। কুর্তিতে আই,সি,ডি,এস প্রকল্প করা হয়েছে। কিন্তু সেখানকার খিঁচুড়ির চাল, ডাল পুতুল দাসের বাড়ীতে, নোট করে নিতে পারেন।

আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো এ্যাম্বুলেন্সই সব বিক্রী করে দিয়েছেন বলে আমার ধারণা। কদমতলায় একটি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে। তার দুঃরাবস্থার কথা গতকাল বলেছিলাম। আজ আবার অনুরোধ করছি, সেখনেে একটু ঔষধপত্র পাঠান, কোন ঔষধই সেখানে নেই, এমন কি এনালজিন ট্যাবলেট পর্য্যন্ত নেই। হাত বাঁধার ব্যাণ্ডেজ পর্য্যন্ত সেখানে নেই। অথচ সেটা একটি পি,এইচ,সি,। কদমতলা থেকে যিনি নির্বাচিত একজন বিধায়কের কিছু আত্মীয় স্বজন আগরতলায় এসে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সেখানকার খাদ্য এবং ঔষধের সমস্যার কথা তুলে ধরলে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাদেরকে জানিয়েছেন, নিরামিশ খেলে চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে এবং ওজন বাড়ে। কুমড়া এবং মিষ্টি আলুর ঘ্যাট খেলে ওজন বাড়ে এটা আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোন পুঁথি-পুস্তকে পেলেন? হতে পারেন, তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কিন্তু তা বলে ত তিনি বিশেষজ্ঞ নন। উনি যদি কাদের বলেছেন নাম জানতে চান, তাহলে আমি সেই নাম দিতে পারি। আমার কাছে নাম আছে। ধর্মনগর শহরের উত্তরাঞ্চল থেকে নির্ব্বাচিত বিধায়ক তার পরিবারের ৬ জনকে চাকুরী দিয়েছেন। বড় ভাই, ছোট ভাই ভাই, বৌ, ভাগ্নে, ভাগ্নে-বৌ, এমনকি ব্যায়ানকে পর্য্যন্ত চাকুরী দিয়েছেন।

স্যার, অনারেবল ফরেষ্ট মিনিষ্টার দ্রাউবাবু এ রাজ্যের সর্বনাশ করছেন। লঙ্গাইবাড়ীর সমস্ত গাছ কেটে সর্বনাশ করে দিচ্ছেন। কংগ্রেসের ডিফিটেড ক্যাণ্ডিডেট আবদুল মতিন চৌধুরীর ভাই বাংলাদেশের সিলেট জিলাতে সরকারী সাপ্লায়ার এই আবদুল মতিন চৌধুরী লঙ্গাইবাড়ীর সমস্ত গাছ কেটে তার একটা ক্যাবিনেট আছে এবং তার ২৪ জন লেবার আছে, তারা সমস্ত লাকরী কেটে তার ক্যাবিনেটে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে আসবাবপত্র-চেয়ার টেবিল ইত্যাদি তৈরী করে বাংলাদেশের সিলেট জেলাতে তার ভাইয়ের কাছে পাঠানো হয়। আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা উনারা আত্মসাৎ করছেন এবং সমস্ত জঙ্গল উনারা সাফ করে দিচ্ছেন। দ্রাউবাবুর নিশ্চয়ই বখরা পান। তা নাহলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করছেন না কেন উনি? তাদেরকে ধরার সাহস উনার আছে? নেই, কারণ উনি বখরা খেয়েছেন এখন তাদেরকে ধরবেন কেমন করে। স্যার, এ রাজ্যে, পরিচালনার ক্ষেত্রে সুধীরবাবু ব্যর্থ। সমীরবাবু মুখ্যমন্ত্রী

হয়েছেন মাত্র কয়েকদিন হলো। উনার এলাকা বিশালগড়ে কোন সংখ্যালঘু থাকতে পারবে না। সেখানে রহিমা খাতুন নামে একটি যুবতী মেয়ে উনার এলাকা থেকে নিখোঁজ এবং পরে মেয়েটিকে মেরে ফেলা হয়। একটি সংখ্যালঘু মুসলমান মেয়েকে মেরে ফেলা হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোন ইনকোয়ারী করেছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন? স্যার, ধর্মনগরে উত্তর জেলা কংগ্রেস কমিটি নির্ব্বাচন শেষ হওয়ার পর সম্ভবতঃ মাননীয় মন্ত্রী বীরজিৎ সিনহার নির্দেশে হুরুয়াতে কদমালী নামে একজন লোককে তার বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার উপর অমানুষিকভাবে নির্যাতন করেছেন। গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ তাকে ধর্মনগর হাসপাতালে নেবার জন্য এম্বুলেন্স চেয়েছিল কিন্তু সে সংখ্যালঘু বলে তাকে এম্বুলেন্স দেওয়া হলো না এবং সেটা জোট সরকারের রাজত্বে আমরা আশাও করতে পারি না। পরে গ্রামবাসীরা তাকে কাঁধে করে ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে কোন ঔষধপত্র না থাকায় পরে তাকে ট্রেনে করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায় এবং সেখানে সে দুইদিন পরে মারা যায়। কিন্তু তার পরিবারকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি পয়সাও সাহায্য দেন নি এখনও পর্য্যন্ত, চাকুরী তো দূরের কথা। আজকে জোট রাজত্বে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নাই।

আপনারা কয়জন সংখ্যলঘুকে চাকুরী দিয়েছেন? সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৩/৪ হাজার সংখ্যালঘু বেকার আছে। শুধুমাত্র ধর্মনগর শহরেই ২০/২৫ হাজার মুসলমান আছে। আপনারা বলতে পারেন সেখানে ১০টা চাকুরী দিয়েছেন? তারপরে মুসলমান ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসা স্কুলে পড়াশুনা করে। ফুলবাড়ী মাদ্রাসা স্কুলে ৩০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতো। কিন্তু এই জোট সরকার আসার পর তাদেরকে পঙ্গু করে দেওয়া হলো। এই মাদ্রাসাটি এখনও পর্য্যন্ত আপনারা করলেন না। এই মাদ্রাসাটি ৫০ বছরের পুরানো, এটি এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনাকে আর সময় দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ— স্যার, এই হাউসে বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, আপনি পরিস্কারভাবে বলুন এই মুসলমানেরা ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে পারবে কিনা। আর যদি থাকতে না পারে তাহলে বলুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই ব্যাপারে

কিছু তথ্য আমার কাছে আছে, বেশী নেই পত্রপত্রিকায় যতটুকু তথ্য দেখেছি তার উপর ভিত্তি করে বলছি। মাননীয় সমীররঞ্জন বর্মণ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বলেছিলেন যে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি করা হবে। সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একজন কিশোরী সহ ২৮ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন, ১২টি ডাকাতি হয়েছে, ৬টি ছাত্রী যুবতী অপহরণ হয়েছে, ১৫টি গাড়ী আক্রমন হয়েছে, এবং পুলিশের অস্ত্র লুট হয়েছে। তাহলে আমরা কি করে বুঝব যে আইন-শৃঙ্খলার পরিবর্তন হচ্ছে? তাহলে কি করে বাজেটকে সমর্থন করা? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনিই বলুন এই বাজেটকে কি করে সমর্থন করা যায়। আমরা অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখেছি কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে জোট সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তার জন্য কোন মন্ত্রী বাদ নেই সমস্ত মাননীয় মন্ত্রীরাই দিল্লী ছুটে গেছেন দুই একদিনের জন্য নয় মাসাধিক কালের জন্য। আমাদের বাজেটের জন্য যে টাকা-গুলি ধরা হয়েছিল সেই টাকাগুলি এইভাবে নষ্ট করা হয়েছে। সে জন্যই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা রাজ্যের পঞ্চায়েতকে ধ্বংস করেছেন গণতান্ত্রিক সংস্থা যেগুলি ছিল আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সহ সমস্ত পঞ্চায়েত উনি বাতিল করে দিয়েছেন দুর্নীতির জন্য। তারপর উন্নয়ন কমিটি করা হল, এই উন্নয়ন কমিটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। গ্রামে গঞ্জে উন্নয়ন কমিটিকে বলা হয় লুটপাট কমিটি। তারপরও এই বাজেটকে কিভাবে সমর্থন করা যায়।

আর একটা কথা এইখানে সবসময় শুনি উগ্রপন্থীদের কথা বলা হয়। এই কথাটা যদি পরিস্কার বুঝা যায় তাহলে এই উগ্রপন্থী কারা? ভয় দেখানো হচ্ছে কাকে? উগ্রপন্থীরা স্বাভাবিকভাবে উপজাতি অংশের লোক। ভয় দেখানো হচ্ছে বাঙ্গালী সংখ্যাগুরুদের। এই খবরদার! তোমার চারধারে সব উগ্রপন্থী, তোমাকে খেয়ে শেষ করে দেবে। সংখ্যায় কত? এইবারের সেনশাসের এখনও রিপোর্ট বের হয়নি, তবে আমাদের ধারণা শতকরা ২৩ কি ২৪ হবে। এই শতকরা ২৩-২৪ জন লোকের ভয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ৭৫ ভাগ লোকের উপরে মানুষ আজ বিপদগ্রস্ত। আর এইটা মেনে নিতে হবে? অদ্ভুত যুক্তি। আমি বুঝতে পারিনা এইটা কি যুক্তি হতে পারে। প্রকারান্তরে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করার জন্য। এইখানে লক্ষ্য করছি কংগ্রেসেরই, মন্ত্রী উপজাতি যুব সমিতির বন্ধু মন্ত্রী যারা সরকারে বসে আছেন তারাই উপজাতিদের ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য তারা নিজেরা সহায়তা করছেন। কিন্তু উপজাতিদের ঐক্যকে রক্ষা করতে না পারলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতিদের রক্ষা করা যাবে না। আমি এইটা সঠিক বুঝতে পারিনা, কোন মন্ত্রী যদি আমাকে ইনডিভিজুয়েলি বুঝিয়ে দেন আমি বুঝতে চেষ্টা করব। আর এইখানে যদি বলেন তাহলে খুব উপকার হবে রাজ্যবাসীর পক্ষে। এইখানে আর একটা কথা, বলছে

চাই ২-৪টা হকারের ঘর ভাঙ্গলেন, কিছু সাইকেল ধরলেন, কিছু রিক্সা ধরলেন, মদখোর মাতাল ২-৪ জনকে পিটিয়ে আইন শৃঙ্খলার খুব উন্নতি হয়েছে বলে চীৎকার করা হচ্ছে কিন্তু এইটাতে আইন-শৃঙ্খলার খুব ভাল হয়েছে বলা যায় না। আর একটা কথা এইখানে বলি ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা ২ লক্ষ, আর গ্রামীন বেকার যদি ধরা যায় যারা নাকি বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েতের মাধ্য ওয়াই করেছেন লেবার কার্ড তার যদি হিসাব নেওয়া যায় তাও ১ লক্ষের উপরে। তাহলে ৩ লক্ষ হচ্ছে বেকার। এই ৩ লক্ষ বেকারের জন্য কোন কর্মসংস্থানের উল্লেখ নেই এই বাজেটের মধ্যে। কেন এই বাজেট করা হয়েছে? কার জন্য করা হয়েছে? কারা উপকৃত হবে? কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করার কোন নৈতিক দায় দায়িত্ব আমার কাছে আমি এইটা মনে করিনা। প্রত্যেকটা জায়গায় অবৈধ পাচার হচ্ছে। সেটাকে রোধ করবে এই মন্ত্রীসভা স্বাভাবিকভাবে আমরা আশা করি। আমি এইখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমলিঘাট থেকে মাধবনগর ৬ কিলোমিটার রাস্তা, সেই জায়গায় বেশী হলে লোকসংখ্যা হবে ১০ থেকে ১২ হাজার। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে ১০০ এর উপর কাপড়ের লাইসেন্স দিয়েছে। প্রতিটি কাপড়ের লাইসেন্স যারা করেছেন তাদের অফিস খরচ হয়েছে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। তারপরও কি বলতে হবে তারা পাচার রোধ করতে চায়, তারা কালোবাজারী বন্ধ করতে চায। এই কথাটা বুঝতে হবে। এই বাজেটের মধ্যে যেগুলি ধরা হয়েছে এইটা প্রবল বাতাস, শুধু বাতাস। এইটা দিয়ে কাজ হবে না। ঘূর্নিঝড় হবে, বাতাস হবে কাজ হবে না কিছুই। তারপর রাজনৈতিক আক্রমন, আমার এক কংগ্রেসী বন্ধু বলেছেন এই রাজনৈতিক আক্রমনটা নাকি আমরা শুরু করেছি, বামফ্রন্টের আমলে নাকি শুরু হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস তারা জানেন না। জানলে এইটা বলতে পারে না। এই রাজনৈতিক আক্রমন শুরু হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনের আমলে। যখন ওনার গদী টলমল করছিল তখন উনি আমাদেরকে জেলে পুরে দিয়েছিলেন। কাজেই ইতিহাসটাকে জেনে তবে কথা বলতে হয়। আমরা দেখেছি এবারের বাজেটে উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে টাকার পরিমান দ্বিগুন ধরা হয়েছে, এদিকে একটা নূতন প্রকল্প কোথায়ও করা হয়নি। আমার সাব্রুমেতো আমি দেখেছি এবং অন্যান্য জায়গাতেও দেখেছি কোথায়ও কোন নূতন প্রকল্প করা হয়নি, আপনারাই বলুন কোথায়ও একটা নূতন রাস্তা আপনারা করেছেন, কোথায়ও কোন নূতন স্কুল আপনারা করেছেন, কোন জায়গায় একটা বাঁধ আপনারা দিয়েছেন, নূতন একটা পাম্প সেট আপনারা বসিয়েছেন, বসাননি। একটাও নূতন কিছু আপনারা করেন নি কোথায়ও। শুধু টাকাটাকেই দ্বিগুন করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্রবাবু কৃষি ভিত্তিক একটা কলোনী করেছেন ৫০টা পরিবার নিয়ে, এখন কি তার চেহারা। আপনারা তার চেহারা দেখেছেন কিনা জানি না, বার বার বহিরাগতদের আক্রমন এবং নারী

ধর্ষন করার ফলে সেটা আজকে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সেখানে এখন আর কেউ নেই। তারপর আপনারা কচ্ছপ প্রকল্প-এর জন্য নাকি টাকা ধরেছেন, তা সেই কচ্ছপটা এখন কত বড় হয়েছে কি জানি। আবার আপনারা চিংড়ি মাছের প্রকল্প নিয়েছেন সেটার বর্তমানে কি অবস্থা হয়েছে কে জানে। কৃষির জন্য কোন জায়গায় কোন ঔষধের স্টোর সেণ্টার আছে কিনা আমার জানা নাই। সেণ্টার অবশ্য কিছু কিছু আছে. কিন্তু সেখানে কোন জিনিষ নেই, কোন ঔষধ নাই। সেই সেণ্টার থেকে কোন জিনিষ কোন কৃষক পায়নি। আমি অন্তত দেখিনি পেতে কাউকে, অথচ এই ব্যাপারেও আপনারা বরাদ্দ রেখেছেন তো এই বাজেটকে কি সমর্থন করব বলুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী : - আর দুই মিনিট স্যার,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— না আপনাকে দুই মিনিট দেওয়া যাবে না, আপনি এক মিনিট পেতে পারেন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— আচ্ছা স্যার এখন আবার মন্ত্রীরা বলছেন আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করব, তা নির্বাচন যে হবে ভোটার লিস্ট কোথায়, কে করবে ভোটার লিষ্ট সেটা কিন্তু এই বাজেটে উল্লেখ নেই। শুধু অর্থ বরাদ্দ আছে ভোটের জন্য। কাজেই এই ধরনের বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় জনগণের কোন কাজে আসবে না বলে আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ)ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২০শে মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বিধান সভায় ১৯৯২- ৯৩ আর্থিক বছরের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যদের থেকে অসাড় এবং অবাস্তবোচিতভাবে এই বাজেটের বিরোধীতা করা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন—" আমি কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করেছি যে ১৯৯১-৯২ সালের সংশোধিত এষ্টিমেট রচনাকালে ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্যে আমরা আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছি। ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট এস্টিমেট ছিল ৮০১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। সেই ক্ষেত্রে ১৯৯১-৯২ সালের সংশোধিত এষ্টিমেটে ৮০৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে বাজেট এষ্টিমেট এ ঘাটতি ছিল ৬৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। সংশোধিত এষ্টিমেটে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। কঠোর আর্থিক শৃংখলা ও ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে এই ঘাটতি

কমানো সম্ভব হয়েছে। কাজেই মাননীয় বিরোধী সদস্যদের তরফ থেকে যা বলা হয়েছে তা আসলে এরা নিজেরাই ঘুর্ণিঝড়ে পড়ে গেছেন, রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি তারা উপলব্ধি করতে পারছেন না। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি আপনি যেন তাদের একটু সতর্ক করে দেন। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি যে একটা নির্বাচনের বছর চারটা বছর তো ওরা কাটিয়েছেন যত নাটক ও অভিনয় করে এই বিধানসভায়। এইজন্য তাদের এইবার জনগণের মুখোমুখি হতে হবে। সুতরাং এই বাজেটের বিরোধীতা করে, ত্রিপুরার উন্নয়নের বিরোধীতা করে, ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থের বিরোধীতা করে, রাজ্যের শ্রমিক মেহনতি মানুষের বিরোধীতা করে গরীব মানুষের কল্যাণের বিরোধীতা করে গ্রামীন কার্য্যসূচীর বিরোধীতা করে, বেকারদের কর্ম সংস্থানের বিরোধীতা করে রক্ষা পাবেন না। আমরা বিরোধীদের কাছ থেকে সমালোচনা পেতে চাই কিন্তু সেটা হতে হবে গঠনমূলকভাবে। কিন্তু এখানে অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন—প্রশাসনিক গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, অনেক ঘটনার কথা এই হাউসে বলেছেন কিন্তু সে সকল ঘটনা কোথায় ঘটেছে কিভাবে ঘটেছে কখন ঘটেছে তার কোন সঠিক সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেন না। শুধু তাদের যে দৈনিক দেশের কথা না মিছা কথা সেই পত্রিকায় যা বেরোয় তাই তারা এখানে উল্লেখ করে থাকেন।

স্যার, এখানে তারা অভিযোগ করেছেন যে ৪০ বছরের কংগ্রেসের শাসনে দেশটা ধ্বংসের মুখে চলে গেছে। ওদের নেতা বলতে আর কেউ নেই। কারো কথা কেউ মানে না কেউ শোনেনা। সত্যি কথা বলতে কি ওরা এক সময় কমিউনিষ্ট এর তাত্বিক নীতি বিশ্বাস করতো কিন্তু পরে ধীরে ধীরে এরা মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ এর তত্ত্বকে ওরা ভুলে গেছে সেটা তারা নিজেরাও জানে।
স্যার, কালকের পত্রিকায় দেখেছি ওদেরই গণশক্তি পত্রিকায় বেরিয়েছে ওদের নেতা জ্যোতি বসু উল্লেখ করেছেন যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সুদৃঢ় করেছিলেন। আর এখানে তার দলের সদস্যরা চিৎকার করে চলেছে যে কংগ্রেসের ৪০ বছরের শাসনকালে দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি জানি না এই হাউসের মধ্যে উনাদের মধ্যে কে জ্যোতিবাবুর থেকে বড় নেতা হয়েছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম যে এম, এল, এদের বেতন ও ভাতা বাড়ানোর দরকার নেই। কিন্তু যাদের বিধায়ক পদে আসার সুযোগ আর থাকছে না তাদের জন্য ভাতা বাড়ানো হোক। আপনারা সেই ভাতা নিয়ে নিন।

কংগ্রেস টি. ইউ, জে, এস, জোট সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই রাজ্যে উন্নয়নের একটা জোয়ার বয়ে চলেছে। আপনারা গ্রামে যেতে পারেন না। গিয়ে দেখে আসবেন কি ধরণের উন্নতি এই জোট সরকার করেছেন। আপনারা গ্রামে যেতে পারছেন না এই কারণে যে জনগণ থেকে আপনারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য আমাদের এই জোট সরকার সচেষ্ট। না হলে আমাদের রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মহকুমাতে একটি করে কলেজ রয়েছে কেমন করে? ফটিকরায়ের মত জায়গাতেও কলেজ রয়েছে। আজকে উদয়পুর, রামঠাকুর মহিলা কলেজ পুরানো হতে পারে। কিন্তু সব সাবজেক্ট এই সমস্ত কলেজগুলিতে পড়ানো হত না। আজকে এই সমস্ত কলেজগুলিতে অনেক নুতন সাবজেক্ট ঢুকানো হয়েছে। আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়াতেও কলেজ রয়েছে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন এই সরকার। আগামী আর্থিক বছরে আরো একটি বিভাগ খোলার জন্য রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এছাড়া এই সরকার জহর রোজগার যোজনার মধ্য দিয়ে এবং এস, আর, ইপির মাধ্যমে এবং গ্রামীণ অন্যান্য কর্মসূচীর সংস্থান প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু বামফ্রণ্টের দশ বছরের শাসনে প্রত্যন্ত এলাকায় একটি ছনের ঘর পর্যন্ত দেন নি। এমনকি একটি স্কুল ঘর পর্যন্ত স্থাপন করেন নি। আমাদের এই জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেই সকল প্রত্যন্ত এলাকায় আমরা অনেক নতুন নতুন বিল্ডিং করেছি এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। আমি বলতে পারি একমাত্র অমরপুর মহকুমার অমরপুর ব্লক এলাকায় ৮০টির উপর পাকা স্কুল গৃহ নির্মান করা হয়েছে প্রত্যন্ত উপজাতি এলাকাগুলিতে। এছাড়া আরও অন্ততঃ পক্ষে ২৫ থেকে ২৭টি স্কুল ঘর শেষ হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে এই সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আর উনারা বলেছেন যে, কোন পরিকল্পনা নাকি নেওয়া হয় নি। উনারা উন্নয়নের কথা বলছে আমি বলব আমি যে গ্রামের সেই গ্রামের পেছনে অনেক উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আছে যেটা মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানেন। সেই বীরচন্দ্র এলাকার বাঙ্গালী বলুন এবং উপজাতি বলুন তাদের রাস্তা পারাপারের জন্য গোমতী নদীর উপর কোন সেতু ছিল না। কিন্তু পয়সা দিয়ে সব সময় সেখান দিয়ে পার হওয়ার মত আর্থিক অবস্থাও সেই সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের ছিল না। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি যখন পূর্তমন্ত্রী ছিলেন তখন ৯ থেকে ১০ মাসের মধ্যে অমরপুরের মাইলো ফেরী ঘাটে গোমতী নদীর উপর দিয়ে একটা বিরাট সেতু করে দিয়েছেন। এমনিভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ওনারা যখন ১০ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমরা এই বিধানসভায় হাজার বার বলেও একটা নুন্যতম চাহিদা আমরা সেদিন পূরণ করতে পারি নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওনারা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, উপজাতিরা নাকি এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেন চলে যাচ্ছে? ওনারা এমনভাবে উগ্রপন্থী তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে, যার ফলে শুধু চেয়ারম্যান নয় শুধু টি, ইউ, জে, এস, যারা করে তারা নয়, সাধারণ মানুষ যারা গরীব মেহনতী মানুষ তারা নিরাপত্তার ভয়ে ওদের উগ্রপন্থী তৎপরতার ভয়ে ওরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার

সমাধানের জন্য এই বিধানসভার দরকার হয় না। আপনারা যদি পরিবর্তন করতে পারেন আপনাদের কার্যধারাকে এবং সেই উগ্রপন্থী কার্যক্রম যদি বন্ধ করে দেন তাহলে আমরা অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে ঘোষনা দিতে পারি যে, এই রাজ্য থেকে একটি উপজাতি লোকও রাজ্যের বাইরে যাবে না। বরং ওনাদের আমলে যারা মেঘালয়, আসাম ও মিজোরামে গিয়েছে তারা সকলে এখানে ফিরে আসবে। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর কিছু এসেছিল। আজকে উনারা দেখছে যে, ত্রিপুরার মানুষ যদি শান্তিতে থাকে, এবং এই সরকার যেভাবে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। সে সকল দুর্গম এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে যদি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করতে পারেন তাহলে আগামী ৫০ বৎসরেও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আর এই ট্রেজারি বেঞ্চে বসতে পারবেন না। তাই তারা এসব উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলোকে ব্যাহত করার জন্য উগ্রউন্থী তৎপরতা চালাচ্ছে। এসকল এ, টি,-টি, এফ, বলুন কিংবা নতুন নতুন উগ্রপন্থী সংস্থার নামই বলুন ওদের নেতা কারা আমরা জানি। তা আমরা পত্রিকাতেও দেখেছি তাদের নাম। কখনও শুনি পাখী ত্রিপুরা, কখনও শুনি আনন্দ বোয়াজা আবার কখনও শুনি আমাদের খগেন্দ্র ভাইয়ের নাম। আগে শুনেছি বাদলবাবু ও বিমলবাবুদের কথা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই এখানে এভাবে দোষারোপ করার চাইতে বরং আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা যদি চান যে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের উন্নতি হউক তা হলে এই উগ্রপন্থী তৎপরতা আমরা তাদের সাহায্যে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। আপনাদের কাছে আমার আবেদন আপনারা সহযোগীতা করুন আমরাও চাই এই রাজ্যের মানুষ উগ্রপন্থী উপদ্রব থেকে রক্ষা পাক, এটা অসম্ভব কিছু নয়। এই রাজ্যে উগ্রপন্থীর সংখ্যা কত ? আপনারা বলেন কতজন এই পথে গিয়েছে, কারা কারা গিয়েছে ? সরকারের কাছে তাদের তালিকা আছে। আরো মজার ব্যাপার হল আগে আমরা জানতাম যে শুধুমাত্র উপজাতিরা নাকি উগ্রহন্থী হয় এখন দেখি বাঙ্গালী উগ্রপন্থীও তাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। পুলিশ তাদের সন্ধান পেয়েছে, ওদের নাম পেয়েছে, উপজাতি এলাকার লোকেরা বলেছে যে তাদের এখানে যে দল এসেছিল তারমধ্যে ৪ জন বাঙালীকেও দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তারা নাম বলছেনা কারণ ওদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল যে তারা যদি নাম প্রকাশ করে তাহলে তাদেরকে খুন করা হবে। আমাদের অমরপুর এলাকার অনেক চেয়ারম্যানকে এরকম খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওদের কাছে চাঁদা চাওয়া হয়েছে এবং বলছে তোমরা টি, ইউ, জে, এস, বা কংগ্রেস করতে পারবেনা। তোমাদেরকে যদি এই এলাকায় থাকতে হয় তাহলে সি, পি, এমের হয়ে কাজ করতে হবে। এর অর্থ আমাদের বুঝতে বাকী নেই যে তাদেরকে কারা মদত দিচ্ছে, এবং কোন উদ্দেশ্যে মদত দিচ্ছে। কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচন সামনে আসছে। বিধান সভার নির্বাচনও আর বেশী দূর নয়। কাজেই সেই ১৯৮২ ও ১৯৮৮ সালের কায়দায় তারা আবার উগ্রপন্থী তৎপরতা চালাচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে

তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন এসব মদত দেওয়া বন্ধ করেন আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও অনুরোধ করব এই উগ্রপন্থী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য যত নির্মম ও কঠোর হওয়া দরকার তা হয়ে হলেও এই উগ্রপন্থী তৎপরতা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা হউক। আমি ওদের ডেইলি দেশের মিথ্যা কথা পত্রিকায় এবং অন্যান্য পত্রিকায়ও দেখেছি আমি নাকি টাডা আইন চালু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি। আমি বলব হ্যাঁ। তাদেরকে দমন করার জন্য যত কঠোর ব্যবস্থা আছে তা চালু করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের কাছে দাবী রাখব।

ভয়টা ওদের কেন. ভয়টা এটাই আজকে তাদের শেষ সম্বল এ,টি,টি, এফ, লামা কাওলাল এই সব উগ্রপন্থী সংস্থা। এই পথটাকে পরিহার করতে হবে। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করব, উরা বলছে মিউনিসিপালিটি নাকি নির্বাচিত সংস্থা ছিল, সেটাকে ভেঙ্গে দিয়েছি। নিশ্চই ভুলে গেছেন নতুবা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ওরা। মিউনিসিপালিটির মেয়াদ এক বৎসর আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল উরা আগরতলাতে নির্বাচন করার সাহস পায় না বলে বেআইনি ভাবে আরও এক বৎসর বাড়িয়ে দিয়েও তারা নির্বাচন করতে পারেনি। উরা ভাবছিল ১৯৮৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর জোর করে মিউনিসিপালিটি দখল করবে আবার ; সে সুযোগ তারা পায়নি। আমরা বেআইনি কাজটিকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারেও আমরা বার বার উদ্যোগ নিয়েছিলাম কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন, সারা ভারতবর্ষ ব্যাপি একই নিয়মে একই পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত রাজ চালু হওয়ার কথা রাজীবজী ঘোষণা করেছিলেন আমরা অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু আজকে আমরা আমাদের পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই আমরা এই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য যখন প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন উরা বলছে যে ভোটার লিস্টে কারচুপি হচ্ছে। কোথায় ভোটার লিস্টে কারচুপি হচ্ছে তার কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই শুধু বলছে. যে বাংলাদেশীদের নাম তুলা হচ্ছে। এটা সত্য নয় কোথাও যদি ভোটার লিস্টে নাম তুলা হয়ে থাকে উদের লোকেদের আমরা দিয়েছি নাম তুলার জন্যে শুধু ফেডারেশনের লোক কংগ্রেস টি. ইউ, জে,. এস. এর লোকেদের দিয়ে ভোটার লিস্ট তুলা হচ্ছে না। অমরপুর ব্লকে যারা ভোটার লিস্টে নিযুক্ত আছে শতকরা ৮০ জন সমন্বয় কমিটির লোক। তবে একটা সংকট দেখা দিয়েছে ঐ সমন্বয় কমিটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর একটা গ্রুপ ত আজকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কাজ করতে চেষ্টা করছে। অভিযোগটা কি তাদের বিরুদ্ধে কিনা এটা আমার জানা নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আগে ছিল উপজাতি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে চার হাজার পাচশত টাকা. আমরা সেই পুনর্বাসনটিকে বাড়িয়ে করেছি ১৬ হাজার টাকা। এবং এটাকে আরও বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য এই সরকার প্রচেস্টা নিচ্ছে। শুধু টাকা দিয়ে নয়, তাকে জায়গা দিয়ে ঘর দিয়ে তাকে গরু দিয়ে তাকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাহাতে তারা প্রকৃতপক্ষে আর্থিক ব্যবস্থা উন্নয়ন করা যায় তার প্রচেষ্টা জোট সরকার নিচ্ছে। পিছিয়ে পরা

উপজাতি জনগোষ্ঠির জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ বিকাশের ক্ষেত্রে ১৯৯১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমাদের খরচ হয়েছে ৩৩ লক্ষ ৩১ হাজার শ্রম দিবস। এরপর সবটা চেয়ারম্যান মাকুরতে গিয়েছে। সম্ভবত আপনি খবর পাননি। আপনারা যদি কোন কমিশান থাকে যোগাযোগ করেন সেখানে। কারণ আমরা বলছি আপনি বিরোধী সদস্য হইলে পরেও এই ব্যাপারে যেটা কমিশান আপনার প্রাপ্য যোগাযোগ করলে আপনাদের দেখে দেওয়া হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ১৯৯২ ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানকে সুনিশ্চিত্ত করার জন্য ৫৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭০০ শ্রম দিবস সৃষ্টি করার পরিকল্পনা আমরা হতে নিয়েছি। আর তার বিরোধীতা তারা করছে। ওরা একেবারেই জানেননা এর বিরোধীতা করার অর্থ ঐ গ্রামের যারা ক্ষেত মজুর আছে শ্রমজীবি মানুষ আছে দিন মজুর আছে যাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই যাদের কর্ম-সংস্থান নেই বিন্দু মাত্র কোন বিকল্প নেই আজকে উদের বিরোধীতা করছে তারা। ভাবতে অবাক লাগে, উরা হাসছে উরা নাচছে উরা কাদছে কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের কথা একবারও ভাবছে না, ত্রিপুরার মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশের কথা একবারও ভাবছে না। এছাড়া ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে ৩ হাজার ৮ শত পরিবারকে উপকৃত করা হচ্ছে বসত বাড়ী নির্মানের জন্যে।

নিম্ন আয়ভুক্ত শ্রেণীর জনা আবাসন প্রকল্প ও ই. ডব্লিউ, এস. এস. ঋণদান প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য এবং বসত বাড়ী উন্নয়ন প্রকল্পে বর্তমান বৎসরে ৩,৮৫০টি পরিবার উপকৃত হবেন। এছাড়া, এল, আই, জি, এইচ ও ই, ডব্লিউ, এস, এস ঋণদান প্রকল্পে ৩৩৬টি পরিবারকে এই অর্থ বছরের আওতা-ভুক্ত করার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে আপনাদের ১০ বছরের আমলে এভাবে কতজন গ্রামীন মানুষকে উপকৃত করেছেন? বোধ করি খুব বেশী কিছু নয়, ২ | ৪ জনকে দিলে দিতে পারেন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা নিয়ে সেটাকে এই রাজ্যে বাস্তবায়িত করার জন্য এই জোট সরকার যে চেষ্টা করছেন, তা রও আপনারা বিরোধীতা করছেন। স্যার, আমি আমার বক্তব্য আর বেশী দীর্ঘায়িত করব না, কিন্তু এই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা বর্তমানে যে অসুবিধার সম্মুখিন হচিছ, তার সম্পর্কে একটু উল্লেখ না করলে, অনুচিত হবে বলেই আমি বলছি যে আমাদের এই রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার দুটো দিক আছে, একটা হল সড়ক পথ আর একটা হল বিমান পথ। কিন্তু এই দুটোই আমাদের রাজ্যের মানুষের যে অবস্থা, তারা সেটা বহন করতে সক্ষম নয়। তাছাড়া, এই রাজ্যের মানুষের জন্য যে সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বাইরে থেকে আনতে হয় এবং এই রাজ্যের উৎপাদিত জিনিস পত্র যেগুলি বহির্রাজ্যে পাঠাতে হয়, তার জন্য আমাদের অনেক বেশী খরচ পড়ে যায়। তাই, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের প্রধান মন্ত্রী, আমাদের রেল মন্ত্রী এবং যোজনা কমিশনের উপাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ১২০ কিলোমিটার রেল লাইন বসানোর জন্য যে প্রয়াস

চালিয়েছেন, এটা অনেকটা ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই এর সার্ভে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছে যাবে, যাতে করে ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারনের কাজটা অনেকটা এগিয়ে যাবে, আর, সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কাজেই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯২-৯৩ সালের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন, সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থণ করছি এবং সেই সঙ্গে বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে সব অসার কথা বলছেন, সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করছি যে এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য, এই রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য, এই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাজেটকে সমর্থন করবেন, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৯২—৯৩ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, আমাকে প্রথমেই একটা দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে যে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা আজকে প্রথম থেকেই ১২ জনের বেশী হাউসে আছেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে. এর মানে হচ্ছে যে এই বাজেটের প্রতি তাদের অবজ্ঞা অথবা রাজ্যের জনগণের ভাল মন্দের প্রতি তাদের উপেক্ষা। আমরা বিরোধী দল, আমরা এই বাজেটের বিরোধীতা করবো কি করবো না, সেটা আমাদের ব্যাপার, কিন্তু যারা সরকারে রয়েছেন, এটা তাদের দায়িত্ব যে তারা বাজেটের প্রতিটি ছত্রের প্রতি নজর দেবেন। আমার মনে হচ্ছে টোট্যাল বাজেটের প্রতি তাদের অবজ্ঞা।

শ্রীরসিকলাল রায় (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। স্যার, মাননীয় সদস্য বিমলবাবু ট্রেজারী বেঞ্চের কথা বললেন, কিন্তু আমি দেখছি যে তাদের বিরোধী দলেরও একই অবস্থা। আমার জানা যে বিধানসভার চত্বরে মাননীয় বিধায়কেরা আছেন, তাদের বিধানসভায় থাকা ছাড়াও এমন অনেক কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যেগুলি তাদের সময়ের ফাঁকে ফাঁকে সারতে হয়। কাজেই, এটা বিধানসভার প্রতি অশ্রদ্ধা, বাজেটের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়। আপনারা যদি আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আপনাদের পার্টি কাজ করছেন, এমন কি লোক সভাতেও যান, তাহলে দেখতে পারবেন, কয়জন সেখানে উপস্থিত থাকে। কাজেই শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার কোন প্রশ্ন নয়।

শ্রীবিমল সিনহা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি দুই একটা বিষয় আপনার মাধ্যমে এখানে উল্লেখ করতে চাই। এক নং হলো—টি. এন. ভি. চুক্তি রূপায়নের প্রয়াস। এখানে এই চুক্তি রূপায়ন করার জন্য যে অর্থ পাওয়া গেছে তার পূর্ণ সদব্যবহার করা হয়েছে। এটা সাংঘাতিক

আপত্তিজনক। এই টি, এন, ভি. চুক্তি হয়েছিল ১২ | ৮ | ৮৮ ইং সালে। আজকে ১৯৯১ এর ২৬শে মার্চ তারিখ। চার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল টি, এন, ভির চুক্তি সম্পূর্ণভাবে পালন করা হয়নি। এটা কোন আমার কথা নয়। যারা টি. এন, ভির নেতা তারা বার বার বলছেন। তারা ১৬/১০/৯১ ইং তারিখে প্রধান মন্ত্রীর কাছে একটা মেমোরেনডাম পাঠিয়েছিলেন তাতে পরিস্কার উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিগুলি আপনার সামনে রাখছি দাবী সনদ পেশ করেছিলেন। এটার মধ্যে তারা বলেছেন যে দশ দফা দাবীর এগ্রিমেন্ট. একটা হলো রেস্টরেশন টেনসফার্ড ল্যাণ্ড, রিক্রুটমেণ্ট রি-এমপ্লয়মেণ্ট টু দি মিলিটারী প্যারা মিলিটারী ফোর্স, রিহেবিলিটেশন অব ২,৫০০ ফেমিলিজ আনডার এ, ডি, সি, এরিয়া ইত্যাদি। এই যে রিহেবিলিটেশন এই ব্যাপারে তারা ৩/৩/৯২ ইং তে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার কাম চীফ সেক্রেটারী এবং মিনিস্টারের কাছে পাঁঠিয়েছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী ড্রাউবাবু এখানে উল্লেখ করেছেন যে সেগুলি নাকি পালন করা হয়েছে। কতটুকু পালন করেছেন আমি সেটা এখানে উল্লেখ করেছি। ফিজিকেল রেসটোরেশন উনারা বলছেন ৪ হাজার হয়েছে। কিন্তু খোয়াইতে দুইটা এবং কমলপুরে মাত্র একটা হয়েছে। বাকীগুলি একজিকিউট হয়নি। কাজেই ওদের উপর বিশ্বাস থাকতে পারে না। এ. ডি, সির সীমানা নির্ধারণ করা হবে। সরকার বলছে যে কমিটি করা হয়েছে। এই কমিটিতে কে কে আছে ? কয়টা মিটিং হয়েছে একটা রিপোর্টও বিধানসভায় পেশ করা হয়নি। আজকে পর্য্যন্ত রিপোর্ট পেশ করতে পারলেন না।

কমিটি নিয়ে কোন একটা রিপোর্ট পর্য্যন্ত বিধানসভায় পেশ করা হল না। কিংবা বলা হল না, এটা আমরা এনক্লুড করতে চাই, কিংবা এটা আমরা অ্যাক্সক্লুড করতে চাই। ওরা বলেছিলেন, কেরোসিন, চাল, লবণ, চিনি ইত্যাদির জন্য তাঁরা গভর্ণমেণ্টের তরফে সাহায্য করবেন। এটা আংশিক করেছেন। ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এই চার বছরের মধ্যে করেছেন। যেটা দেওয়ার কথা ছিল সম্পূর্ণ স্টেট গভর্ণমেন্টের ওটা তাঁরা অল্পভাবে করলেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার রামকৃষ্ণ মিশনকে ওরা টাকা দিয়েছেন। এর কথায় আমি পরে আসছি। এখন আমি ভিলেজ কাউন্সিলের কথা বলব। এখানে একটিও ভিলেজ কাউন্সিল হয়েছে বলে আপনারা দেখাতে পারবেন ? এটা চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল। কিন্তু একটাও ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করা হয় নি। ওরা বলেছিলেন, প্রি-রিক্রুটমেণ্ট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবেন। পুলিশ হউক, কিংবা অন্যখানে প্রি-রিক্রুটমেণ্ট করা হবে, কিন্তু এটাও করা হয় নি। অথচ প্রি রিক্রুটমেণ্ট ট্রিনিংয়ের মাধমে ট্রাইবেল ছেলেদের দৌড়-ঝাপের মাধ্যমে গভীর জঙ্গল থেকে তুলে আনা হবে। কিন্তু এটাও করা হয় নি। বলা হয়েছিল, ৫ হাজার লোকের অ্যামপ্লয়মেণ্টের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু পাঁচ শতাধিকের থেকে একটিও বেশী হয়ে থাকলে এখানে লে করুন। লে করে দেখান, কাকে কাকে কোথায় কোথায় দেওয়া হয়েছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে

এডিশন্যাল ট্রান্সমিট স্থাপন করে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু করা হয় নি। কিংবা করা হয়ে থাকলেও কোন ট্রাইবেল ছেলেকে চাওয়া হয় নি। দৈনিকসংবাদ পত্র পত্রিকায় আপনারা পড়ে থাকবেন, নতুন করে নেওয়া হবে। কিন্তু একটিও নতুন পোষ্টের মধ্যে ট্রাইবেল ছেলেকে নিতে দেখলাম না। অ্যাডভারটাইজমেন্ট দেখলাম না। স্পেশিয়াল রিক্রুটমেন্ট করা হবে পুলিশ, টি, এস, আর, এর মধ্যে। আলাদা ক্যাম্প করা হবে যাতে ট্রাইবেল ছেলেরা চান্স পেতে পারে। সমীরবাবু না হয় এসেছেন ১০/১২ দিন। কিন্তু সুধীরবাবু ৪ (চার) বছর ছিলেন। কোথায় কর্ম সংস্থান করেছেন, কোথায় ট্রাইবেল ছেলে রিক্রুটমেন্ট করেছেন একবার বলুন তো, সব বুজরুকি। ভাষণে বলা হয়েছে টি, এন, ভি, চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে।

স্যার, পরবর্ত্তী হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন। টি, এন, ভি ফাণ্ড ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনকে দেওয়া হলো একজন মহারাজের নামে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশানের জন্য। এই টাকা পি, এল, একাউন্টে সুদ হীন অবস্থায় ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে যে দিন থেকে এই টাকাটা দেওয়া হলো সেদিন থেকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে ইন্টারেষ্ট গুনছে। তাঁরা একটা হাই পাওয়ার কমিটি করেছেন, সেই কমিটিই এই কাজ করছে। সেই কমিটিতে আছেন চীফ সেক্রেটারী, ফিনান্স সেক্রেটারী, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারী। স্যার, এই চীফ সেক্রেটারী সম্পর্কে আমি বারবার হাউসে বলেছি যে এই সেক্রেটারী ত্রিপুরাকে বিক্রি করবার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এই হাই পাওয়ার কমিটি টাকাটা দিয়ে দিলেন। যাদের জন্য এই টাকা এসেছিল তাদের জন্য কিছুই করা হলো না, আবার নূতন করে উগ্রপন্থী সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে যে তোমাদের প্রবলেম সলভ্ করা হবে না এই হচ্ছে নীতি। স্যার, ওরা মোট কত টাকা পেয়েছে? প্রথম যখন মিনিষ্ট্রি হলো, তখন চ্যাভন সাহেব ১০ কোটি টাকা রিলিজ করে দেন। পরে ৯ কোটি, তারপরে ৮ কোটি এবং তারপরে ৪ কোটি টোটাল ৩১ কোটি টাকা এটা কার হাতে এসেছে, এই স্টেট গভর্ণমেন্টের হাতে। কিন্তু ঐই স্টেট গভর্নমেন্ট টাকাটা ব্যবহার করলেন না। যে উদ্দেশ্যে এই টাকা এসেছিলে সেই উদ্দেশ্যে এই টাকা খরচ করা হলো না, ট্রাইবেলদের সমস্যার সমাধান হলো না। আজকে যে দাবী উঠেছিল যে টি, এন, ভি-দের নিরাপত্তা চাই। এখন পর্য্যন্ত ওদের ৬ জন টি, এন, ভি মারা গেছে তাদেরকে এক পয়সা দেওয়া হয় নি। চন্দন দেববর্মা মারা গেল তাকে এক পয়সা দেওয়া হয় নি, এক পয়সা দেওয়া হয় নি কল্যান দেববর্মাকে, তুরঙ্গ দেববর্মাকে, বালক দেববর্মাকে, সে কিল্লাতে মারা গেছে, তাকে একটা পয়সা দেওয়া হয় নি। নেতার'ই রিয়াং তাকেও একটা পয়সা দেওয়া হয় নি। এই সমস্ত বিভ্রান্ত যুবকদের কে মাইন স্ট্রীমে আনার জন্য যে স্কীম নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি রুপায়ন করা হলো না। সেই টাকা দিয়ে উনারা এনজয় করছেন। মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী এখানে হিসাব দিলেন, হিসাবটা কি? টি, এন, ভি বাবদ এখন পর্য্যন্ত ছাড় পেয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা, গত কাল

হয়েছে ১১ লক্ষ টাকা এর আগে মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা। টোটাল ৯৬ লক্ষ টাকা এই ৩২ কোটি টাকার মধ্যে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আমি এখানে একটা নাম্বার বলছি। সেখানে ২০ লক্ষ টাকা স্যাংশান করা হয়েছে ২৭-৬৩-৭৭ / এফ, ১১-৪৩ ডাবলিউ। এস, ই, টি, টি, ৮৯-৯০, ৪-২-৯১। এখন পর্য্যন্ত মাত্র ৯৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হলো বাকী ৩১ কোটি টাকা খরচই করা হলো না যে পারপারে টাকাটা এসেছে। স্যার, আজকে এই কথা বলতে হয় উনারা এই প্রবলেম সল্ভ এর জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার টি. আর টি, সিতে বাজেটে ২০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

(রেডলাইট)

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আপনাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে, এবার শেষ করুন।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে একটা হিসাব আমি আপনার সামনে প্লেইস করতে চাই। ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যে টাকা মঞ্জুর হয়েছে। সে সম্পর্কে বলছি।

F. NO. 3-23/TRD---ABS-91/2842
GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR TRIBAL REHABILITATION
DIVISION : AMBASA. TRIPURA (N)

Dated, The 29th Nov. 1991.

To

The Director,

Tribal Rehabilitation in Plantation

& Primative Group programme

Agartala Tripura (W).

Sir,

I beg to enclose herewith a statement showing the physical financial

achievement under Block Grant during 1990-91 T. R. Division, Ambassa, for favour our kind information and doing the needful.

Yours faithfully,
(S. K. Paul)
Deputy Director
Tribal Rehabilitation
Division. Ambassa. Tripura (N.)

ফিনানসিয়্যাল টারগেট ছিল ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার, তিন শত ৫৯ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু ওরা হিসাব দিতে পারছেন না ওদের চিঠিতে বুঝা যাচ্ছে। আসলে টোটাল টাকাটাই মারা হয়ে গেছে। শীতবস্ত্র ছোট হলে যা হয় একদিকে টান দিলে অন্য দিকে সর্ট পড়ে এখানেও এই অবস্থাই হয়েছে। এই চিঠিতে উনারা বলছেন ৫০ হাজার, এক শত, ৩৩ টাকার হিসাব তারা বলতে পারছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের অবস্থা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন। স্যার, উনারা ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের উন্নতি করবেন, শিল্পের উন্নতি করবেন। সে সম্পর্কে আমি কিছু বলছি। কলকাতার গ্র্যাণ্ট হোটেলে আগামী ২৩শে মে একটা মিটিং বসছে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য শিল্পায়ন করতে হবে। এটার মধ্যে সুদীপ রায় নামে আর এক দালাল এসেছেন, কার সঙ্গে ? এস, এস, শর্মার সঙ্গে। সেখানে উনারা কত কি করবেন, কত কীর্ত্তন করবেন, সারা ভারতবর্ষের শিল্পপতিদের নাকি সেই গ্র্যাণ্ট হোটেলে ডাকা হবে। তার জন্য এষ্টিমেট কস্ট এখন পর্য্যন্ত যতটুকু জানি বলছি, ফাইনাল জানি না, ২০ লক্ষ টাকার কম নয়। এই হচ্ছে আমাদের শিল্পের উন্নতির প্রথম অগ্রগতি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কয়েক দিন আগে বোম্বেতে একটা কনফারেন্স হল শিল্পপতিদের শিল্পে উৎসাহ করে শিল্পের উন্নতি করার জন্য। তার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পায়ন। তারপর ক্যালকাটার কুকিং গ্যাসের জন্য এইখানে একটা সেমিনার হল, সার্কেট হাউসে, এইটাতে গেছে ১৯ লক্ষের মত। চীফ গেষ্ট ছিলেন এস, বরদারাজন। তিনি সাইনটিষ্ট উনাকে আনা হয়েছিল, নইলে ত এইটা জাষ্টিফাই করা যায়না, ১৯ লক্ষ টাকার ব্যাপার স্যাপার। জাষ্টিফাই করতে গিয়ে তারা সার্কিট হাউসে কুকিং গ্যাসের সেমিনার করলেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মেম্বার কি স্পেশিফিক বলছেন. না আনুমানিক বলছেন।

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ— স্পেশিফিক্, যদি প্রমান চান আমি প্রমান করব। এতটা টাইমগত আপনারা নিশ্চয়ই দেবেন না, দিলে উপকৃত হব। অনারেবল স্পীকার স্যার, রাজস্থানের একটা কোম্পানী অতুল গ্লাস ফ্যাক্টরী রাজস্থান কর্পোরেশান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে রাজস্থান সরকারটাকে পথে বসিয়ে হরিবোল করে দিয়ে এইখানে তিনি হরাইবল্ আর একটা ঘটনা ঘটাতে এসেছেন। রাজস্থানের সেই কোম্পানী রাজস্থান কর্পোরেশান থেকে ১০ লক্ষ টাকার মত নিয়ে গেলেন। হিসাব করেছেন? শিল্পায়ন যে করবেন এই লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে, আর আমার ত্রিপুরার বেকার ছেলেরা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ব্লক অফিসে অফিসে ঘুরে. সে কংগ্রেস বুঝিনা, কমিউনিস্ট বুঝিনা. নকশাল বুঝিনা, উপজাতি যুব সমিতি বুঝিনা. ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার চোখের জল ফেলে প্রতিনিয়ত যেখানে, সেখানে কোটি কোটি টাকার তহবিল তছরুপ। এই শিল্পায়নের নামে এইখানে এইসব হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই অবস্থা থেকে দেশটাকে বাঁচান। এই অবস্থা থেকে দেশটাকে বাঁচানোর জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিনা, জেনে না জানার ভান করেছেন কিনা। মনে হয় ভাজা মাছ তিনি যেন উল্টাইয়া খাইতে জানেনা না। আসলে জানেন, প্রত্যেকটার অ্যাকশান নেন। আগে তিনি পারতেননা বুঝতাম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন ত আপনার অনেক ক্ষমতা প্রত্যেকটার তদন্ত করে অ্যাকশান নিতে পারেন একেবারে পুংখানুপুংখভাবে। কাজেই এই বাজেট বাগাড়ম্বরে ভরা। আমি এইখানে আর একটি কথা বলতে চাই শিক্ষার ব্যাপারে। এইখানে কক্‌বরক ভাষার কথা বলা হয়েছে, লুসাই ভাষার কথা বলা হয়েছে, মনে হয় যেন ত্রিপুরাতে আর ভাষাভাষী সম্প্রদায় নাই। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমার ভাষা মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীকৃতি দিয়েছিল। তার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। জোট সরকার এসে সেই কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করলেন। আজকে অদ্ভুত লাগল এই বাজেট ভাষনে একট কথা উল্লেখ নাই এই জনগোষ্ঠি সম্পর্কে। তাহলে এই জনগোষ্ঠি কি অবলুপ্ত হয়ে যাবে. এই জনগোষ্ঠীর বিকাশে কি কোন অধিকার থাকবে না। বামফ্রন্ট আমলে ত্রিপুরায় যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় এই ভাষাতে এইটা বন্ধ। মাননীয় মন্ত্রী রতনবাবু নেই। উনি খবর রাখেন কিনা জানিনা. আমোদ, বিলাস. আপ্যায়নে এত বিভোর কোথায় কি আছে না আছে তারা কিছু জানেন না। আজকে আমার অনুরোধ থাকবে এই সমস্ত দুর্বল জনগোষ্ঠির ভাষাগুলিকে আরো পুনরুজ্জীবিত করার জন্য স্টেপ নেওয়া হোক. নইলে বাজেট ব্যর্থ হবে। এই সমস্ত দিক থেকে আলোচনা করে এই বাজেটের বিরোধীতা করে আশা করব বিরোধীদের সমস্ত সমালোচনার পুর্ণ মর্যাদা দিয়ে প্রত্যেকটা কাজকে শোধরাতে চেষ্টা করবেন এবং যাতে ত্রিপুরার জনগণকে তাদের দায়িত্ব বুঝাতে পারেন এই চেষ্টা করবেন, এই কথা বলে বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিক লাল রায় (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ২০শে মার্চ ১৯৯২-৯৩ইং সনের যে বাজেট এই সভায় উত্থাপন করেছেন আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন না করে দিল বিভিন্নভাবে ট্রেজারী বেঞ্চকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। স্যার, এখানে আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলার কথা নিয়ে কয়েকজন সদস্য বেশ নোট করে এনে তথ্য ভিত্তিক বক্তব্য রেখেছেন। তা যে তথ্য দিয়েছেন তা কি তাদের তৈরী করা ঘটনা, নাকি ঠিক ঘটনা। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ১৯৭৮ ইং সনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিবেশ ছিল ১৯৭৮ ইং সনের পরে সেই ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবেশ যে অনেক ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল সেটা বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা স্বীকার করেন কিনা জানি না। যদি না করেন তাহলে আমি এখানে কিছু তথ্য আপনাদেরকে দিতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের যদি কোথাও কোন অঞ্চলে কোন স্পটে একটা সংঘর্ষের খবর প্রচার হয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উৎথাল হয়ে উঠত যে, একটা ঘটনা হয়ে গেছে। কিন্তু বিগত দশ বছর ওনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন প্রত্যেকটা অঞ্চলে অঞ্চলে, স্পটে স্পটে দিনে রাত্রে ঘটনা দুর্ঘটনা হচ্ছে চলছিল। সেখানে চিৎকার করার অধিকার ছিল না, ল অ্যাণ্ড অর্ডারের কথা বলছেন আজকে। ১৯৬৮ সালে যখন ব্লক অফিসে আক্রমন করার পরিকল্পনা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়েছিলেন মেলাঘরে। তখন সেখানে আক্রমন করতে গিয়ে ব্লক অফিসের অফিসারদের আক্রমন, দরজা, জানালা ভাঙ্গচুর, কি উদ্দেশ্যে ওনারা ব্লক অফিসে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব নাই, আন্দোলন আর আন্দোলন, ওনারা হৈ চৈ করেছেন, দাও লাঠি নিয়ে মানুষকে আক্রমন করেছেন এবং পুলিশ গুলি করেছিল একটা, নির্দ্দিষ্ট একটা ছাত্রের গায়ে গুলি বিদ্ধ হয়েছিল। এই একটা ঘটনায় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তখন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল যে, একটা বাচ্চা ছেলে খুন হয়ে গেছে। সেই ছেলেটির নাম কাজল বর্মন। সেই কাজল বর্মনের গুলিতে হত্যায় ঐ সাবডিভিশনের মধ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন, রাজনৈতিক মুনাফা অর্জন করার জন্য। স্যার, এই ছাত্রটি কোন রাজনৈতিক দলের ছিল না। সে রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে। স্যার, তখন আমাদের কংগ্রেসের লোকেরা একটা জীপ গাড়ী নিয়ে সেই বাচ্চাটাকে উদ্ধার করার জন্য গিয়েছিল, ঐ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গুণ্ডারা ছেলেটির ডেডবডিটাকে জঙ্গলে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। সেখান থেকে সেই রুদ্রসাগরকে পার করে নিয়ে আমার কংগ্রেস বন্ধুরা তার শবদেহটা তার মায়ের কাছে নিয়ে যায়, আর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওনারা ওনাদের কমরেড বলে মিছিল করে দেশকে উত্তাল করার চেষ্টা করেছিল। স্যার, এই দুস্থ ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছি আমরা, আর আপনারা চাননি সেটা তাই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচনা মূলক চিৎকার করার জন্য আপনারা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে মিছিল করেছিলেন সেই

সময়ে। তখন কি কমিউনিষ্ট কি কংগ্রেস, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ থাকার কথা ছিল না। তখন এই ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবেশ, এই ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা। আপনারা কমিউনিষ্ট করেছেন, আমি কংগ্রেস করেছি, সবাই মিলে ভাই ভাইয়ের মত যার যার আইডোলোজি নিয়ে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনাদের এই ক্ষমতায় আসার পর, আপনারা যখন ক্ষমতায় আসলেন, তখন কত রামদা যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। আমার দাদা সমরবাবু আপনি বলুন। কিন্তু আমি জানি আপনি সেটা বলতে পারবেন না। যদিও জানেন যে আমার ছোটভাই রসিকলাল সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে ওরা শেষ করে দেবে—তাই আপনি সত্যি হলেও বলতে পারবেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপ শুরু করেছিলেন উনারাই। যখন ত্রিপুরায় প্রথম রাবার চাষ শুরু হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাননি—লক্ষণঢেপায় কারা আন্দোলন করেছিলেন এবং দাবী করেছিল যে এইখানে রাবার বাগান করা যাবে না। তখন কংগ্রেস সরকার কিন্তু এই রাবার বাগান সেখানে করেছিলেন। সেদিন আপনারা বাঁধা দেন। আর আজকে আপনারা বলছেন যে এখানে রাবার চাষ করা দরকার। এই রাবার চাষ ত্রিপুরাতে প্রথম করেছিল কংগ্রেস সরকার। কিন্তু তখন আপনারা বাঁধা দিয়েছিলেন কেন ?

মিঃ স্পীকার স্যার, ল এণ্ড অর্ডার সম্পর্কে উনারা বলেছেন। কিন্তু সেই ১৯৭৮ সনে উনারা যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যের ল-এণ্ড অর্ডার ছিল। কিন্তু উনারা ক্ষমতায় আসার পরই ত্রিপুরায় শুরু হয়ে যায় খুন সন্ত্রাস, রাহাজানি। উনারাই রামদাও নিয়ে তখন দৌড়াদৌড়ি করেছেন—মানুষ তখন ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতো, তারা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতো। পুলিশের কাছে গিয়েও কোন লাভ হতো না, কোন বিচার তারা পেত না, পুলিশ খুনী সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করতো না। তখন উনারা যারা নেতা আছেন উনারা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমাদের একজন কেডারও যেন গ্রেপ্তার না হয়। কিন্তু মানুষ সেটা বরদাস্ত করেননি। আপনাদের জারি করা সেই ১৪৪ ধারা যখন উদয়পুরে জারি করে ছিলেন তখন সে আইনটা কারা ভেঙ্গেছিল ? আপনাদের ক্যাডাররাই শত শত ক্যাডার রামদাও নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মিছিল করে--সেটা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন ? এই যদি ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি হয়ে থাকে আপনাদের আমলে তাহলে আইন শৃংখলা প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠবে। আমরাতো বলছি না যে আইন শৃংখলা একেবারে ভাল হয়ে গেছে। আমরা এসেছি মাত্র চার বছর হয়, আপনাদেরই সময়ের আইন শৃংখলা আমরা পেয়েছি কিন্তু আমার জোট সরকার কঠোর হাতে সন্ত্রাসবাদীদের দমন করে ত্রিপুরায় আইন শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছেন। তবু বলছিনা যে, একেবারে ভাল হয়ে গেছে। দুই একটা ঘটনা যে ঘটছে না , তা নয়, দুই একটা ঘটছে, কিন্তু আপনাদের সময়ে যেখানে ডেইলী দশটা ঘটনা ঘটতো সেখানে

হয়তো কোন কোন দিন একটি ঘটনা ঘটছে। তাহলে আপনাদের সরকারের আমলে এবং আমাদের সরকারের আমলের আইন শৃংখলার মধ্যে কি ডিফারেন্সটা সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। আর এই বাজেট যদি আপনারা অনুমতি না দেন-আপনারা ভাবছেন যে বাজেটের বিরোধীতা করে ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থকে, জনগণের উন্নতিকে বন্ধ করতে পারবেন, কিন্তু সেটা তো হবে না। আর আপনারা যদি এই বাজেটের পাশ না দেন তাহলে আপনারাই বিপদে পড়বেন বেশী, কারণ আপনারা এইখানে যে এসেছেন তার জন্য আপনাদের টি, এ, ডি, এ, ইত্যাদি দিতে হবে-সেটা আর দেওয়া হবে না। কাজেই আপনাদের খোরাকি বন্ধ হয়ে যাবে।

আরেকটা কথা স্যার, এই সরকার ল-এন্ড অর্ডার রক্ষা করবার জন্য অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। আর এখন সন্ত্রাসবাদীদের যারা ধরা পড়ছে তারা সকলেই আপনাদের লোক, আপনাদেরই বন্ধু। তাই আপনারাই এখন চিৎকার করে বলছেন যে, আমাদের রাজনৈতিক বন্ধুদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনারা আপনাদের বন্ধু-দের সাবধান করে দিন।

স্বরাষ্ট্র সম্পর্কে এত বড় কথা যেহেতু বলেছেন এই হাউসে আজকে ১৬শে মার্চ। ৩১শে মার্চের পর, আমি বলছি আমাদের সরকার এব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয়। আপনারা যখন কথা দিয়েছিলেন যে ল এন্ড অর্ডার এখনো ঠিক হয় নাই। ল এন্ড অর্ডার ঠিকই আছে। আপনাদের বন্ধুদের সাবধান করুন। ৩১ তারিখের পরে কেউ রেহাই পাবেন না। কারণ চিন্তু বাবুদের জানা নেই যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একটা অংশকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লুটতরাজ করার জন্য। উগ্রতা-ভয় দেখিয়ে অর্থ লুট করার জন্য। মানুষকে খুন করে অর্থ লুট করার জন্য। এটাকেই আপনারা কখনও এ, টি, টি, এফ বললেন আবার বলেন টি, এন, ভি। কত যে সেটার নাম দেওয়া হয়েছে, সেটা আমি বলতে পারব, না আপনারাই বলতে পারবেন। আমি এত কথা বলতে পারি না। এটার মোকাবেলা করতে গেলে পুলিশ যদি কাউকে ধরে তাহলে আপনারা চিৎকার করতে থাকেন যে আমাদের লোককে ইচ্ছা করে ধরছে।' এই ধরণের উগ্রপন্থা বন্ধ করে দিন। দেশে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করুন। দেখুন না দেশ কত সুন্দর ভাবে চলে। আইনশৃংখলা এবং উন্নয়ন মূলক সব কাজই ঠিক ঠিক ভাবে চলছে। তবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই গঠনমূলক সমালোচনা এবং সাহায্য আপনাদের কাছে আশা করি। আপনারা জোট মন্ত্রীসভার কোন মন্ত্রীর কাছেই রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে আলোচনা করেন নাই আপনারা কেবল চান অফিসে অফিসে কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকুক। সেটা আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন। আপনারা ভাবেন যে বিধানসভায় আমরা বলতে পারব। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গেলে কি হবে ? এর আগে কেন জানাননা একজন মন্ত্রীকে। আপনারাতো বলতে পারেন যে কোথায় ভুল হচ্ছে। একজন মন্ত্রীকে গিয়ে সেটা বলার সৈজন্যতাটুকু আপনারা দেখান নাই। কোন সদস্য কি এই চারটি বছরে জনসাধারণের হয়ে কোন অভিযোগ করেছেন এই মন্ত্রীসভার কোন মন্ত্রীর কছে ? বলেন ? না, এই সভায় ছাড়া আর কোথাও বলেন নাই। এটাতো লক্ষ করে দেখতে হবে। আপনারা কি চান না যে দেশের উন্নতি হোক ? একজন মন্ত্রীর কাছে আপনারা বলেছিলেন ? যে অমুক জায়গাতে তমুক কাজটা করতে হবে। নগেন্দ্র বাবুর কাছে গিয়ে কি বলেছেন যে নগেন্দ্রবাব, অমুক জায়গায় সারের অভাব। কোথাও মারপিট করে কেউ মারা গেলেই

চিৎকার করে বলতে থাকেন মারা গিয়েছে। আরে মশাই আগেও তো বলতে পারতেন। যেহেতু জানতেন যে মারপিট হতে পারে। সবাই সবাইকে সাহায্য না করলে দেশ বাঁচবে না। আগেইতো বলেছিলাম, আমরা যখন বিরোধী ছিলাম, আপনারা যদি সঠিক ভাবে কাজ না করেন আমরা যদি চাই আমরাও ট্রেজারী বেঞ্চে চলে যেতে পারব। আপনারা বিরোধী বেঞ্চে চলে যেতে পারেন। এটাইতো আজকে সত্য কথা। ল এণ্ড অর্ডার আগে যা ছিল তার থেকে ৯৯ শতাংশ ভাল চলছে এখন। অস্বীকার করতে পারবেন না। পাশেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আছে। সেখানে গিয়ে খতিয়ে দেখুন না। সল্ট লেকের অবস্থাটার একটু খবর নিনতো। ব্যারাকপুরের অবস্থাটা একবার খবর নিনতো। আপনারা এখানে কোন সাহসে চিৎকার করেন? আপনাদের সময়ে গণ্ডায় গণ্ডায় খুন হয়েছে। সেখানে আমাদের রাজ্যেতো পারেন না। চিৎকার উঠছে না? জোট সরকারের কোন সমালোচনা করার অধিকার আপনাদের নেই। আপনারা জনসাধারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না। শুধু সুযোগ খুঁজছেন যে বিধানসভায় কথাটা যদি বলি তাহলে হয়ত পত্রিকায় উঠবে এবং মানুষ বলবে যে আমাদের জন্য কিছু করছে। এটাইতো আপনাদের ক্যাপিটেল। ইউ হেভ্ নো আদার ক্যাপিটেল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী আর কতটুকু সময় লাগবে?

শ্রীরসিকলাল রায় (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন। স্যার, ওনারা আমাদের সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেছেন কাঠ নাকি আমরা চুরি করে ফেলি। স্যার, ওনাদের আমলে ফরেস্ট মন্ত্রী ছিলেন, ওনারা গ্রামের আশপাশ থেকে হাজার নয় লক্ষ লক্ষ শাল গাছ চুরি হয়েছে। এটা একটা গাঁওসভার কুলুবাড়ী, পাঁচনালিয়া থেকে আরম্ভ করে মতিনগর থেকে আরম্ভ করে যে প্লেনটেশন ছিল কংগ্রেস আমলের, সেই প্লেনটেশন কে করেছিল? সেই প্লেনটেশন আপনাদের বন্ধুরা আপনাদের দশ বছরে ক্ষমতায় থাকা কালীন সমস্ত শাল গাছ কেটে প্রকাশ্য দিবালোকে বাংলাদেশে পার করেছেন, অস্বীকার করতে পারবেন? স্যার, ১৯৮৬ ইং সালে এই বিধানসভায় আমি বলেছিলাম, বক্তব্যের মধ্যে এই ধরনের একটা মাইকের সামনে, ঐ টেবিলে ছিলাম। তখন আমি বলেছিলাম যে, আপনারা কাঠ কাঠ করে চিৎকার করেন, কাঠের চোরতো আপনাদের মন্ত্রীসভার সদস্য। আমি বলেছিলাম ১৯৮৬ ইং সালে। নৃপেনবাবু আমার বক্তব্যের উপর চেলেঞ্জ করেছিলেন। আমি ভাবছিলাম নাম বলব না, লজ্জা দেব না। আর নৃপেনবাবু আমাকে চেলেঞ্জ করে ধরে বসলেন নাম বলতে হবে। আমি স্যার নাম বলেছিলাম আরবের রহমানের বাড়ীতে প্রচুর লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ আছে। আর সেখানে এই আওয়াজ যখন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় যখন আকাশবানী রেডিওর

মাধ্যমে যখন প্রচার হয়ে গেল তখন বর্ডারের কুলুবাড়ী বি, এস, এফ, ক্যাম্প রেডিওর আওয়াজ শুনে রাত্রি ৯টার সময় আরবের রহমানের বাড়ী থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ সীজ করেছিল। আর ওনারা বলছেন আমার কংগ্রেসের লোকেরা কাঠ ধ্বংশ করছে। অস্বীকার করুন, আমার সমর দাদার সামনে বলেছিলাম। আমার সমর দাদার কথার বাইরে আরবের রহমান কোন কাজ করত না। আরবের রহমানের হিম্মত ছিল না, আমার সমর দাদার কথার বাইরে কাজ করা। আমি জানি না আমার সমর দাদা এর মধ্যে কতটুকু জড়িত।

(গণ্ডগোল)

আমি আশা করব এই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ফরেস্ট ধ্বংস হয়েছে এটার জন্য এই সরকার দায়ী নয়। বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণভাবে তার দায়িত্ব ছিল, সেটা সেই আমলে ধ্বংস হয়েছে। এখন আমরা নতুন করে ঐ আমলাদের খালি করা মাঠগুলির মধ্যে প্লেনটেশন শুরু করেছি, আমাদের কাজ করতে দিন। কিন্তু নেই ত্রিপুরা রাজ্যে আট কোটি টাকার রেভিনিউ আসত ফরেস্ট থেকে। সেটা আপনারা আসতে দেননি। আমি আশা করব ফরেষ্ট সম্পর্কে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এসকে দোষারূপ করে আর দ্বিতীয়বার কোন বক্তব্য রাখবেন না তাহলে আমার কাছে আরও কিছু পুঁজি আছে। স্যার, ফিসারী। মাননীয় সদস্য বিমলবাবু এখানে ওনার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন আমাদের মন্ত্রী নাকি এবং আমরা নাকি কলিকাতা, দিল্লী কোথায় আমরা সেমিনার করেছি বড় বড় ইনডাষ্ট্রি করার জন্য। সেখানে নাকি আমরা ১০ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। স্যার, সঠিক তথ্য দিলে খুশী হতাম। ঠিকই টাকা খরচ করেছি, কলকাতায় হয়েছে। সেখানে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে নট ২০ লক্ষ টাকা। এবং এই দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে ত্রিপুরা রাজ্যে গ্যাস বোতল কারখানা হচ্ছে। যার পরিণামে আমরা সারে পাঁচশ কর্মী নিয়োগ করতে পারব।

(গণ্ডগোল)

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি, আপনারা এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন তা সত্য নয়। এই বক্তব্য হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাখা হয়েছে। আমাদের সেমিনার করতে হবে দেশের উন্নয়নের জন্য, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য। এটাকে আপনারা বাধা দেন। যদি একটা সেমিনার করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের লাভ হয় তা হলে আপনারা না করতে পারবেন ? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ওরা যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এখানে কোন সত্য তথ্য পরিবেশন করা হয় নাই। যাই হোক ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে আপনাদের আমলেও দেখেছি আর আমাদের আমলেও দেখেছি।

ফিসারীর জন্য আপনারা কিছুই করেননি, অথচ বাজেটে টাকা আপনারাও রেখেছেন আর আমরা রেখেছি। আমাদের আমলে অর্থাৎ ১৯৯১-৯২ ইং সনে আমাদের ফিসারী ডিপার্টমেন্ট প্রতিটি গ্রামে পুকুর খনন করেছে, পুকুর মেরামত করছে এবং তার আউট পুট গ্রামে নিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু আপনারা কোন কাজ গত ১০ বৎসর করতে পারেননি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী : জেলের কথা কিছু বলুন আপনি তো জেলের মন্ত্রী।

শ্রীরসিকলাল রায় (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুবোধবাবু এখানে একটা প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, এখানে একটি বক্তব্যের মাধ্যমে উনি বলেছিলেন খুব সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে। এটা যদি সত্যিকারের ঘটনা হত এবং এর যদি আপনারা প্রতিকার চাইতেন তা হলে নিশ্চই আপনারা সরকারের নলেজে নিতেন। অভিযোগটা কি, অভিযোগটা হল ধর্মনগরের কোন এক চেয়ারম্যান সরকারী সেলাই মেশিন, সরকারী টি, ভি. একটা বিয়েতে যৌতুক হিসাবে দিয়েছেন। খুবই লজ্জাকর কথা, খুবই লজ্জাস্কর অভিযোগ। এই ধরনের অভিযোগই আপনারা করবেন। কারণ আপনারা আর কোন অভিযোগ পাবেন না। এই ধরনের কথা হাউসে বলা ঠিক না। যদি সত্যিকারের প্রতিকার চাইতেন তা এইভাবে একটা লোককে তার ভাবমূর্তি নষ্ট না করে আপনারা অভিযোগ জানাতে পারতেন। আপনাদের অভিযোগ জানানোর অধিকার আছে। খগেন্দ্রবাবুও উনার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে, যুব সমিতি এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটা ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যাক এমন বক্তব্য উনি এখানে রেখেছেন, এটা আপনাদের চিরাচরিত স্বভাব যে, আপনারা ট্রাইবেল বাঙালীর মধ্যে ঝগড়া লাগিয়েছেন, লাগাবেন, এবং চক্রান্ত করেছেন না হলে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন দিন আপনারা ক্ষমতায় আসার পূর্ব মূহূর্ত পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কোন রকম ট্রাইবেল বাঙ্গালী বিচ্ছেদ ছিল না। যে রকমের সন্ত্রাস আপনাদের চিন্তা ধারায় হয়েছে। এব যে হিন্দু মুসলমান লাগুক কাটাকাটি হউক, হোক দাঙ্গা এই ফয়দা আপনারা চান। কিভাবে উগ্রপন্থী সৃষ্টি করা যায় এটা ভাল করে জানেন সমরদা এবং মাখনদার থেকে রসিরামবাবু। আপনারা গোলমাল সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৭শে মার্চ শুক্রবার ১৯৯২ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. :— 7.

Name of the Member :— Shri Badal Choudhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :

১। রাজ্যে উগ্রপন্থী কাজের সঙ্গে জড়িত সংগঠন কতটি এবং তাদের নাম কি ?

২। এই সমস্ত সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। ১৯৯১ ইংরেজী ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৯২ ইংরেজী ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই সমস্ত উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির কত লোক ধরা পড়েছে বা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman,
Chief Minister, Tripura.

১। ২টি সংগঠন বর্তমানে সক্রীয়

১। এ, টি, টি, এফ (A. T. T. F)

২। এন, এল, এফ, টি (N. L. F. T)

২। বর্ত্তমানে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। ১৯৯১ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৯২ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ৮৪ জন এ. টি, টি, এফ নামধারী উগ্রপন্থী সংগঠনের লোক ধরা পড়েছে এবং ৭১ জন সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

Admitted Starred Question No. 20.

Name of the Member :— Makhan Lal Chakraborty, MLA.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন নং ১। মিষ্টি জলে বড় চিংড়ি (অর্থাৎ গলদা চিংড়ি) উৎপাদন প্রকল্পে রাজ্যের কত মৎস্যচাষী উপকৃত হয়েছেন; এই প্রকল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ কত ?

উত্তর নং ১। ১২৮ জন মৎস্যচাষী উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় নি।

প্রশ্ন নং ২। রাজ্যের কাছিম প্রকল্পের (উদয়পুর মহারাণীতে অবস্থিত) কত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্য কত অর্থ ব্যয় করেছেন,

উত্তর নং ২। এই প্রকল্প এখনও শুরু হয়নি এবং কোনও অর্থ ব্যয় হয় নি।

প্রশ্ন নং ৩। গলদা চিংড়ি প্রকল্পে সরকার এখন পর্য্যন্ত কত অর্থ ব্যয় করেছেন ?

উত্তর নং ৩। গলদা চিংড়ি প্রকল্পে এখন পর্য্যন্ত ১,৫৫,১৯১'৫০ (একলক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত একানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) ব্যয় হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 28

Name of the Member : Shri Samar Choudhruy, MLA.

Will the Hon'ble Ministcr-in-Chargc of the Home Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য যে মেলাঘর থানা অন্তর্গত জুমেরঢেপা গ্রামের জনৈক খোকন দেবনাথ সেশন কোর্টের বিচারে খুণের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আপীল কেইসে জামীনে মুক্ত হয়েছে,

২। ইহা কি সত্য যে জামীনে থাকা অবস্থায় পুনরায় খুনের অপরাধ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি বহু মামলায় এই অপরাধী থানায় বার বার অভিযুক্ত হয়েছে,

৩। যদি সত্য হয় তবে তার বিরুদ্ধে আইনতঃ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of in a Minister : Shri Samir Ranjan Barman,
Chicf Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, জুমেরঢেপা গ্রামের হরেন্দ্র দেবনাথের ছেলে শ্রী খোকন দেবনাথ সোনামুড়া থানার দায়েরকৃত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪৪৭/৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (৭) ৮৫ পরি-

প্রেক্ষিতে গত ১-৬-৮৭ ইং তারিখ মাননীয় এডিশনাল সেমন জাজ কোর্ট থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু বর্তমানে মাননীয় গোহাটী-হাইকোর্টের আদেশ মূলে জামিনে মুক্ত আছে।

২ নং ও ৩ নং } হ্যাঁ,

জামীনে মুক্ত থাকা অবস্থায় শ্রীখোকন দেবনাথ, সোনামুড়া ও মেলাঘর থানায় দায়েরকৃত নিম্নলিখিত ১১-টি অভিযোগে জড়িত ছিল ঃ—

১।	সোনামুড়া থানায় দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং ১ (৪) ৮৮,				ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮-১৪৯-৪৪৮-৩২৩ ৪৩৬ ধারা,
২।	,,	,,	,,	,,	নং-২৩ (১) ৮৮, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩-৪৪৮-৩৮০ ধারা
৩।	,,	,,	,,	,,	নং-১৬ (২) ৮৯ ভারতী দণ্ডবিধির ১৪৮-১৪৯-৩২৫ ধারা,
৪।	,,	,,	,,	,,	নং-১৫ (৩) ৮৯ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৪-৩৮০ ধারা,
৫	,,	,,	,,	,,	নং-৬ (১০) ৯০ ভারতীয় দণ্ডবিধির, ৪৫৭-৩৫৬-৫১১-৫০৬ ধারা,
৬।	,,	,,	,,	,,	নং-১ (৫) ৮৮ ভারতীয় দণ্ডবিধির, ১৪৮-১৪৯-৪৪৮-৩২৩-৪৩৬ ধারা,
৭।	,,	,,	,,	,,	নং-২১ (৬) ৮৮ ভরতীয় দণ্ডবিধির, ৩৪১-৩২৩-৫০৬-৪২৭ ধারা,
৮।	,,	,,	,,	,,	নং-৪ (৯) ৮৮ ভারতীয় দণ্ডবিধির, ১৪৮-১৪৯-৩২৩-৩৪১-৩৪৭ ৩৯৫-৩৯৭ ধারা,
৯।	,,	,,	,,	,,	নং-২৩ (১০) ৮৮ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩-৪৪৮-৩৮০ ধারা,
১০।	,,	,,	,,	,,	নং-৫ (৫) ৯০ ভারতীয় দণ্ডবিধির, ৩৭৯-৪২৭ ধারা,

১১। „ „ „ „ নং-২(৭) ৯০, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮-১৪৯-৩২৪ এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা।

১ নং হইতে ১০ মোকদ্দমা ফাইন্যাল রিপোর্ট দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি ঘটে। মেলাঘর থানায় দায়েরকৃত মোকদ্দমার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীখোকন দেবনাথ ও অন্যান্য ৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের মাধ্যমে মোকদ্দমাটির নিষ্পত্তি ঘটে।

Admitted starred Question No. 30

Name of Member :—Shri Badal Choudhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Departme nt be pleased to state :—

১। ১৯৮৮ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯২ ইংরেজীর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বিলোনিয়া মহকুমার কোন্ কোন্ জায়গার সি, পি, আই (এম) র পার্টি অফিস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, ভাঙচুর করা, জবরদখল করা লুটপাট করা সম্পর্কে বিলোনীয়া মহকুমার চারটি থানা (বিলোনিয়া, পুরান রাজবাড়ী, বাইখোরা এবং শান্তির বাজার) কতটি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে

২। পার্টি অফিসে আগুন দেওয়া, জবরদখল করা, ভাঙচুর ও লুটপাট করার ব্যাপারে পুলিশ কতজন-কে গ্রেপ্তার করেছে ?

ANSWER

Name of Minister : Shri Samir Rnajan Barman
Chief Minister.

১ নং ও
২ নং প্রশ্নের উত্তর } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Name of member :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to State—

১। উত্তর ত্রিপুরা আমবাসা কাঞ্চনপুর এবং মনুঘাট বাজারগুলিতে মার্কেট শেড তৈরী করার জন্য সরকারের কোন্ পরিকল্পনা আছে কি।

২। যদি পরিকল্পনা না থাকে তাহা হইলে তাহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI NAGENDRA JAMATIA)

১। আপাতত ঃ নেই।

২। আমবাসা, কাঞ্চনপুর এবং মনু ঘাট বাজারগুলিতে উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা ইতি পূর্বেই করা হয়েছে। সেইহেতু নতুম করিয়া কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই,

Admitted starred question No. 37

Name of Member : Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state.

প্রশ্ন :—' বিলোনিয়া সাব জজ কোর্ট খোলার কাজ কতদূর হয়েছে, এবং কবে নাগাদ চালু করা যাবে ?

উত্তর :— বিলোনীয়া সাব জজ কোর্ট খোলার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার জন্য বিলোনীয়া বাজারের দুইজন প্রতিনিধি দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা জজ, বিলোনীয়ার অতিরিক্ত জেলা জজ এবং আইন দপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে মোট পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার এই ব্যাপারে মাননীয় হাইকোর্টে সঙ্গে আলোচনা ক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হবেন।

Admited starred question No. 38

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State—

১। ইহা কি সত্য যে কৃষি বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক V. L. W. বা A. A. না থাকায় কৃষকদের কাজের অসুবিধ হচ্ছে,

২। সত্য হইলে এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা

Admitted starred question No. 43

Name of the M. L. A.— Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state.

Question :

১। ইহা কি সত্য গত ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে পশুদপ্তরে পশু ডাক্তারদের Training দেওয়ার পরও Fixedpay or consulidated pay তে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তার কারণ ?

Answers : Minister for A. H. Shri Billal Mia.

১। হঁ্যা, সত্য।

২। রাজ্যে পশু চিকিৎসার প্রয়োজনে, সরকারের সিদ্ধান্ত ক্রমে উক্ত পশু ডাক্তারদের, অত্র পশুপালন দপ্তরে Fixed pay তে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

Admitted starred question No. 50

Name of Member : Sri Makhan Lal Chakraborty.

will the Hon'ble Minister-in-Charge of Agriculture Department be pleased to state :

১। বর্তমানে রাজ্যে কয়টি হিমঘর আছে (সরকারী বা বেসরকারী) আলাদা আলাদা হিসাব,

২। চাষীদের আলু ও বিভিন্ন সবজি সংরক্ষনের জন্য তেলিয়ামুড়ায় একটি হিমঘর নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিবেন কি ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI NAGENDRA JAMATIA)

১। রাজ্যে বর্তমানে তিনটি সরকারী এবং একটি বেসরকারী মোট চারটি হিমঘর আছে।

২। আপাততঃ না।

Admitted starred question No. 58

Name of Member : Sri Bidya Ch. DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :

১ নং প্রশ্ন : চলতি আর্থিক বৎসরে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত করঙ্গীছড়া মৌজার নারিকেল বাগানে উপজাতি জুমিয়া ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of Agriculture (Sri Nagendra Jamatia)

১ নং উত্তর : না

Admitted Starred Question No. : 63

Name of Menber : Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state

১। ইহা কি সত্য যে, সম্প্রতি আরক্ষা দপ্তরে তফসিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কিছু পদ de-reserved করা হয়েছে ;

২। সত্য হইলে কারণ এবং পদের সংখ্যা ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Samir Ranjan Barman, Chief Minister, Tripura.

১। হাঁ। নিম্নবর্ণিত কেবল মাত্র দুইটি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত পদ De-resurvation করা হয়েছে। যথা—

(১) ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (রেডিও) অপারেশনাল একটি পদ। ক্রমিক নং ৬। পদটি তপশীলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল।

(২) অফিস সুপারিনটেনডেন্ট একটি পদ। ক্রমিক নং ১। পদটি তফসিলী উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল।

২। উপরে বর্ণিত দুটটি পদই প্রমোশন পদ। De-resrvation করার কারণ হইল তফসিলী উপজাতির মধ্যে ঐ পদের উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর অভাব। তবে এই De-reservation তফসিলী উপজাতিদের কোনরূপ স্বার্থ ক্ষুন্ন করবেনা। De-resrvation শর্তাদিনে করা হয়েছে যে, একটি অসংরক্ষিত পদ যথাসময়ে সংরক্ষিত পদেরপ্রয়োজনে পাওয়া যাইবে অর্থাৎ একের বিনিময়ে এক এইমূলে করা হইয়াছে। তদুপরি ডিপার্টমেন্টের কাজ পরিচালনার স্বার্থে অপরিহার্য্য বিধায় De-reservation করা হয়েছে।

Admitted Starred Queston No : 78
Name of Mamber : Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Law Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তফসিলী জাতি ও উপজাতি নির্য্যাতন নিরোধ আইনটি কার্যকরী করা হয়েছে কি, না :

২। যদি কার্য্যকরী হয়ে থাকে তবে ১৫ই জুলাই, ১৯৯১ ইং পর্য্যন্ত মোট কতটি মামলা রুজু করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে কতজন শাস্তি পেয়েছে।

৩। যদি আইটি কার্য্যকরী না হয়ে থাকে, তবে তার কারণ কি ?

ঃ উত্তর

১। হ্যাঁ। রাজ্যে তপশীলি জাতি ও উপজাতি নির্যাতন নিরোধ আইনটি কার্যকর করা হয়েছে।

২। ১৫ই জুলাই, ১৯৯১ ইং পর্যন্ত কোন মামলা রুজু করা হয়নি।

৩। ১নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

Admritted starred question No. 79

Name of Member : Shri Nakul Das, MLA

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৫ই মার্চ ৯২ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পুলিশ কর্মচারী কতজনকে ১২ মাসের (১৯৯১ এর) কাজে ১৩ মাসের বেতন দেওয়ার বাকি আছে ?

২। যাদের বাকি আছে তার কারণ কি?

ANSWER.

Name of the Minister : Shri Samir Rajan Barman, Chief Minister, Tripura.

১। ৪২৭ জন।

২। ক) ৩৮১ জন পুলিশ কর্মচারী ট্রেনিং এ আছেন যাহারা ১৩ মাসের বেতনের আওতায় পড়েন না।

খ) ২৮ জন পুলিশ কর্মচারী ডেপুটেশনে আছেন যাহারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বোনাস পেয়ে থাকেন তাহারাও ১৩ মাসের বেতনের আওতায় পড়েন না।

গ) ১৭ জন আছেন যাহারা অ-অনুমোদিত ছুটি ভোগ করে কর্তব্যে অবহেলা করেছেন তাঁহাদের ও এই ভাতা দেওয়া হয় নাই।

Admitted starred question No. 114

Name of Member : Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্য বর্তমানে টাডা আইন চালু আছে কিনা ?

২। থাকলে কোন কোন এলাকার জন্য তা চালু আছে ;

৩। এই আইনে এখন পর্য্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ;

৪। টাডা আইন কার্য্যকর করার জন্য রাজ্যে কোন কোন আধা সামরিক বাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা কত ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman,
Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইন চালু আছে।

৩। এই আইনে এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

৪। আইনটি রাজ্য পুলিশ বাহিনীই কার্য্যকর করবে। ইহাতে কোন আধা সামরিক বাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

Admited starred question No. 120

Name of the M. L. A. :—Shri Ratan Lal Ghosh

Will the Minister in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to State.

QUESTION :

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে Sub-sidy তে গোখাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে.

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

৩। Sub-sidy তে গোখাদ্য সরবরাহ করে দুগ্ধবতী গাভী পালকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কোন চিন্তা রাজ্য সরকার করবেন কিনা, এবং

৪। Sub-sidy তে গোখাদ্য দেওয়া কবে থেকে পুনরায় চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer : Minister for A. H. Shri Billal Mia

১। না, ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। Sub-sidy তে দুগ্ধবতী গাভী পালকদের গো-খাদ্য সরবরাহ প্রকল্প বহুদিন যাবত চালু আছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No 132

Name of Member :— Shri Ratan Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

১। রাজ্যে মোট কতটি Agri. Regulated Market আছে ;

২। এই সব মার্কেট থেকে রাজ্য সরকার মোট কত Revenue পান,

৩। খয়েরপুর Agri. Deptt. কর্তৃক বাজারের জন্য ক্রয় করা জায়গায় Shed construction করে Regulated Market করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

৪। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI NAGENDRA JAMATIA)

১। রাজ্যে মোট ২১টি Regulated Market আছে।

২। এই সব মার্কেট থেকে রাজ্য সরকার কোন প্রকার Revenue পান না।

৩। আপাততঃ নেই

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question. No. 142

Name of the Member : Shri Anju Mog

Will the Hon'ble Minister of the information, Cultural Affairs & Tourism Department, Government of Tripura be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সাব্রুম মহকুমায় কোন রেডিও সেন্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	১। না।
২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। আর না থাকলে তার কারণ কি ?	৩। বগাফার রেডিও সেন্টারের কাজ সম্পন্ন হলে সাব্রুমেও অনুষ্ঠান শোনা যাবে। সুতরাং সাব্রুমে আলাদা করে সেন্টার খোলার প্রয়োজন নেই।

Admitted Starred Question No. 152

Name of the Member : Shri Gouri Sankar Reang,

Will the Hon'ble Ministcr-in-Charge of the Home Department be pleased to state :

১। রাজ্যে বিদেশী অনুপ্রবেশ রোধে এবং জন সংখ্যায় স্ফীতি রোধে প্রস্তাবিত Identity Card প্রদানের ব্যবস্থা কবে নাগাদ চালু হবে ;

২। এতে মোট কত টাকা খরচ হবে এবং করে নাগাদ সবাইকে Identity কার্ড প্রদানের কাজ শেষ হবে ?

ANSWER

Name of Minister : Shri Samir Ranjan Barman,
Chicf Minister, Tripura.

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর

রাজ্যে শীঘ্রই Identity Card ইস্যু করার কাজ আরম্ভ করা হবে। এই জন্য প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দেয়া হয়েছে। তবে কবে নাগাদ সবাইকে Identity কার্ড প্রদানের কাজ শেষ হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে মোট কত টাকা খরচ হবে তাও সঠিক এখনই বলা সম্ভব নহে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে ৭২ লক্ষ টাকা এই ব্যাপারে বরাদ্দ করেছে। এছাড়া আরও ৮ লক্ষ টাকা লোন হিসেবে বরাদ্দ করেছে।

Admitted starred Question No. 156

Name of Member :—Shri Ratan Lal Gosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের সমস্ত পুলিশ কর্মচারীগণ বারমাসে তের মাসের বেতন পেয়ে থাকেন,

২। যদি সত্য হয় তবে এই সমস্ত পুলিশ কর্মচারীদের একটা অংশ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ কি ;

৩। পুলিশকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে গণ্য করার পরও তাদের স্কেল না প্রদান করার কারণ কি ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Samir Rnajan Barman
Chief Minister, Tripura.

১। না। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনের বিভিন্ন স্কেল ধার্য্য করা হয়েছে। তন্মধ্যে কনেস্টবলদের তৃতীয় শ্রেণীর ধার্যাকৃত নিম্ন স্কেল দেওয়া হইতেছে।

ANNEXTURE—'B'

Admitted Starred Queston No : 7

Name of the member : – Shri Makian Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to State—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত কতজন নারী ধর্ষিতা হবার পর খুন হয়েছিল, নাম, ঠিকানা, বয়স সহ থানা ভিত্তিক হিসাব ;

২। তার মধ্যে কোন কেইসে কতজন আসামী ধরা পরেছে ; এবং

৩। কতটি মামলা চলিতেছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Name of the Minister : Shri Samir Ranjan Barman, Chief Minister, Tripura.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted starred question No. 12

Name of Member : Sri Samar Choudhury.

will the Hon'ble Minister-in-Charge of Agriculture Department be pleased to state :

১। পুলিশ দপ্তরে গত ১৯৮৮-৮৯, এবং ১৯৯১ বৎসরগুলিতে কোন র‍্যাংকের কোন পুলিশ অফিসারকে কত দিনের জন্য রিএম্‌প্লয়মেন্ট দেওয়া হয়েছিল তাদের নাম ;

২। কোন র‍্যাংকের কোন পুলিশ অফিসারকে রিটায়ার করার মেয়াদের পরেও তিন মাসের অধিক একস্‌টেনশন দেওয়া হয়েছে তাদের নাম,

৩। বর্তমানে রিএম্‌প্লয়মেন্ট প্রাপ্ত কর্মরত পুলিশ অফিসারদের র‍্যাংক সহ নাম ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Samar Ranjan Barman, Chief Minister, Tripura.

১ নং ও
২ নং প্রশ্নের উত্তর } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে

Admitted starred question No. 13

Name of the Member — Shri Samar Choudhury.

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন কোন থানা এলাকায় গত ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০ এবং ১৯৯১ বৎসরগুলিতে কত সংখ্যক ডাকাতি এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ডাকাতির ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২। এই সকল ডাকাতির ঘটনায় কোন বৎসর কতজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হয়েছিল এবং কতজন ডাকাতদলের আক্রমণে অথবা আক্রমণ জনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে।

৩। কোন বৎসর কতজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ডাকাতদলের কাছ থেকে বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Samir Ranjan Barman,
Chief Minister, Tripura.

১ নং ২ নং ৩

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

রাজ্যের থানার এলাকাসমূহে গত ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০ এবং ১৯৯১ বৎসরগুলিতে সংগঠিত ডাকাতির সংখ্যা, এই সমস্ত ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়ার সংখ্যা, ডাকাতদলের আক্রমণে অথবা আক্রমণজনিত কারণে মৃতের সংখ্যা গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা এবং ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্রের হিসাব নিম্নে দেয়া গেল ঃ

সন ১৯৮৮

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যব করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৈলাশহর	—	—	.	—	—	—
ফটিকরায়	৫	২	৬	—	১০	১টি দেশী পিস্তল
মনু	১	—	—	—	৭	—
ছামনু	—	—	—	—	—	—
ধর্মনগর	২	—	১	—	৬	—
পানিসাগর	১	১	৫	—	৪	—
চোরাইবাড়ী	—	—	—	—	—	—
কাঞ্চনপুর	৫	৩	১৯	—	৩৪	—
পেঁচারথল	—	—	—	—	—	—
দামছড়া	১	১	৫	—	৮	—

সন—১৯৮৮

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবঃ করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা
১	১	৩	৪	৫	৫	৬
ভাঙ্গমুন	—	—	—	—	—	—
কমলপুর	১	—	—	—	১	—
সালেমা		—	.	—	—	—
আমবাসা	—	—	—	—	—	—
(সন—১৯৮৯)				(সন—১৯৮৯)		
কৈলাশহর	৫	৩	—	—	১০	—
ফটিকরায়	—	—	—	—	—	.
মনু	১	১	১	—	৩	—
ছামনু	৩	১	২	১	৪	১টি দেশী পিস্তল
ধর্মনগর	১	—	—	—	২	—
পানিসাগর	৬	-	৩	—	৯	—
চোরাইবাড়ী	—	—	—	—	—	—
কাঞ্চনপুর	১	—	—	—	—	—
পেঁচারথল	—	—	—	—	—	—
দামছড়া	৩	—	১০	—	১৫	—
ভাঙ্গমুন	—	—	—	—	—	—
কমলপুর	১	—	—	—	১	—
সালেমা	—	—	—	—	—	—
আমবাসা	১	১	১	—	২	—
(সন—১৯৯০)					(সন—১৯৯০)	
কৈলাশহর	১	১	১	—	৯	—
কটিকরায়	৫	১	১২	—	২৭	১টি দেশী পিস্তল
মনু	৪	৩	২	—	২১	২টি দেশী পিস্তল
ছামনু	—	—	—	—	—	—

সন—১৯৮৮

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধর্মনগর	১	---	—	—	৪	--
পানিসাগর	২	১	২	—	১৭	—
চোরাইবাড়ী	---	—	—	---	—	--
কাঞ্চনপুর	৩	৩	৪	১	১৮	১টি এস,বি এস,এল গান
পেঁচারথল	৫	৫	৫	১	৮	৪টি দেশী বন্দুক
দামছড়া	১	১	---	---	৯	১টি দেশী বন্দুক
ভাঙ্গমুন	-			----	—	—
কমলপুর	৫	—	--	—	৪	—
সালেমা	---	—	—	—	—	—
(সন ১৯৯১)					(সন ১৯৯১)	
কৈলাশহর	৭	৩	৭	—	২৩	১টি দেশী বন্দুক
ফটিকরায়	২	২	২	১	১৩	—
মনু	৯	৭	৫	১	৩৩	—
ছামনু	৪	৪	৯	৩	১২	৮টি দেশী বন্দুক ও ৩টি দেশী পিস্তল।
ধর্মনগর	৪	—	১	—	৩৫	—
পানিসগর	১	১	—	—	৫	—
চোরাইবাড়ী	১	—	১	—	৪	—
কাঞ্চনপুর	৮	৭	১০	২	৫	১টি এসবিএসএল পিস্তল
পেঁচারথল	৫	২	৫	—	৪	২টি দেশী বন্দুক
দামছড়া	—	—	—	—	—	—
ভাঙ্গমুন	১	১	—	—	৪	—
কমলপুর	২	—	—	—	—	—
সালেমা	—	—	—	—	—	—

সন—১৯৮৮

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবঃ করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৫	৬
আমবাসা	১	-	৩	—	৯	—
						(সন — ১৯৮৮)
আর,কে, পুর	১	—	১	—	১	—
কিল্লা	১	১	—	—	৪	—
বিলোনীয়া	৬	—	২	—	৪	—
পি,আর, বাড়ী	২	—	—	—	—	—
শান্তিরবাজার	—	—	—	—	—	—
বাইখোরা	—		—	—	·	—
সাব্রুম	২	—	২	—	৮	—
মনুবাজার	১	·	১	—	—	—
বীরগঞ্জ	—	—	—	—	—	—
নূতনবাজার	—	—	—	—	—	—
অম্পি	—	—	—	—	—	—
তইদু	—	—	—	—	—	—
গণ্ডাছড়া	—	—	—	—	—	—
গঙ্গানগর	—	—	—	—	—	—
রৈশ্যাবাড়ী	—	—	—	—	—	—
(সন-১৯৮৯)				(সন-১৮৮৯)		
আর,কে, পুর	৬	৬	৬	—	১৭	—
...ল্লা	২	২	—	—	—	—
...নীয়া	৬	—	৩	—	৮	—
[illegible]	৮	—	—	—	১৪	—
		১	—	—	—	—
		—	২	—	১৬	—

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রে সংখ্যার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাব্রুম	৩	—	২	—	৮	—
মনুবাজার	—	—	—	—	—	—
বীরগঞ্জ	৩	২	২	—	১১	—
নূতনবাজার	২	—	২	—	১৪	—
অম্পি	—	—	—	—	—	—
তইদু	—	—	—	—	—	—
গণ্ডাছড়া	—	—	—	—	—	—
গঙ্গানগর	—	—	—	—	—	—
রৈশ্যাবাড়ী	—	—	—	—	—	—

সন—১৯৯০

থানার নাম	২	৩	৪	৫	৬	৭
আর. কে. পুর	৩	৩	২	—	১৫	—
কিল্লা	—	—	—	—	—	—
বিলোনীয়া	৫	—	—	—	১২	—
পি. আর. বাড়ী	২	—	—	—	৩	—
শান্তির বাজার	১	১	—	—	৩	২টি দেশী বন্দুক
বাইখোরা	১	—	১	—	১	—
সাব্রুম	২	—	১	—	১	—
মনুবাজার	১	—	—	—	২	—
বীরগঞ্জ	১	—	—	—	২	—
নূতনবাজার	৬	—	৫	—	৪	—

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যব: করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রে সংখ্যার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অম্পি	১	—	—	১	—	—
তইদু	১	১	—	—	৩	১টি দেশী বন্দুক
গণ্ডছড়া	—	—	—	—	—	—
গঙ্গানগর	১	—	১	—	—	—
রৈশ্যাবাড়ী	৪	২	২	—	১০	—

(১৯৯১—সন) (১৯৯১)

আর. কে পুর	১৭	১৫	৮	—	৪৫	৪
কিল্লা	২	১	১	—	২	—
বিলোনীয়া	১	—	—	—	২	—
পি. আর. বাড়ী	২	—	—	—	—	—
শান্তির বাজার	১	—	—	—	—	—
বাইখোরা	২	—	৪	—	৮	—
সাব্রুম	১	—				
মনুবাজার	—	—	—	—	—	—
বীরগঞ্জ	২	১	—	—	১৪	৩টি দেশী বন্দুক
নূতন বাজার	২	—	—	—	৬	—
অম্পি	৩	—	২	১	৫	—
তইদু	৩	৩	—	—	৩	৬টি দেশী বন্দুক

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
গণ্ডাছড়া	৩	৩	২	—	১০	২টি দেশী বন্দুক
গঙ্গানগর	৯	৩	১	—	৫	—
রৈশ্যাবাড়ী	৬	৪	৪	—	৫	—
সন—১৯৮৮						
কল্যাণপুর	১	—	—	—	—	—
জিরানীয়া	৬	৪	৮	১	৪১	—
পুর্ব আগরতলা	২	—	১	—	—	—
আমতলী	—	—	—	—	—	—
মেলাঘর	—	—	—	—	—	—
সোনামুড়া	৯	৪	৬	১	৬	—
বিশালগড়	৩	—	—	১	৩	—
কলমছড়া	১	১	—	—	১	—
টাকারজলা	২	—	—	১	৬	—
খোয়াই	১	—	—	—	—	১টি এস. বি, এম, এল বন্দুক
যাত্রাপুর	—	—	—	—	—	—
সিধাই	৬	১	৫	—	১৩	—
তেলিয়ামুড়া	—	—	—	—	—	—
পশ্চিম আগরতলা	—	—	—	—	—	—
এয়ার পোর্ট	—	—	—	—	—	—

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবঃ করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সন ১৯৮৯					সন ১৯৮৯	
কল্যাণপুর	১	১	—	১	৬	—
জিরানীয়া	৪	১	৮	—	১	—
পুর্ব আগরতলা	—	—	—	—	—	—
আমতলী	৩	—	—	—	—	—
মেলাঘর	১	—	—	—	—	—
সোনামুড়া	২	১	৩	১	৭	—
বিশালগড়	১২	১	—	—	১৪	—
কমলছড়া	৫	৪	—	১	৫	—
টাকারজলা	২	১	—	—	৫	—
খোয়াই	২	১	—	—	২	—
যাত্রাপুর	২	—	১	—	৬	—
সিধাই	৫	১	—	—	২	—
তেলিয়ামুড়া	—	—	—	—	—	—
পশ্চিম আগরতল	—	—	—	—	—	—
এয়ারপোর্ট	—	—	—	—	—	—
(সন—১৯৯০)						
কল্যাণপুর	—	—	—	—	—	—
জিরানিয়া	৯	৫	১২	—	৬	৪টি রাইফেল ৮টি কার্তুজ
পুর্ব আগরতলা	১	—	৪	—	—	—
আমতলী	—	—	—	—	—	—
মেলাঘর	—	—	—	—	—	—
সোনামুড়া	৫	৪	৩	—	১৩	—
বিশালগড়	৫	১	—	৩	৩	—

থানার নাম	ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবঃ করে ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসীত হওয়ায় মৃত্যু	ডাকাতদলের আক্রমণে বা আক্রমণ-জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ডাকাতের সংখ্যা	ডাকাতদলের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কলমছড়া	২	—	—	—	—	—
টাকরা জলা	—	—	—	—	৩	—
খোয়াই	২	—	—	—	—	—
যাত্রাপুর	১১	—	—	—	৬	—
সিধাই	২	৩	—	২	২	—
তেলিয়ামূড়া	—	১	—	—	৫	—
পশ্চিম আগরতলা	—	—	—	—	—	—
এয়ারপোর্ট	—	—	—	—	—	—
			(সন—১৯৯১)			
কল্যাণপুর	১	...	...	...	...	...
জিরানীয়া	৫	২	৯	৩	৩	১টি ৩০৩ রাইফেল
পূর্ব-আগরতলা	১	...	...	...	...	...
আমতলী	...	...	...	...	...	...
মেলাঘর	৪	৩	...	...	...	...
সোনামুড়া	৩	২	১	...	...	...
বিশালগড়	৬	...	...	...	...	...
কলমছড়া	...	...	...	...	...	...
টাকারজলা	১	...	...	১	৩	...
খোয়াই	৫	৩	...	...	১	...
যাত্রাপুর	...	.	...	...	...	...
সিধাই	৭	৩	...	১	...	...
তেলিয়ামুড়া	১	...	...	...	...	...
পশ্চিম আগরতলা	১	...	...	১	...	...
এয়ারপোর্ট	৪	...	...	...	৪	...

Admitted Un-started Q. No. 14

Name of the member :—Sri Samar Chaudhuri.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to state :—

১। রাজ্যে কোন্ কোন্ থানায় কত সংখ্যক case সেসন কোর্টে বিচারাধীন রেকর্ডে লিপিবদ্ধ

২। এই সকল অপরাধের অভিযোগগুলি কত সংখ্যায় বর্ত্তমানে ইনভেষ্টিগেশনে আছে, এবং কত সংখ্যার চার্জসীট হয়েছে এবং অভিযুক্ত আসামীর সংখ্যা কত ;

৩। এক বৎসরের বেশী, দুই বৎসরের বেশী, তিন বৎসর, চার বৎসর, পাঁচ বৎসর, ছয় বৎসর এবং ততোধিককাল ইনভেষ্টিগেশনে আছে, এইরূপ মামলার সংখ্যা কত ?

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Samir Ranjan Barman, Chief Minister.

১নং

২নং তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩নং

Admitted Un-starred Qustion No. 15.

Name of the member :—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য বিরোধী দলের বিধায়কদের নিরাপত্তার জন্য প্রদত্ত Home Guard (Residential Guard) প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ;

২। যদি সত্যি হয় তাহলে কি কি কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে ;

৩। ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মন্ত্রী বিধায়কদের

নিরাপত্তার রাজ্য জন্য সরকারের কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে ?

৪। মন্ত্রী বিধায়কদের উপর কতটি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে এবং তারমধ্যে কতটি থানায় লিপিবদ্ধ (FIR) করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা ক্রমে বিধায়কদের বাড়ীর নিরাপত্তা রক্ষীর শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছিল।

৩। মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিরাপত্তার জন্য ব্যয়ের কোন প্রকার আলাদা হিসাব রাখা হয় না। তবে উক্ত সময়ে এই বাবদ মাসে গড়ে ২৮,৬৪,২৫৭ টাকা ব্যয় করা হয়।

৪। ১৯টি ঘটনায় মোট ১৯টি F.I.R. থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 19.

Name of Member :—Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be please to State :—

১। গত দুই বৎসরে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন, সীমান্তে চোরাচালানকারী-দের কতজনকে এরেষ্ট করেছেন, এবং

২। তাদের কাছ থেকে কত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে ; (যেমন সোনা, রূপা, কাঠ, কাপড়, চাউল, চিনি সহ অন্যান্য সামগ্রী)

৩। এরেষ্ট করা ছাড়াও কত মালামাল আটক করেছেন এবং তাহা মূল্য মাল কত ;

৪। এই চোরাচালান রোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Chief Minister, Tripura.

১। গত দুই বৎসরে রাজ্য পুলিশ মোট ১৫ জনকে এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী মোট ৬৬০ জন ভারতীয় এবং ৯১৬ জন বাংলাদেশী চোরাচালানকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

২। পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী কর্তৃক মালামাল উদ্ধারের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত চোরাচালানকারীদের নিকট হইতে উদ্ধারকৃত মালামালের হিসাব	সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত চোরাচালানকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত মালামালের হিসাব
১। কাঠ—৬ পিস	১। স্বর্ণ—৭০ তোলা
২। চিনি—২২ কুইন্টাল	২। ধান—৮৬৯২ কেজি
৩। সাবান—৫টি	৩। ভোজ্য তৈল—১৩৭৯৮ কেজি
৪। তৈল—৬০ লিঃ	৪। লবণ—৬৬,৬৪৫ কেজি
৫। শাড়ী—৪০০টি	৫। গুঁড়ামশলা—১৩,৪৪১ কেজি
৬। চাউল—২০২০ কেজি	৬। গরমমশলা—৩৫,৯৪২
৭। বাংলাদেশী টাকা—১২৬৭৩/-	৭। চিনি—১,৭৮,১১৭ কেজি
	৮। গরু—১,২৬১টি
	৯। শাড়ী—৫৭,১৪৩টি
	১০। কাঠ—৪৯,১৪৩ সিনফটি
	১১। ডিজেল—২,১৭০ লিঃ
	১২। ঔষধ—৩,৮৫,০০০ টাকা মূল্যের
	১৩। সুতা ও অন্যান্য সুতিবস্ত্র—১৩,৯০,৭৬৬ টাকা মূল্যের।

৩। পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার ছাড়া মালামাল উদ্ধারের হিসাব :—

১) শাড়ী—২১৬টি

২) চিনি—৬,৫১০ কেজি

৩) চাউল—১,৬০০ কেজি

৪) তৈল—৫০ লিঃ

৫) গরু—৫টি।

এই সমস্ত মালামালের আনুমানিক মূল্য ৮৬,৫০০ টাকা।

৪। সীমান্তে চোরাচালান রোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নেওয়া হইয়াছে।

১) Ambush এর মাধ্যমে সীমান্তে দিবারাত্র পেট্রোলিংএর ব্যবস্থা করা হইতেছে।

২) চোরাচালানকারী ও দুষ্কৃতকারীরা যাহাতে সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ ও বাহির হইতে না পারে তারজন্য দুইটি বি-ও-পির দূরত্ব কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

৩) বি-ও-পিগুলির শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে।

৪) প্রত্যেকটি বি-ও-পি-তে পেট্রোলিংএর জন্য জীপ, সার্চলাইট, বাইনোকোলার ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। তাহাছাড়া সীমান্তে ও-পি-টাউয়ারও নির্মাণ করা হইতেছে।

৫) নদীর নিকটবর্তী বি-ও-পি-গুলিতে বিশেষ নৌকার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৬) সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের মধ্যে খবর আদান প্রদানের জন্য যৌথ Interogation Centre এর ব্যবস্থা বিবেচনা করা যাইতেছে।

৭) সীমান্ত এলাকায় টহলদারীর সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হইতেছে। সীমান্তে তারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Un-starred Question No. 24

Name of Member :—Shri Samar Choudhury, M.L.A.

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department, be pleased to state :—

১। রাজ্যে অস্ত্রআইন এবং একস্প্লোসিভ আইনে গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ অর্থবছরগুলিতে কত সংখ্যক অপরাধের ঘটনা পুলিশের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে ;

২। কোন বৎসর কত সংখ্যক ব্যক্তি এই দুই ধরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল ;

৩। কোন বৎসর কত সংখ্যক অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং কি পরিমাণ অস্ত্র ও একস্প্লোসিভ উদ্ধার করতে পেরেছিল ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Chief Minister, Tripura.

১) অস্ত্র আইনে মোট ২৪১ এবং এক্সপ্লোসিভ আইনে মোট ৭৪টি অপরাধের ঘটনা পুলিশের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২) অর্থ বৎসর	অস্ত্র আইনে অভিযুক্তের সংখ্যা	এক্সপ্লোসিভ আইনে অভিযুক্তের সংখ্যা
১৯৮৮-৮৯	৬৪	৪৭
১৯৮৯-৯০	১৪৩	৪৭
১৯৯০-৯১	১৯৬	১১২
১৯৯১-৯২	৫১৯	৬

৩।

বৎসর	অস্ত্রআইনের অপরাধে গ্রেপ্তারের সংখ্যা	এক্সপ্লোসিভ আইনের অপরাধে গ্রেপ্তারের সংখ্যা	উদ্ধারকৃত অস্ত্রের হিসাব	উদ্ধারকৃত এক্সপ্লোসিভের হিসাব
১৯৮৮-৮৯	৬৪	৩৪	১] দেশী বন্দুক ২৮টি	১] হাতে তৈরী বোমা ১১টি
			২] দেশী পিস্তল ৩টি	২] হাতে তৈরী গ্রেনেড ১টি
			৩] পিস্তল ১টি	
১৯৮৯-৯০	১০৪	৩০	১] দেশী বন্দুক ২৩টি	১] হাতে তৈরী বোমা ১টি
			২] পাইপগান ২টি	
			৩] হ্যান্ড গ্রেনেড ১টি	
			৪] ৩০৩ কার্টেজ ৫ রাউণ্ড	
			৫] পিস্তল ১টি	
			৬] রিভলবার ১টি	

বৎসর	অস্ত্রআইনের অপরাধে গ্রেপ্তারের সংখ্যা	একস্প্লোসিভ আইনের অপরাধে গ্রেপ্তারের সংখ্যা	উদ্ধারকৃত অস্ত্রের হিসাব	উদ্ধারকৃত একস্প্লোসিভের হিসাব
১৯৯০-৯১	১৪২	৫৬	১] দেশী বন্দুক ৫১টি	১] হাতে তৈরী বোমা ১০টি
			২] দেশী পিস্তল ৪টি	২] বোমা ৩টি
			৩] রিভলবার ২টি	
			৪] ৩০৩ কার্টেজ ৭ রাউণ্ড	
১৯৯১-৯২	১২৭	২	১] দেশী পিস্তল ২৭টি	১] হাতে তৈরী বোমা ১০টি
			২] দেশী বন্দুক ১১৯টি	২] বোমা ৩টি
			৩] এস,বি,এম,এল, ৯টি	
			৪] পাইপগান ৭টি	
			৫] দেশী রিভলবার ৪টি	
			৬] গুলী ১৪ রাউণ্ড	
			৭] কারখানায় তৈরী পিস্তল ২টি	
			৮] রাইফ রাউণ্ড ৩টি	
			৯] খালি বাক্স ২টি	

Admitted Un-starred Question No. 28

Name of the Member :—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased

1. The number of murders, decoity etc. crime have been committed by the miscreant in the state from 1st January. 1988 to 29th February, 1992 ? (Please give yearwise and P.S. wise break up).

2. Number of miscreants had peen brought under the police custody in connection the cases mentioned above.

3. In how may case chargesheet have been given by the Police.

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Chief Minister.

1.
2. The information is under Collection.
3.

Admitted Unstarred Question No. 45

Name of Member :—Shri Gouri Sankar Reang,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বছরে মোট চাউলের চাহিদার কত অংশ রাজ্যের কৃষক জুমিয়াদের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে থাকে ;

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answer)

২। ঘাটতি পুরনের জন্য উন্নত চাষের মাধ্যমে অধিক ফসল ফলানোর কোন রূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৩। ঘাটতি পুরনের বহিরাজ্যে থেকে খাদ্য আমদানী করতে বছরে মোট কত টাকা ব্যয় হয়ে থাকে,

৪। উক্ত টাকায় রাজ্যে অধিক উৎপাদনের কোন উদ্যোগ নেওয়ার ব্যবস্থা চিন্তা করা হয়েছে কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১। রাজ্যে বছরে মোট চাউলের চাহিদার আনুমানিক ৭৫ শতাংশ (পচাত্তর) ১৯৯০–৯১ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কৃষক ও জুমিয়াদের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

২। হ্যাঁ, আছে।

৩। ঘাটতি পুরনের জন্য বহিরাজ্য থেকে খাদ্য আমদানী করতে বছরে (১৯৯১ ইং সনের হিসাব অনুযায়ী) মোট প্রায় ৮, ১৪, ০৮, ৬০৯ টাকা ব্যয় হয়ে থাকে।

৪। বাৎসরিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 49.

Name of Member :—Shri Nakui Das

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Fisheries Department be pleased to state.

প্রশ্ন নং : ১। রাজ্যে বর্তমানে মৎস্যজীবির সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর নং : ২। ৪৮,৩৬৭ জন।

ধর্মনগর—	৩২২৪
কৈলাসশহর—	১১,৫৪৯
কমলপুর—	৫২৮৮
খোয়াই—	৪৯৫৭
সদর—	৩০৬০
সোনামুড়া—	৫৭০৭
উদয়পুর—	৬২০৮
বিলোনিয়া—	৩৯১৭
সাব্রুম—	৯২৫
অমরপুর—	১৪৪৮
গণ্ডছড়া—	২০৮৪
মোট—	৪৮৩৬৭ জন

তাছাড়াও মৎস্যচাষে আংশিক ভাবে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ৫৫,৬০০ জন।

প্রশ্ন নং ঃ ২। ঐসব মৎস্যজীবীদের জাল, নৌকা, সুতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

উত্তর নং ঃ ২। হ্যাঁ, নৌকাও বিভিন্ন ধরণের জাল মৎজীবীদের দেওয়া হয়ে থাকে। সুতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নাই

প্রশ্ন নং ঃ ৩। না থাকলে তার কারণ কি ;

উত্তর নং ঃ ৩। প্রশ্ন উঠেনা।

প্রশ্ন নং ঃ ৪। ডুম্বুর জলাশয়ের বাঙালী অংশে মৎসাজীবীদের জাল, নৌকা লুট হয়ে যায় এবং ডাকাতি ইত্যাদি কারণে নিরপত্তাহীনতার জন্য মাছ ধরতে পারে না, বলে সরকার অবগত আছেন কি না ?

উত্তর নং ঃ ৪। না।

Admitted Un-Starred Question No. 58.

Name of the Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department to pleased to State.

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমার তকছাপাড়া শিবনগর গাওসভায় গত ডিসেম্বর মাসে বলরামবাড়ী উপজাতি গ্রামের ৩২টি উপজাতি পরিবার সশস্ত্র ডাকাতদলের আক্রমণে এবং উপজাতি নারীদের উপর অত্যাচারের ফলে জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য গ্রাম ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে এই সকল উপজাতি এখনও নিরাশ্রয় অবস্থায় জনবসতি পুর্ণ পার্শ্ববর্তী উপজাতি গ্রামে আশ্রয় নেওয়ায় সেই গ্রামের উপর ও হামলা চলেছে ;

৩। উক্ত উপজাতি অঞ্চলটি থেকে সকল উপজাতি জনগণ উচ্ছেদ হচ্ছে তা সরকার অবগত আছেন কি।

৪। যদি অবগত থাকেন তবে এই সংখ্যালঘু উপজাতিদের রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman,
Chief Minister, Tripura.

১নং তথ্য সংগ্রহানধী আছে
২নং
৩নং
৪নং
প্রশ্নের উত্তর

Admittet Un-Starred Question No. 59.

Name of the Member :—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State.

১। ইহা কি সত্য যে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কাঞ্চনপুর ব্লকের মনুছৈলেংটা গাওসভার উরিহাম পাড়া, শান্তিরাম পাড়া, পূর্ণজয় পাড়া, গুণধর পাড়া এবং জলিরাম পাড়া সমূহের ১৩৫টি পরিবার রিয়াং উপজাতি দুর্বৃত্তদের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য গ্রাম ত্যাগ করতে

২। সত্য হয়ে থাকলে এই সকল উপজাতি পরিবারকে গ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া এবং তাদের বাসোপযোগী শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ;

৩। দুষ্কৃতকারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Samir Ranjan Barman.
Chief Minister, Tripura.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 61.

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :

১। সরকার শস্য উৎপাদন এবং ফলোৎপাদনের জন্য রাজ্যের কোথায় কত পরিমানে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন করেছেন, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, ৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ বৎসর পৃথক হিসাব,

২। এই সময়ে ত্রিপুরার বাইরে থেকে কত পরিমাণ এবং কত টাকার কি কি শ্রেণীর উন্নত মানের বীজ সরবরাহের জন্য ক্রয় করতে হয়েছে,

৩। রাজ্যে বীজ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য কি কি ব্যবস্থার ও উদ্যোগ সরকার গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

Minister-In Charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia.

১। তথ্য সংগ্রহনাধীন আছে।

২। তথ্য সংগ্রহনাধী আছে।

৩। রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি খামারের উন্নত মানের বীজ উৎপাদন করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং রেজিষ্টার্ড গ্রোয়ার্স স্কীমের আওতায় কৃষকদের থেকে বীজ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।